

A. o.r

4520

m

A. or. 4520 m

A. or. 4520^m

Kali'dasa

রঘুবংশ

মহাকবি কালিদাস বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের

অনুবাদ।

৩ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

RAGHUVANSA

OF

KALIDASA

Translated into Bengali.

BY

CHANDRA KANTA TARKABHUSHAN.

SIXTH EDITION.

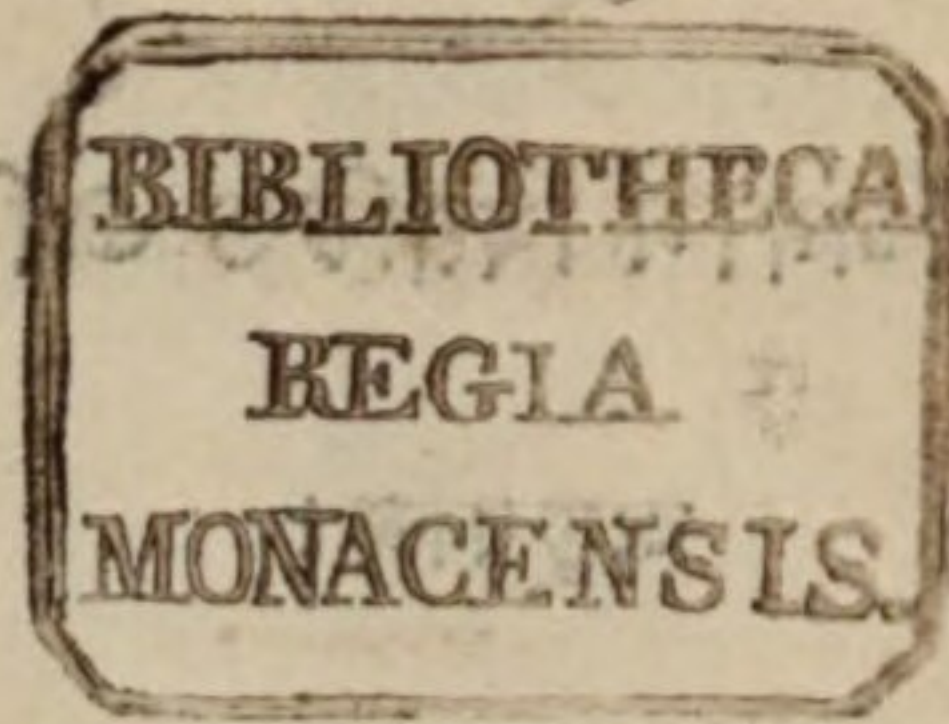
কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯২১।

A

१२७६



1875

ANNAUVA

OF

PARADISE

THE

BY

CHANDRA NATH TANKAISHAN

WITH

हिंदी

1875

1875

বিজ্ঞাপন।

প্রায় ঊনবিংশতি শতাব্দী অতীত হইল মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার এক জন প্রধান রত্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তি সর্বত্র সুবিদিত আছে। কাব্য নাটক উভয়বিধ রচনায় তাঁহার ন্যায় অসামান্য নৈপুণ্য অন্যের দেখা যায় না। কালিদাস-প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলে চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। আহা! তাঁহার রচনা কি সরল, মধুর ও আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত।

সেই অদ্বিতীয় কবি রঘুবংশের রচয়িতা। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মহাকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রঘুবংশ সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। ইহার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী রচনা আর কোন কাব্য গ্রন্থে লক্ষ্য হয় না। এই গ্রন্থ যখন পাঠ কর, তখনই নূতন বোধ হয়। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের জীবনচরিত, রাজনীতি, সুললিত হিতোপদেশ, এবং কাব্যশাস্ত্রে বর্ণনীয় যে কিছু উৎকৃষ্ট বিষয়, তৎসমুদায়ই বর্ণিত আছে। আর ইহাকে সূর্য্যবংশের প্রাচীন ইতিহাস বলিলেও বলা যাইতে পারে। অধিক কি বলিব, সমগ্র রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে ষাটশ ফললাভ হয়, রঘুবংশপাঠে তাহার শুল তাৎপর্য্য সমুদায় জানিতে পারা যায়।

আমি রঘুবংশের এই সকল গুণ নিরীক্ষণ করিয়া এবং আমার কোন হিতৈষী বান্ধবের পরামর্শ লইয়া অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ করা হইলে সংস্কৃত কালেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ অশেষগুণসাগর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রমস্বীকারপূর্বক সেই অংশটি অবলোকন করিয়া আমাকে লিখিতে আদেশ করেন। অধুনা উক্ত কালেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই. বি. কাউএল, এম্. এ. মহোদয় কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া বহু ব্যয় স্বীকার পূর্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ইহা সংস্কৃত রঘুবংশের অবিকল অনুবাদ নহে। অশ্লীল অংশ সকল এক বারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সকল সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে বিরস হইয়া উঠে তাহাও পরিত্যাগ করা গিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সুশ্রাব্য বোধে দুই একটি নূতন বিশেষণ পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ, সংস্কৃত রঘুবংশ পাঠে সহৃদয় লোকদিগের যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, ইহা পাঠ করিলে তদনুরূপ প্রীতি লাভের কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, যদি পাঠকবর্গের যৎকিঞ্চিৎ সন্তোষকর হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীচন্দ্রকান্তশর্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃত কালেজ।

২৫এ টৈজ্যষ্ঠ, সংবৎ ১২১৭।

রঘুবংশ ।

প্রথম সর্গ ।

সূর্য্যতনয় মনু নৃপতিবংশের আদিপুরুষ ছিলেন । তাঁহার বিশুদ্ধ বংশে দিলীপ নামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল জন্ম গ্রহণ করেন । দিলীপ অলৌকিকগুণসম্পন্ন ও অসামান্যপরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল এবং স্থলোন্নত কলেবর অবলোকন করিলে বোধ হইত যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন । মহারাজ দিলীপ লোকোত্তরবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও আপন বিদ্যা ও বুদ্ধির কিছুমাত্র অভিমান করিতেন না । মহীয়সী ধীশক্তি, অবিচলিত উৎসাহ ও স্থিরতর অধ্যবসায় প্রভাবে তাঁহার সকল কার্য্য নিৰ্ব্বিয়ে নিৰ্ব্বাহিত হইত । তিনি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থে কর গ্রহণ করিতেন, লোক-স্থিতিরক্ষার্থে দণ্ডবিধান করিতেন এবং দুৰ্জ্জয় রিপুবর্গ আত্মবশে রাখিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতেন । তিনি রমণীয় বিষয়-সুখ অনুভব করিতেন কিন্তু কিছুতেই ব্যসনী ছিলেন না । সকলের ধন ও প্রাণের প্রভু ছিলেন কিন্তু কদাচ ক্ষমাপথের বহির্ভূত হইতেন না । অসামান্য বদান্য হইয়াও আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র প্রদর্শন করিতেন না । তাঁহার স্বভাব এত গম্ভীর ছিল যে আকার বা ইন্দ্রিত দেখিয়া কেহ তাঁহার মনোগত ভাব উন্নয়ন করিতে পারিত না । তিনি পিতার মত প্রজা-

দিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহার শাসনপ্রভাবে কেহ অসৎ পথ অবলম্বন করিতে সাহসিক হইত না এবং চিরাগত সদাচারপদ্ধতি অণুমাত্রও অতিক্রম করিতে পারিত না। তদীয় অধিকারকালে দস্যু বা তস্করের কিছু-মাত্র উপদ্রব ছিল না, প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত। দিলীপ নিজ দৌর্দণ্ডবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া সমুদায় ভূমণ্ডল একটী নগরীর ন্যায় অনায়াসে শাসন করিয়া-ছিলেন।

মগধরাজদুহিতা সুদক্ষিণা দিলীপের প্রধান মহিষী ছিলেন। রাজা কলত্রকলাপের পতি হইয়াও সুদক্ষিণাতে সৰ্বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। রাজার বয়ঃক্রম ক্রমে ক্রমে পরিণত হইয়া উঠিল। তিনি সুদক্ষিণার গর্ভে বংশধর কুমার হইবে বলিয়া মনে মনে নিতান্ত আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু মনোরথসিদ্ধির অধিকতর বিলম্ব দর্শনে হতাশ হইয়া দিন দিন সৰ্ব বিষয়ে নিতান্ত নিকংসাহ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর নরপতি উপযুক্ত অমাত্য হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মহিষীকে সঙ্গে লইয়া বিষশান্তির মানসে কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষির পুণ্যাশ্রমগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অধিক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইলে আশ্রমপীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা এই নিমিত্ত অঙ্গসংখ্যক আনুষাত্রিক সঙ্গে চলিল।

রাজা ও রাজ্ঞী এক রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাত্রাকালে অনুকূল পবন সন্দর্শনে রাজা মনে মনে নিতান্ত প্রীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে নানা গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে বনমার্গে উপনীত হইলেন। ভূপাল অরণ্য দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক দেখিতে লাগিলেন, কোন স্থানে সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা বনরাজী ঈষৎ কম্পিত ও সুশোভিত করিতেছে এবং কুমুমগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে; স্থানান্তরে গভীর রথনির্ঘোষ

শুনিয়া মেঘগর্জনজ্ঞানে ময়ূরময়ূরীগণ উর্দ্ধ নয়নে কেকারব করি-
তেছে ; কোথাও বা রথমার্গের অনতিদূরে হরিণহরিণীগণ
অশ্রুতপূর্ব রথরব শুনিয়া অনিমিষ নয়নে রথের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া রহিয়াছে ; কোন স্থলে উন্মদ সারসগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া
নিরবলম্ব পুষ্পমালার ন্যায় গগনমার্গে উড়ীন হইতেছে ;
স্থলান্তরে অমল সরসীজলে সুকোমল অরবিন্দ সকল প্রস্ফুটিত
হইয়া বনস্থলী ধবলিত ও মকরন্দগন্ধে দিগ্ভ্রংশ আমোদিত
করিয়াছে এবং হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি নানাজাতীয় জলচর
পক্ষিগণ কলরব করিতেছে ; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্-
গুন্ রবে পুষ্প পুষ্প ভ্রমণ করিতেছে ; কোন কোন বনপ্রান্তে
ক্রমাগত গোপবৃদ্ধেরা উপহার দিবার নিমিত্ত হৈয়দ্বীন হস্তে
করিয়া রাজার দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ।

রাজা ও সুদক্ষিণা এইরূপ বনশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে
সায়ংকালে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমপদে উত্তীর্ণ হইলেন এবং দেখি-
লেন তাপসগণ বনান্তর হইতে সমিৎকুশাদি আহরণ করিয়া
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন ; মৃগকুল আশ্রমকুটীরের অঙ্গন-
ভূমিতে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে ; তাপসতনয়ারা আল-
বালে জলসেচন করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরে গমন করিলে, তপোবনস্থ
বিহঙ্গমেরা রক্ষ হইতে নামিয়া বিশ্রদ্ধ মনে জল পান করিতেছে
এবং যজ্ঞীয় হবির্গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে ।

অনন্তর নৃপবর সারথির প্রতি অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার
আদেশ দিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সুদক্ষিণাকে
নামাইলেন । ঋষিগণ, রাজা ও রাজ্ঞীকে তপোবনে আগত
দেখিয়া পরম সমাদরে যথোচিত সভাজন করিলেন । মহর্ষি
সায়ন্তন সত্র সমাপন করিয়া অকঙ্কতীসহিত বসিয়া আছেন
এমত সময়ে রাজা ও রাজ্ঞী উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিলেন
এবং ভক্তিভাবে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণ গ্রহণ করিলে, তাঁহারা
প্রীতিপূর্বক উভয়কে আশীর্বাদ করিলেন ।

ভূপাল ক্ষণ কাল বিজ্ঞাম করিলে, মহর্ষি রাজর্ষিকে রাজ্যের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। রাজা কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আপনি যাহার রক্ষাকর্ত্তা, তাহার রাজ্যে দৈবী বা মানুষী আপদের সম্ভাবনা কি? আপনকার হোমপ্রভাবে আমার রাজ্যে সতত সুরক্ষি হইতেছে, আপনকার মন্ত্রবলে আমার বিপক্ষগণ সুদূরপর্য্যন্ত হইয়া রহিয়াছে, যুদ্ধের কথা-মাত্র নাই, অস্ত্র শস্ত্র মলিন হইয়া যাইতেছে, এবং ভবদীয় ব্রাহ্ম্যতেজোমহিমায় আমার প্রজাগণ শতবর্ষজীবী হইয়া নির্বিঘ্নে কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। সাক্ষাৎ বিধাতার পুত্র যার প্রতি এরূপ সদয়, তার রাজ্য অব্যাহত থাকিবেক সংশয় কি? কিন্তু অনপত্যতাছুঃখ আমার সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, অতুল ঐশ্বর্য্যও আমার ক্ষণ কাল নিরুতি বোধ হইতেছে না। জগদীশ্বর সমুদায় সুখদ পদার্থ প্রদান করিয়া কেবল গৃহস্থাশ্রমের সারভূত পুত্রমুখাবলোকন বিষয়ে আমাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমার অন্তঃকরণে এইমাত্র আক্ষেপ হইতেছে যে আমার নামরক্ষা বা জলপিণ্ডসংস্থাপনের নিমিত্ত আর কেহই রহিল না। আমি স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঞ্চন হইতে এবং যজ্ঞ দ্বারা দেবঞ্চন হইতে মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু সন্তানভাবে বুঝি পিতৃঞ্চন হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। তপোদান প্রভৃতি সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কেবল লোকান্তরেই সুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সংপুত্র ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখাবহ হয়। স্বহস্তপরিবর্দ্ধিত রক্ষ বন্ধা হইলে যাদৃশ দুঃখানুভব হয়, আমাকে অনপত্য দেখিয়া আপনি কি সেইরূপ দুঃখিত হইতেছেন না? ফলতঃ এই দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, প্রসন্ন হইয়া আপনাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, আপনি ব্যতিরেকে ইক্ষ্বাকুদিগের আর উপায়ান্তর নাই।

দিলীপ এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আচমন

করিয়া, অবাতিবিক্ষোভিত মীনাহতিরহিত গভীর জলাশয়ের
ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিত ভাব অবলম্বন পূর্বক নিমীলিত নয়নে
ধ্যানস্থ রহিলেন । পরে সমাধিবলে আদ্যোপান্ত সমস্ত রত্নান্ত
অবগত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! শ্রবণ কর, একদা তুমি
ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া স্বলোক হইতে ভুলোকে আগমন
করিতেছিলে, পথিমধ্যে সর্বজনপূজনীয়া সুরভি কম্পতকচ্ছায়ায়
শয়ন করিয়াছিলেন, তুমি অনুল্লঙ্ঘনীয় কার্য্যানুরোধে ব্যগ্রচিত্ত
হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণাদি দ্বারা সৎকার না করিয়াই চলিয়া
আসিতেছিলে । এই অপরাধে সুরভি তোমাকে শাপ দিয়াছেন,
“যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যাইতেছ অতএব আমার
সন্ততির আরাধনা ব্যতিরেকে তোমার সন্তানলাভ হইবে না ।”
যখন তিনি তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন তখন দিগ্গজগণ
মন্দাকিনীতে জলকেলিমত্ত হইয়া চীৎকারশব্দ করিতেছিল, এজন্য
ঐ শাপ তোমার বা তোমার সারথির কর্ণগোচর হয় নাই ।
সম্প্রতি বকণ বহুকালসাধ্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সুরভি
তাঁহার ইবিদানার্থে রসাতলে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার
কন্যা নন্দিনী আমার আশ্রমেই আছেন, অতএব তুমি সস্ত্রীক
হইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হইলেই অবিলম্বে
মনোরথসিদ্ধি হইবে ।

মহর্ষি এই কথা বলিতে বলিতেই, নন্দিনী দুর্বহ পয়োধর-
ভরে মন্থর ভাবে বন হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । শুভাশুভ-
লক্ষণজ্ঞ বশিষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ ! আর চিন্তা
নাই অচিরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, যেহেতু নাম করি-
তেই এই পয়স্বিনী নন্দিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । এক্ষণে
তোমাকে এক উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর, তুমি বন্যফলমূল-
মাত্রভোজী হইয়া নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হও, নন্দিনী গমন
করিলে গমন করিবে, বসিলে বসিবে এবং দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে ।
এই রূপে ছায়ার ন্যায় অনুগামী হইয়া কিছু দিন ইহার উপাসনা

কর । আর দেবীও প্রাতঃকালে ভক্তিভাবে ইহার পূজাদি করিয়া তপোবনের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সন্দেশে সন্দেশে গমন করিবেন এবং সায়ংকালে প্রত্যাগমন করিবেন । এই রূপে কিছু দিন আরাধনা করিলেই নন্দিনী প্রসন্ন হইবেন, প্রসন্ন হইলেই তুমি অনতি-বিলম্বে আত্মসদৃশ পুত্র লাভ করিবে সংশয় নাই । রাজা যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকার করিলেন । অনন্তর মহর্ষি শয়ন-কাল উপস্থিত দেখিয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে পর্ণশালায় শয়ন করিতে আদেশ করিলেন । তাঁহারা গুরুর আজ্ঞানুসারে ত্রতপালনার্থ পর্ণকুটীরস্থ কুশাসনে শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

রজনী প্রভাত হইলে নরপতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন । পরে সুদক্ষিণা গন্ধমাল্যাদি দ্বারা নন্দিণীর পূজা করিলে, রাজা বৎসের স্তন্যপানানন্তর তাহাকে পুনর্বার রজ্জুবদ্ধ করিয়া নন্দিণীকে ছাড়িয়া দিলেন । নন্দিণী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । তপোবনপ্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া রাজা কোমলাঙ্গী সুদক্ষিণাকে আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পরাপেক্ষার আবশ্যকতা নাই এই বিবেচনায় আনুষাঙ্গিকদিগকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া, একাকী ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যপথে গমন করিতে লাগিলেন । মহারাজ দিলীপ, কখন সুস্বাদ নবীন তৃণ দান করিয়া, কখন গাত্র-কণ্ঠ্যন করিয়া, কখন বা দংশমশকাদি নিবারণ করিয়া নন্দিণীর আরাধনায় প্ররুত হইলেন । নন্দিণী চলিলে চলেন, বসিলে বসেন, দাঁড়াইলে দাঁড়ান এবং জলপানে প্ররুত হইলে জলপান করেন । এই রূপে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্তী হইলেন ।

রাজার কেশপাশ লতাপাশে বদ্ধ, হস্তে ধনুর্ঝাণ, সঙ্গে অনুচর নাই এবং মণিমুকুটাদি রাজচিহ্ন কিছুমাত্র নাই তথাপি অনি-র্কচনীয় তেজঃপ্রভাবে রাজক্ৰী স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল । ইতস্ততঃ বনস্থ বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া বন্দিবৃন্দের ন্যায় স্তুতি-পাঠ করিতে লাগিল । প্রফুল্ল বনলতা সকল বায়ুতরে আন্দোলিত হইয়া তদ্ব্যাক্তে পুষ্পহৃষ্টি করিতে লাগিল । রাজার সুকুমার কলেবর মধ্যাহ্ন কালে আতপতাপিত হওয়াতে তিনি গিরিনিবাসি-

গীর নিকটস্থ তরুতলে উপবেশন পূর্বক সুশীতল বনবায়ুর স্পর্শ-
সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন । তাঁহার বিশাল স্কন্ধদেশে রূহৎ
কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে তথাপি হরিণগণ তদীয় রূপামধুর
আকৃতি দেখিয়া নিঃশব্দ মনে সরল নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া রহিল ।

এই রূপে দিলীপ রাজা বশিষ্ঠধেনুর অনুবর্তী হইয়া নানা
বন ভ্রমণ করিতে করিতে দিবাবসান হইল । ভগবান্ সহস্ররশ্মি
অস্তাচলশিখরাবলম্বী হইলেন ; আকাশমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া
উঠিল ; বরাহগণ পল্লবপঙ্ক হইতে উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিল ;
ময়ূরময়ূরীগণ স্ব স্ব আবাসস্থক্ষে উপবেশন করিতে লাগিল ;
মৃগকদম্বক তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল ;
বিহঙ্গমেরা কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ নীড়াভিমুখে ধাব-
মান হইল ; এবং বনভূমি অনতিনিবিড় অন্ধকারে অল্প অল্প
আরত হইতে লাগিল ।

নন্দিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যা-
গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে
লাগিলেন । ক্রমে আশ্রমের প্রত্যাসন্ন হইলেন । এ দিকে সুদ-
ক্ষিণা নন্দিনীর প্রত্যাগমনার্থ তপোবনপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন ।
তিনি দূর হইতে ধেনুসহচারী প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া
এমত অভিনিবেশ পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বোধ হয়
যেন তাঁহার নয়নদ্বয় সমস্ত দিনের উপবাসে অতিমাত্র সতৃষ্ণ
হইয়া রাজাকে পান করিতেই লাগিল । নন্দিনী ক্রমে ক্রমে
নিকটবর্তিনী হইলে সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে প্রদক্ষিণ পূর্বক
অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্য ভাগে পুষ্পাদি
বিন্যাস করিয়া অর্চনা করিলেন । বশিষ্ঠধেনু বৎসের নিমিত্ত
নিতান্ত উৎসুক হইয়াও স্থির ভাবে সপর্য্যাপ্ত গ্রহণ করিলেন ।
রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার সেই ভাব অবলোকন করিয়া ইষ্টসিদ্ধির
শুভ চিহ্ন বিবেচনায় মনে মনে সান্তিশয় হৃষ্ট হইলেন । অনন্তর

ধেনু, বৎসসন্নিধানে গমন করিলে রাজা, গুরু ও গুরুপত্নীর চরণগ্রহণ করিয়া সাযংসন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিলেন । পরে রজনী-যোগে দোহনানন্তর নন্দিণীর নিকটে একটি প্রদীপ এবং পূজোপকরণ রাখিয়া সন্ধ্যাক তাঁহার আরাধনায় পুনর্বার নিযুক্ত হইলেন । পর দিবস প্রভাতেও গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ববৎ নন্দিণীর পরিচর্যা করিলেন । এই রূপে ক্রমে ক্রমে এক-বিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল ।

অনন্তর দ্বাবিংশ দিবসে রাজা ধেনুর সমভিব্যাহারে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা বন উত্তীর্ণ হইলেন । নন্দিণী রাজার ভক্তিপরীক্ষার মানসে হিমালয় পর্বতের সন্নি-হিত হইয়া একপ্রকার মায়া বিস্তার করিবার অভিলাষ করিলেন । হিমগিরির যে প্রদেশে গঙ্গাপ্রপাত তাহার চতুর্দিশে অতি মনোহর নবীন দূর্ধ্বাকুর সকল জন্মিয়াছিল । নন্দিণী চরিতে চরিতে ঐ অপূর্ব দূর্ধ্বা ভক্ষণ ছলে তাহার নিকটবর্তিনী হইয়া গুহাভ্যন্তরে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইলেন । রাজা মনে জানেন, নন্দিণী সামান্য ধেনু নহেন, কোন দুর্ঘট সত্ত্ব ইহার অনিষ্ট করিতে পারিবেক না । এই বিবেচনায় তৎকালে তিনি হিমালয়ের অলৌকিক শোভার প্রতি এক দৃষ্টি নয়নার্পণ করিয়া-ছিলেন । ইত্যবসরে এক প্রকাণ্ড সিংহ নৃসিংহের অজ্ঞাত-সারে নন্দিণীকে আক্রমণ করিল । নন্দিণী তৎক্ষণাৎ আত্ম-নাদ করিয়া উঠিলেন । সেই আত্মনাদ রাজার গিরিনিহিত দৃষ্টিকে যেন শৃঙ্খলাকৃষ্ট করিয়াই প্রত্যাবর্তন করিল । রাজা অকস্মাৎ নন্দিণীপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড সিংহ সন্দর্শন করিয়া এক বারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন । তখন আর কি করেন, সিংহের বিনাশ-বাসনায় সত্ত্বর হইয়া বাণ উদ্ধরণার্থে যেমন আশ্বে ব্যশ্বে তুণীর-মুখে হস্তার্পণ করিয়াছেন অমনি হস্ত রুদ্ধ হইয়া রহিল । হস্ত উত্তোলন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কোন মতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি চিত্রাপিতের

ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। দিলীপ পুরোবর্তী রিপূর প্রতি-
বিধান করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রবলে হতবীৰ্য্য বিষধরের ন্যায়
কেবল মনে মনেই সাতিশয় দক্ষ হইতে লাগিলেন।

তখন পশুরাজ মনুষ্যবাক্যে নররাজের বিস্ময় বিধান পূৰ্ব্বক
কহিল, মহারাজ ! রথ! কেন আয়াস পাইতেছ, আমার প্রতি-
শস্ত্র নিক্ষেপ করিলেই বা কি হইতে পারে, বেগবান্ বায়ু,
রক্ষাদি উৎপাটন করিতেই সমর্থ হয়, কিন্তু কখন পৰ্ব্বতকে
চঞ্চল করিতে পারে না। আমি নিকুন্তের মিত্র, আমার নাম
কুন্তোদর, আমি ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির কিস্কর। তিনি
আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া অত্যাচ্চ রঘভপৃষ্ঠে আরোহণ
করেন। এই যে দেবদাক্ষ রক্ষ দেখিতেছ, ইটী পার্শ্বতীনাথের
কৃত্রিম পুত্র। স্কন্দজননী স্বয়ং সুবর্ণকলস দ্বারা পয়োদান
করিয়া ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। একদা এক বন্য হস্তী
আসিয়া এই রক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করাতে ইহার ত্বগেভদ হইয়া-
ছিল। হরপার্শ্বতী তাহা দেখিয়া স্বপুত্র কার্তিকেয়ের অঙ্গে
অমুরাস্ত্র বিদ্ধ হইলে যাদৃশ ব্যথিত হন সেইরূপ ব্যথিত হই-
লেন। তদবধি বনগজদিগের ত্রাসার্থে আমাকে সিংহরূপী
করিয়া এই গুহায় থাকিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং কহিয়া-
ছেন তোমার নিকট যে কোন জন্তু আসিবে তাহাকেই ভক্ষণ
করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে। সেই অবধি ভগবান্ ত্রিলোচনের
আদেশানুসারে আমি এই গিরিগহ্বরে বাস করি। সকল দিন
আহারসম্পত্তি হয় না। অদ্য ভাগ্যক্রমে পারণা স্বয়ং উপস্থিত
হইয়াছে। ইহাকে ভোজন করিলে আমার পর্যাপ্ত রূপে তৃপ্তি
হইতে পারে; অতএব তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক নিবৃত্ত হও।
যথোচিত গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে তোমার কিছুমাত্র ক্রটি
হয় নাই। রক্ষণীয় বস্তু শস্ত্রের অসাধ্য হইলে রক্ষক শস্ত্রধারী
পুরুষের যশের হানি হয় না। সিংহ এই রূপে আত্মপরিচয়
প্রদান করিয়া মৌন ভাবে রহিল।

রাজা মৃগেন্দ্রের এইরূপ প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দৈবী শক্তি অতিক্রম করা নরলোকের অসাধ্য এই বিবেচনা করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক বিনীত ভাবে সিংহকে নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে মৃগেন্দ্র ! আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি ইহা অন্যের নিকট বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি শিবকিঙ্কর, তুমি দৈবশক্তিপ্রভাবে সকলের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পার, অতএব তোমার নিকট উপহাসযোগ্য হইবে না, এই বলিয়াই বলিতেছি । সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা মহাদেব তোমাকে অক্ষাগত সত্ত্ব ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু এই ধেনুটি মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু, আমি তাঁহার শিষ্য, আমি ইহার রক্ষার্থে আদিষ্ট হইয়াছি, সম্মুখে গুরুধন নষ্ট হইবে ইহা আমার উপেক্ষা করা উচিত নহে । আহা ! ইহার বালক বৎসটি, যত দিনাবসান হইতেছে, ততই শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতৃসন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ধেনুর পরিবর্তে আমাকে ভক্ষণ কর ।

মৃগেন্দ্র নরেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ ! তুমি এরূপ অদূরদর্শীর মত কথা বার্তা কহিতেছ কেন ? কি আশ্চর্য্য ! সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইয়া সামান্য ধেনুর নিমিত্ত দুর্লভ জীবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ ? এই একাধিপত্য, এই মনোহর রূপ, এই নব যৌবন, অপের নিমিত্ত এই সমুদায়ের অপচয় স্বীকার করা অতি নির্বোধের কর্ম । ধেনুর পরিবর্তে আপন দেহ প্রদান করিলে, এক ব্যক্তির উপকার করা হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি স্বয়ং জীবিত থাকিলে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিতসাধন করিয়া প্রজাপুঞ্জের কতই উপকার করিতে পারিবে, আর এক ধেনুর পরিবর্তে সহস্র সহস্র পয়স্বিনী দান করিয়া অগ্নিকণ্ঠ মহর্ষিকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে ; অতএব এই অসৎ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর । এই বলিয়া কেশরী বিরত হইল ।

নররাজ ও মৃগরাজ উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এ দিকে নন্দিনী অতি কাতর ভাবে রাজার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিয়া রাজা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার বলিলেন, বিপদ হইতে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; বিশেষতঃ যশোধনদিগের যশো-রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি আমি ইহাকে বিপদ হইতে পরিব্রাণ করিতে না পারি তবে আমার অধর্ম্ম ও অযশে এই জগন্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে। কলঙ্কিত ও বিগর্হিত ব্যক্তির জীবনধারণপ্রয়াস কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব ইহার পরিবর্তে স্বদেহ সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমাকে ভক্ষণ করিলে তোমার পারণাও বিফল হইবে না এবং আমার গুরু-ধনও নষ্ট হইবে না, সকল দিকই রক্ষা পাইবে। দেখ মৃগেন্দ্র! তুমিও ত পরাধীন, এই রক্ষণীয় দেবদাক্ষ তবুটীর প্রতি কত প্রযত্ন করিতেছ। আমারও নন্দিনীর প্রতি এইরূপ যত্ন। রক্ষণীয় বস্তু নষ্ট করিয়া স্বয়ং অক্ষত শরীরে কি রূপে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইব, এবং তিনিই বা কি মনে করিবেন। নন্দিনী সামান্য ধেনু নহেন, ইনি দেবগবী সুরভির তুল্য, তুমি নৈবশক্তিপ্রভাবেই ইহাকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছ। এই অসামান্য ধেনুর পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ পয়স্বিনী দান করিলেও মহর্ষির কোপশান্তি হইবে না। হে মৃগেন্দ্র! ভদ্র লোকদিগের ক্ষণ কাল পরস্পর সম্ভাষণ হইলেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে, সে অনুসারে আমার সহিত তোমার বন্ধুতা হইয়াছে। অতএব বন্ধুর এই প্রার্থনাতে তোমাকে সম্মত হইতে হইবে।

মৃগাধিপ নরাধিপের বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইল। রাজাও তৎক্ষণাৎ অবরোধ হইতে বিমুক্ত-বাহু হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহসম্মুখে অধোমুখে আশ্রয়প্রার্থনার ন্যায় আত্মদেহ সমর্পণ করিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড সিংহনিপাত মনে করিয়া তির্য্যগ্ভাবে এক এক বার উর্দ্ধে দৃষ্টি-

নিষ্কেপ করিতে লাগিলেন । এমত সময়ে স্বর্গ হইতে রাজার মন্তকোপরি বিদ্যাধরহস্তমুক্ত পুষ্পরশ্মি হইতে লাগিল । সুরভি-
তনয়া নন্দিনী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস ! গাত্রো-
থান কর ।

রাজা এই অমৃতায়মান বচন শ্রবণমাত্র গাত্রোথান করিয়া,
নিজ জননীর ন্যায় নন্দিনীকে সন্দর্শন করিলেন, সিংহকে আর
দেখিতে পাঠিলেন না । তখন নন্দিনী বিষয়বিমূঢ় ভূপালকে
কহিতে লাগিলেন, বৎস ! আমি মায়া উদ্ভাবন পূর্বক তোমার
ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আমার পৃষ্ঠে যে সিংহ দেখিয়া-
ছিলে, সে কৃত্রিম সিংহ । মহর্ষির প্রভাবে যমও আমার অনিষ্টা-
চরণ করিতে পারেন না । সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি সামান্য হিংস্র
জন্তুর কথা কি কহিব । তোমার এই প্রগাঢ় গুরুভক্তি এবং
আমার প্রতি অনুপম অনুকম্পা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি
প্রীত হইলাম, সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর, তুমি আমাকে কেবল
দুঃখদাত্রী মনে করিও না, আমি প্রসন্ন হইলে সর্ব কাম প্রদান
করিতে পারি । রাজা অপরিমিত আনন্দমাগরে মগ্ন হইয়া কৃত-
ঞ্জলিপুটে নন্দিনীর নিকট, বংশপ্রবর্তয়িতা অনন্তকীর্ত্তি সম্বান
প্রার্থনা করিলেন । নন্দিনী তথাস্তু বলিয়া রাজাকে আদেশ
করিলেন, “বৎস ! পত্রপুটে মদীয় দুঃখ দোহন করিয়া পান কর ।
নৃপতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, মাতঃ ! আমি ঋষির
অনুজ্ঞা লইয়া বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট
পান করিতে ইচ্ছা করি, কি অনুমতি হয় ? নন্দিনী এই কথায়
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন ।

অনন্তর নন্দিনী বন হইতে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন ।
রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । ক্রমে ক্রমে আশ্রমে উত্তীর্ণ
হইয়া রাজর্ষি পরমাহুদিত মনে মহর্ষির নিকট আদ্যোপান্ত
সমস্ত বৃত্তান্ত পরিচয় দিলেন । মুনি শুনিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট
হইলেন । সুদক্ষিণা রাজার মুখপ্রসাদ অবলোকনেই অতীষ্ট-

সিদ্ধির অনুমান করিয়াছিলেন, রাজা তথাপি প্রিয়তমাকে পুন-
 ক্তের ন্যায় অবগত করাইলেন। পরে সাংকালীন সন্ধ্যা-
 বন্দনাদি সমাপন করিয়া দিলীপ, মহর্ষির আজ্ঞানুসারে নন্দিনীর
 স্তন্য পান করিলেন। পর দিবস পূর্বাঙ্কে মহর্ষি বশিষ্ঠ, আচরিত
 গোচারত্রয়ের পারণা করাইয়া, প্রাস্থানিক আশীর্বাদ প্রয়োগ
 পূর্বক রাজা রাজ্ঞীকে স্বীয় রাজধানী প্রস্থানে আদেশ করিলেন।
 দিলীপ ও সুদক্ষিণা আগমনকালে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণযুগলে
 প্রণিপাত করিয়া এবং হোমাগ্নি ও সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ
 করিয়া বিচিত্র রথারোহণ পূর্বক স্বীয় নগরী প্রত্যাগমন করিলেন।
 দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহু দিনের পর রাজদর্শন পাইয়া অনিমিষ
 নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নৃপবর পুরপ্রবেশা-
 নন্তর পৌর জন কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুনর্বার রাজ্যভার গ্রহণ
 পূর্বক পরম সুখে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় সর্গ।

কিছু দিন পরে রাজমহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল। ক্রমে গর্ভ-
চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মুখশশী
প্রভাতশশীর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ এবং শরীরযষ্টি নিতান্ত অবসন্ন
হইতে লাগিল। দুর্বলতার কথা অধিক কি বলিব, আভরণও
অঙ্গের ভারবোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, উপ-
বেশন, প্রসাধন প্রভৃতি সকল কার্যেই তাঁহার একান্ত ঐদাম্য
জন্মিল। কিছুতেই আর মনের সুখ রহিল না; কেবল মৃত্তিকায়
শয়ন এবং মৃত্তিকাভঞ্জেই অভিলাষ হইত। প্রেয়সীর দোহদ-
লক্ষণ দর্শনে রাজার আর আনন্দের অবধি রহিল না।

সখীগণ সুদক্ষিণার সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখিয়া অপার আনন্দ-
সাগরে মগ্ন হইল। মহারাজ দিলীপের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুই
অপ্রতুল ছিল না। রাজমহিষী যখন যাহা অভিলাষ করিতেন
তাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন এবং যে কোন অভিলাষ
লজ্জায় রাজার নিকট ব্যক্ত করিতে না পারিতেন, রাজা
কৌতুকী হইয়া তদীয় সখীমুখ হইতে তাহাও অবগত হইতেন
এবং অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতেন। এমন কি
কোন স্বর্গীয় বস্তু প্রার্থনা করিলেও তদ্বৎ আনয়ন করিয়া
দিতেন। এই রূপে দুই তিন মাস সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া
ক্রমে ক্রমে অকটিনিরুত্তি ও আহারপ্ররুত্তি হইতে লাগিল।
শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। পুরা-
তন পত্র পতিত হইয়া নব পল্লব জন্মিলে, লতা যাদৃশ শোভ-
মান হয়, সুদক্ষিণার অঙ্গলতাও সেইরূপ মনোহারিণী হইয়া

উঠিল । রাজার যেমন মনের ঔদার্য্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য, মহিষীর পুংসবনাদি কার্য্যও তদনুরূপ সমারোহ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিলেন এবং তছুপলক্ষে প্রগাঢ় প্রিয়ানুরাগ ও অপরিসীম সন্তোষের নিদর্শন প্রদর্শন করিতেও কিছুমাত্র ক্রটি করিলেন না । কিছু দিন পরে রাজমহিষীর পয়োধরের অগ্রভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ হওয়াতে অলিচুষিত সুজাত কমলকলিকার শোভা পরাজয় করিল । তাঁহার গর্ভভার ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল । বসিলে উঠিতে পারেন না, উঠিলে বসিতে পারেন না । রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ আসন পরিত্যাগ করিতেও কষ্ট বোধ হইত । তৎকালে মহিষীর পারিপ্লব নয়নযুগল এবং গর্ভগৌরবজন্য অবসন্নতা নিরীক্ষণ করিয়া রাজা মনে মনে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতেন ।

এই রূপে নবম মাস উত্তীর্ণ হইলে নৃপতি হৃষ্ট চিত্তে প্রেয়সীর প্রসবকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । পরে দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে প্রিয়তমার প্রসববেদনা উপস্থিত দেখিয়া সুনিপুণ বালচিকিৎসক ভিষগ্গণকে আনয়ন করিলেন ।

রাজ্ঞী শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন । কুমারের রূপে স্মৃতিকাগার উজ্জ্বল হইল । অনন্তর অন্তঃপুর হইতে এক জন ভৃত্য, নৃপতিগোচরে আসিয়া পুত্রোৎপত্তির শুভ সংবাদ নিবেদন করিল । ভূপাল যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশানন্তর স্মৃতিকাগারসমীপে যাইয়া অনিমিষ নয়নে সেই পরমসুন্দর পুত্রের মুখকমল যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে অপার আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইতে লাগিল । পরে মহর্ষি বশিষ্ঠ তপোবন হইতে রাজভবনে আগমন করিয়া রাজপুত্রের জাতকর্মাদি সমাধা করিলেন । কুমার কৃতসংস্কার হইয়া শাণশোষিত মণির ন্যায় সমধিক শোভমান হইলেন । রাজার আর আনন্দের পরিসীমা

রহিল না; স্থানে স্থানে নৃত্য গীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম
হইতে লাগিল। প্রজাবর্গও গৃহে গৃহে নানাবিধ আনন্দোৎসব
করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দিলীপের পুত্র হওয়াতে দেব-
গণও সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা স্বর্গে আনন্দসূচক ছন্দুভিধ্বনি
করিতে লাগিলেন। একুপ আনন্দের সময় লোকে কারাকঙ্ক
ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে, কিন্তু রাজার সুশাসনপ্রভাবে
তৎকালে তাঁহার কারাগৃহে বন্দিমাত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকে
মোচন করিবেন, কেবল স্বয়ংই পিতৃখণরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত
হইলেন। যেমন হরপার্বতী ষড়াননকে পাইয়া, যেমন শচী-
পুরন্দর জয়ন্তকে পাইয়া সম্প্রীত হইয়াছিলেন, রাজা রাজ্ঞীও
তৎসদৃশপুত্রলাভে তাদৃশ সম্প্রীত হইলেন।

অর্থবিৎ দিলীপ রাজা আপন পুত্রকে সুলক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া
ভাবিলেন এই বালকটী সর্ব শাস্ত্রে ও শাস্ত্রযুদ্ধে পারগামী হই-
বেক অতএব তিনি গমনার্থ রঘুধাতুর অর্থ গ্রহণ পূর্বক পুত্রের নাম
রঘু রাখিলেন। রঘু দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত ও
সমধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। পুত্রলাভে রাজা ও
রাজ্ঞী উভয়ের পরস্পরানুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রগাঢ় হইয়া
উঠিল। রঘু আধ আধ স্বরে ধাত্রীর উপদিষ্ট বাক্যের আদ্য
বর্ণ উচ্চারণ, তাহার অঙ্গুলি অবলম্বন পূর্ব্বক দুই এক পদ গমন
এবং দেব দেবীকে প্রণাম করিতে শিখিলেন, তদর্শনে নৃপতির
আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি রঘুকে ক্রোড়ে করিয়া
অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে চিরাভিলষিত স্নুতস্পর্শামৃতরসাস্বাদন
করিলেন।

পরে ভূপতি সমুচিত কালে রঘুর চূড়াকরণ করিয়া পঞ্চম
বর্ষে সমবয়স্ক সচিবতনয়দিগের সহিত তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থে
পাঠশালায় নিযুক্ত করিলেন। রাজপুত্র কতিপয় দিবসের মধ্যে
বর্ণপরিচয় সমাপন করিয়া ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিতে লাগি-
লেন। গর্ভৈকাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজনন্দন উপনীত

হইলেন । বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ যথেষ্ট প্রযত্ন পূর্বক তাঁহাকে শিক্ষা-দান করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদিগের সেই শিক্ষাপ্রদানযত্ন অবিলম্বেই সফল হইল, না হইবে কেন, সংপাতে উপদেশ বিধান করিলে কদাপি স্থালিত হয় না । রঘু অসাধারণ ধীশক্তি ও বিপুলতর পরিশ্রম সহকারে অত্যল্প দিবসের মধ্যেই সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন । শাস্ত্রবিদ্যা সমাপন হইলে, পবিত্র যুগচর্ম পরিধান পূর্বক পিতার নিকটই সমস্তক শাস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস করিলেন । তাঁহার পিতা কেবল অদ্বিতীয় ভূপাল ছিলেন এমত নহে, তিনি ভূমধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্ধরও ছিলেন ।

ক্রমে নৃপকুমার বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনদশায় পদার্পণ করিলেন । গাভ্রীর্ষ্য প্রযুক্ত তাঁহার শরীর অতি মনো-হর হইয়া উঠিল । রাজা কুমারের কেশচ্ছেদনসংস্কার সমাধা করিয়া মহাসমৃদ্ধি পূর্বক বিবাহসংস্কার নির্বাহ করিলেন, এবং সর্বগুণাকর পুত্রকে সর্ব প্রকারে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । রঘু যুবরাজ হইলে রাজার চিরস্থত রাজ্যভারের অনেক ঠৈখিল্য হইল । দিলীপ রঘুর সাহায্য পাইয়া বায়ুসহকৃত বহ্নির ন্যায় এবং মেঘাবরণবিমুক্ত শারদীয় দিবাকরের ন্যায় রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন ।

মহারাজ দিলীপ উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় কতিপয় রাজপুত্র এবং সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আপন পুত্রকে হোমতুরঙ্গরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া একোনশত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিয়ে সমাপন করিলেন । পরিশেষে শততম অশ্বমেধার্থ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন । অশ্ব অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, রক্ষকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে, ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে লোক-লোচনের অগোচর কলেবর ধারণ পূর্বক রক্ষকদিগের সম্মুখ হইতেই অশ্বটী অপহরণ করিলেন । কে অপহরণ করিল, কোথায় ঝালিয়া গেল, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কুমারসৈন্য

বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল । ইতিমধ্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কুমার পিতার নিকট নন্দিনীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন; সেই বিশ্বাসে ইচ্ছাসিদ্ধির অভিলাষে তাঁহার অঙ্গনিঃসৃত জলে স্বীয় নেত্রদ্বয় ধৌত করিবামাত্র দেবগবীর মহিমায় তাঁহার দিব্য চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল । তখন রাজকুমার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব দিকে দেখিলেন এক ব্যক্তি রথরজ্জুতে বন্ধন পূর্বক অশ্বটী লইয়া যাইতেছে, তাহার সারথি অপহৃত অশ্বের চপলতা নিবারণার্থে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতেছে । তদীয় রথ হরিতবর্ণ ঘোটকে সংযোজিত এবং তাহার অনিমিষ সহস্র লোচন অবলোকন করিয়া রাজপুত্র অশ্বাপহারীকে দেবরাজ বলিয়া স্থির করিলেন । পরে গগনস্পর্শী গভীর স্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেবরাজ ! এ কি ? শাস্ত্রকারেরা আপনাকে যজ্ঞভাগের অগ্রণী বলিয়া নির্দেশ করেন, অথচ আপনিই যজ্ঞকর্মের ব্যাঘাত করিতে প্ররৃত্ত হইয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! আপনি কোথায় বিষকারীদিগের প্রতীকার করিবেন, না হইয়া স্বয়ংই বিষ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আপনকার অতিশয় অন্যায়া কৰ্ম্ম, অতএব অশ্বমেধের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গমটী ছাড়িয়া দিন । ভবাদৃশ লোকেরা সৎপথের প্রদর্শক হইয়া এইরূপ অসম্মার্গ অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম কৰ্ম্ম এক বারেই উচ্ছিন্ন হইবে ।

দেবরাজ যুবরাজের এইরূপ প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং সারথির প্রতি রথ নিরৃত্ত করিতে আদেশ দিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন, রাজপুত্র ! যাহা বলিতেছ ইহা সত্য বটে, কিন্তু যশোধন ব্যক্তিদিগের যশোরক্ষা করাই সর্বতোভাবে বিধেয় । তোমার পিতা আমার জগদ্বিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । পুরুষোত্তম বলিলে যেমন বিষ্ণুমাত্রকে বুঝায় এবং মহেশ্বর বলিলে যেমন শিবমাত্রকে বুঝায়, তেমনি শতক্রতু শব্দ উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইয়া

থাকে, আমাদিগের এই শত্রুত্বিতয় কদাচ দ্বিতীয়গামী নহে । দেখ তোমার পিতা একোনশত অশ্বমেধ করিয়াছেন, আর এক অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপন করিলেই তিনি শতক্রতু হইবেন, সুতরাং তিনি আমার কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিতে হইবে । ইহা আমার অসহ্য, এই নিমিত্ত আমি তাঁহার হোমতুরঙ্গম হরণ করিয়াছি । ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, নিরস্ত হও, রথ! কেন চেষ্টা করিতেছ? সগর রাজার সন্তানেরা কপিল মহর্ষির নিকট অশ্ব আনিতে যাইয়া ঘেরূপ বিপদ্রাস্ত হইয়াছিলেন, তুমিও কি সেইরূপ বিপদে পদার্পণ করিতে চাহ? এই বলিয়া ইন্দ্র ক্ষান্ত হইলেন ।

অনন্তর যুবরাজ নির্ভয় চিত্তে দেবরাজকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেবরাজ! যদি আপনি নিতান্তই অশ্ব পরিত্যাগ করিবেন না এই নিশ্চয় করিয়া থাকেন তবে অস্ত্র গ্রহণ করুন, রঘুকে পরাজয় না করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিবেন না । রঘু এই বলিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন । তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । ইন্দ্র বিমানারোহণে গগনমার্গে ছিলেন, এই নিমিত্ত রাজপুত্র উর্দ্ধমুখে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভাকার এক শর নিক্ষেপ করিলেন । রঘুর অস্ত্র ইন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল । ইন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক অমোঘাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন । ইন্দ্রশর কুমারের বিশাল বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া রহিল, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল; দেবরাজের শর সর্বদা অমুরশোণিত পান করিয়া থাকে, কদাচ নরকধির পান করিতে পায় না, বুঝি সেই নিমিত্তই সাতিশয় সতৃষ্ণ ভাবে নরশোণিত পান করিতেছে । রঘু সেই গুরুতর প্রহারব্যথা কিছুমাত্র গণনা না করিয়া পুনর্বার স্বর্গাধিপের বাহুমূলে এক নিশিত সায়ক নিক্ষেপ করিলেন এবং অপর এক শস্ত্র দ্বারা তদীয় রথের ধ্বজচ্ছেদ করিয়া দিলেন । তদর্শনে পুরন্দর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রের প্রতি শস্ত্রহস্তি করিতে লাগিলেন ।

এই রূপে দুই জনে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পর-
স্পারেরই জয়ী হইবার ইচ্ছা, কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাজয়
করিতে পারিতেছেন না। বীরদ্বয়ের উপর্যুপোভাবে অবস্থিতি
প্রযুক্ত ইন্দ্রসায়ক অধোমুখে আসিতেছে, রঘুর শর উর্দ্ধমুখে
যাইতেছে, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ তটস্থ হইয়া রহিয়াছে।
উভয়ের পক্ষযুক্ত সায়কসমূহ অবলোকন করিয়া বোধ হইতে
লাগিল যেন পক্ষধর বিষধর সকল অতিবেগে গগনমার্গে উড্ডীন
হইতেছে। অনন্তর রাজপুত্র অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা ইন্দ্রের
ধনুর্গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেবরাজ ছিন্ন ধনুঃ পরি-
ত্যাগ পূর্বক কোপে কম্পাশ্বিতকলেবর হইয়া রঘুর প্রতি স্বীয়
বীৰ্য্যসর্বস্বভূত অমোঘ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্ত বজ্র
প্রচণ্ড আলোকে দশ দিকু আলোকময় করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দাডম্বরে
রঘুর গাত্রে পতিত হইল। রঘু মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।
তঁাহার সৈন্যগণ হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। রঘু
মুহূর্ত্তমাত্রে উগ্রতর বজ্রাঘাতের ভয়ঙ্কর ব্যথা সংবরণ করিয়া পুন-
র্বার উঠিলেন। তখন তঁাহার সৈনিকেরা বিষাদ পরিত্যাগ পূর্বক
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

রঘু পুনর্বার যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। দেবরাজ যুব-
রাজকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া এবং তঁাহার অলোক-
সামান্য পরাক্রম অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রশংসা হইলেন এবং
কহিলেন রাজপুত্র ! তোমার অলৌকিক বীৰ্য্য নিরীক্ষণ করিয়া
আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম। আমার এই অমোঘ বজ্রাস্ত্রের
আঘাত সহ্য করে এমত লোক ত্রিলোকে লক্ষিত হয় নাই। ইহা
পর্বতে পড়িলেও পর্বত চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তোমার কি আশ্চর্য্য
পরাক্রম ! কি দৃঢ়তর কলেবর ! তুমি অনায়াসেই ঐদৃশ অস্ত্রের
প্রহার সহ্য করিলে ! তোমার এই অসীম সারবত্তা সন্দর্শনে আমি
নিতান্ত প্রশংসা হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, এই অশ্ব ব্যাতি-
রেকে আর ঘাঘা চাহিবে তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু এই কথা শুনিয়া তৃণীরমুখ হইতে যে শর তুলিতেছিলেন তাহা পুনর্বার তন্মধ্যে সংস্থাপন করিয়া দেবরাজকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! যদি অশ্বকে নিতান্তই অমোচ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার পিতা যাহাতে আরদ্ধ যজ্ঞের ফলভাগী হন এমত বর প্রদান করুন। আর আমি রক্ষণীয় বস্তু হারাইয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়াছি, পিতার নিকট এই রত্নান্ত স্বয়ং নিবেদন করিতে পারি না, অতএব যাহাতে আপনকার কোন দূত যাইয়া সভাস্থ ভূপালকে এই কথা বলিয়া আইসে ইহাও করিতে হইবে, এই বলিয়া নিরন্ত হইলেন।

দেবরাজ তথাস্তু বলিয়া রঘুর প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ পূর্বক সারথিকে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। সারথি আজ্ঞা পাইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। রঘুও স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা, রঘুর আগমনের পূর্বেই ইন্দ্রসেন্দেহহরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত রত্নান্ত অবগত হইয়াছিলেন। সম্রাতি পুত্রকে রাজসভায় উপস্থিত দেখিয়া কুলিশত্রুণাক্ষিত তদীয় কলেবরে হস্তপরামর্শ পূর্বক যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। এই রূপে দিলীপ রাজা শততম অশ্বমেধ বিধিপূর্বক সমাপন না করিয়াও ইন্দ্রের বরপ্রদানে তাহার ফলভাগী হইলেন এবং স্বয়ং বিষয়বাসনা বিসর্জন করিয়া রঘুকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বানপ্রস্থধর্মাবলম্বন পূর্বক সঙ্গীক তপোবনে যাইয়া জীবনের শেষভাগ যাপন করিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

রঘু পিতৃদত্ত সাত্রাজ্যলাভে সাংকালীন হতাশনের ন্যায়
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাত্রাজ্য
অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন,
এ দিকে সমস্ত শত্রুগণ ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল। দিলীপের
রাজত্বকালেই তদীয় বিপক্ষ ভূপালগণের হৃদয়ে বিদ্বেষানল
প্রধূমিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তৎপুত্র রঘুকে অধিরাজ হইতে
শুনিয়া তাহাদিগের সেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।
প্রজাগণ যুবরাজের অভ্যুদয় অবলোকন করিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট
হইল। সিংহাসনাধিরূঢ় ভূপতির মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত
হইয়াছে, স্তুতিপাঠকগণ স্তব স্তুতি করিতেছে, তৎকালে
সাত্রাটের তেজঃপুঞ্জ সন্দর্শনে সন্নিহিত জনগণ নিতান্ত বিস্মিত ও
একান্ত চমৎকৃত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, বুঝি স্বয়ং
রাজলক্ষ্মী প্রচ্ছন্ন বেশে আসিয়া রাজাকে পদ্মাতপত্র ধারণ
করিয়াছেন এবং সরস্বতী বন্দিগণের কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠান করিয়া
উপাসনা করিতেছেন।

অনন্তর রঘু ন্যায়ানুগত প্রজাপালন দ্বারা সকলের অনু-
রাগভাজন হইয়া উঠিলেন। লোকে প্রজাবৎসল রাজার অধিকা-
রানন্তর নূতন ভূপাল হইলে পূর্ব ভূপতির বাৎসল্য স্মরণ করিয়া
অনুতাপ করিয়া থাকে কিন্তু রঘুর রাজত্বকালে সেরূপ ঘটিল
না, তিনি সদ্গুণ বিস্তার পূর্বক প্রজাগণের এরূপ চিত্তাকর্ষণ করি-
লেন যে, প্রাচীন নৃপতির গুণ স্মরণ করিয়া তাহাদের কিছুমাত্র
অনুতাপ করিতে হইল না। রাজনীতিবিশারদ অমাত্যবর্গ

অভিনব ভূপালকে সৎ ও অসৎ উভয় পথই প্রদর্শন করিলেন ।
রঘু অসৎ পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসই অবলম্বন করিলেন ।

যেমন চন্দ্র লোকলোচনের আত্মাদ জন্মাইয়া এবং তপন
তাপ দান করিয়া আপন আপন নামের সার্থকতা লাভ করি-
য়াছেন, রঘুও প্রজারঞ্জন করিয়া সেইরূপ স্বকীয় রাজা নামের
সার্থকতা লাভ করিলেন ।

অনন্তর ঋতুপর্য্যায়ক্রমে শরৎকাল উপস্থিত হইল । মার্ত্তণ্ডের
প্রচণ্ড কিরণ মেঘাবরণের অভাবে সমধিক অসহ্য হইয়া উঠিল ;
অন্তরীক্ষে আর ইন্দ্রধনুর অণুমাত্র চিহ্ন রহিল না ; জল নির্মল
এবং তাহাতে অরবিন্দ সকল প্রস্ফুটিত হইল ; গগনমণ্ডলে
জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল ;
মরালগণ নির্মল নদীসলিলে কেলি করিতে আরম্ভ করিল ;
কাশকুসুমের গুচ্ছ সকল বিকসিত হইবায় দিগ্গুণ্ডল ধবলবর্ণ হইয়া
উঠিল ; কৃষীবলকামিনীরা ধান্য রক্ষার্থ মাঠে যাইয়া ইক্ষুচ্ছায়ায়
উপবেশন পূর্বক মনের সুখে রঘুর গুণগান করিতে লাগিল ;
মদোদ্ধত রঘভগণ ইতস্ততঃ নদীতীরে মহাস্ফালন করিয়া রঘু
রাজার ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল ; এবং সেনাগজ
সকল বিকসিত সপ্তপর্ণকুসুমের মধুগন্ধে একান্ত উত্তেজিত হইয়া
সপ্তাবয়ব হইতে সপ্ত ধারায় মদক্ষরণ করিতে আরম্ভ করিল ।

রঘু সুমধুর শরৎকালের এইরূপ রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া
দিগ্বিজয়াভিগমনে বাসনা করিলেন । তিনি সেই মানসে চারি
দিক্ হইতে সৈন্য সামন্ত সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন,
বিদেশস্থ সহকারী ভূপালদিগকে আসিতে সংবাদ দিলেন, এবং
উপযুক্ত অমাত্যবর্গের হস্তে রাজধানী ও রাজ্যের প্রান্তবর্তী দুর্গ
সকল রক্ষা করিবার ভারার্পণ করিলেন । পরে আপনি সুসজ্জিত
হইয়া এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সকল সুসজ্জিত করিয়া
মৌলভূত্যাদি ষড়্‌বিধ সৈন্য সমভিব্যাহারে মহোৎসাহ সহকারে
দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন । যাত্রাকালে ভেরী ছন্দুতি প্রভৃতি

মানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । ক্ষণকাল মধ্যে গজ বাজী রথী পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্যদলে কি পথ কি বিপথ সৰ্ব স্থানই আকীর্ণ হইয়া উঠিল । তাহাদিগের পদভরে মেদিনী কম্পমান হইতে লাগিল ।

রঘু প্রথমতঃ পূৰ্ব দেশে যাত্রা করিলেন । গমনকালে বায়ুবেগে সঞ্চালিত ধ্বজপতাকা সকল পূৰ্বদেশীয় বিপক্ষগণকে যেন তর্জনা করিতে লাগিল । রথচক্রসংঘর্ষণে গগনমার্গে রজোরশি উদ্ভূত হইয়া চারি দিক্ আচ্ছন্ন করিল, মেঘমেচক প্রকাণ্ড মদমত্ত মাতঙ্গ সকল মহীতল আরত করিল, তৎকালে নভস্থল মৃণ্ময় ভূতলের এবং ভূতল মেঘাচ্ছন্ন নভস্থলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । অগ্রে প্রতাপ, তৎপশ্চাৎ শব্দ, তদনন্তর সৈন্যারেণু, তৎপরে রথাস্থ প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্যগণকে চলিতে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন রঘুসেনা চতুর্দ্যুহে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । রঘু মকস্থলীতে সুচাক সরোবর খনন করিয়া, বনচ্ছেদন দ্বারা পথ সকল প্রকাশিত করিয়া, এবং দুস্তর তরঙ্গিনীতে সংক্রম নির্মাণ করিয়া, প্রায়ানপথের সর্বত্রই নিজ প্রতাপের সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া চলিলেন । তিনি যে যে স্থান দিয়া গমন করিলেন, তত্রত্য ভূপালদিগের মধ্যে কতিপয়ের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন, কতকগুলিকে পদচ্যুত করিলেন, কাহাকেও বা যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ।

রঘু এইরূপে ক্রমে ক্রমে পূৰ্বদেশীয় সমস্ত জনপদ পরাজয় করিয়া, পরিশেষে পূৰ্বসাগরের উপকূলবর্তী সুক্ষদেশে উত্তীর্ণ হইলেন । তিনি উদ্ধত লোকদিগের সংহর্তা, বিনীতদিগের রক্ষাকর্তা । সুক্ষদেশীয় ভূপালগণ রঘুর নিকট বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন । পূৰ্বদেশীয় কতিপয় নৃপতি রণতরী আরোহণ পূৰ্বক রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, রঘু প্রথমতঃ তাহাদিগকে রণে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব পদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন ।

অনন্তর গঙ্গার প্রবাহমধ্যবর্তী উপদ্বীপে জয়ন্তন্ত সংস্থাপন পূর্বক সৈন্য সামন্ত সমভিবাঁহারে গজময় সেতু দ্বারা কপিশানদী পার হইয়া উৎকলদেশে উপনীত হইলেন। তত্রতা ভূপতিগণের সহিত আর যুদ্ধ করিতে হইল না, তাঁহারা স্বয়ংই ভয় পাইয়া রঘুর পথপ্রদর্শক হইলেন। রঘু তথা হইতে কলিঙ্গদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে মহারাজ রঘু ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রতা মহেন্দ্রমহীধরের শিখরদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। যেমন পর্বতগণ শিলাবর্ষণ পূর্বক পক্ষ-চ্ছেদ্যোদ্যত বজ্রধরকে আক্রমণ করিয়াছিল, কলিঙ্গদেশীয় ভূপালও গজারোহী সেনাগণ লইয়া বাণবর্ষণ পূর্বক রঘুকে সেই রূপে আক্রমণ করিলেন। তিনি রঘুর সহিত ক্ষণ কাল মাত্র ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে রঘুর জয় লাভ হইল। তদীয় সৈনিক পুরুষেরা জয় লাভে সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহারা মহেন্দ্র নগেন্দ্রের অধিত্যকায় পানভূমি রচনা করিয়া রণশ্রম দূরীকরণার্থ তাম্বুলদলনির্মিত পত্রপুট দ্বারা অপরিপাক্ত নারীকেল-মধু পান করিল। রঘু জয়লাভানন্তর মহেন্দ্রনাথকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া কেবল তাঁহার রাজশ্রীমাত্র বিনষ্ট করিলেন।

অনন্তর নরবর সেনাগণ সমভিবাঁহারে লইয়া লবণমহার্ণবের তীর দিয়া দক্ষিণদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কাবেরীনদী উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণ সাগরের তীরবর্তী মলয়ভূধরের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। মলয়গিরির উপত্যকা অতি রমণীয় স্থান; তথায় মরীচবনে হারীত পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে; এলালতা সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে; এবং চন্দন-ভকর স্বক্কদেশে সর্পদিগের বেঠনমার্গ সকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে; স্থানে স্থানে তমালবনে অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে; স্থানে স্থানে গুবাক, নারীকেল, তাল, হিন্তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল সমস্ত বন অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে; কোন স্থলে পর্বতের শিখরদেশ হইতে ধবলবর্ণ প্রস্রবণ নিঃসৃত হইতেছে; স্থলান্তরে

বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে ; কোথাও বা বিচিত্র কুম্ভাবলি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন ও মধুগন্ধে মনোহরণ করিতেছে । মলয় পর্বতের প্রান্তভাগে পাণ্ডু নামে এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে । তত্রতা ভূপতিগণ রঘুর দুঃসহ পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাত্রপর্বা ও সমুদ্রের সঙ্কমজাত অপূর্ব মুক্তাফল সকল উপহার প্রদান করিয়া রঘুর চরণে শরণাগত হইলেন ।

পরে রাজাধিরাজ রঘু মলয় ও দক্ষুর মহীধরে কিছু কাল বিহার করিয়া পাশ্চাত্য ভূমিপালদিগকে পরাজয় করিবার বাসনায় পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তাঁহার সৈন্যসাগর সহ্য পর্বতের দক্ষিণাংশে মহাসাগরের বিস্তীর্ণ তীরভূমি আচ্ছন্ন করিয়া চলিল, দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্রই বিদূরবর্তী সহ্য পর্বতের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে । ক্রমে সহ্যাদ্রি অতিক্রম করিয়া কেরল দেশে উত্তীর্ণ হইলেন । কেরলদেশীয় অবলাগণ প্রবলপরাক্রান্ত রঘুর আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া বিভূষণাদি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল । কেরলদেশে মুরলা নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নদী আছে । রঘু সেই নদীর তীরদেশে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । মুরলাতীরস্থ কেতকীকুম্ভের পরাগ সকল বায়ুভরে সঞ্চারিত হইয়া রঘুসেনার গাত্রে গন্ধচূর্ণস্বরূপ পতিত হইতে লাগিল । পাশ্চাত্য ভূপতিগণ করপ্রদান করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন । রঘু মত্ত মাতঙ্গগণের রদনোৎকীর্ণ ত্রিকূট পর্বতকেই পশ্চিম দেশের বর্ণোৎকীর্ণ জয়ন্তস্ত সংস্থাপন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

এই রূপে পাশ্চাত্য ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া পারস্যদেশ জয় করিতে স্থলপথে যাত্রা করিলেন । তদদেশীয় ভূপতিদিগের সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । রঘু ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহাদের শিরশ্ছেদন করিলেন । তৎকালে পারস্যদেশীয় যবন সেনাগণের শ্মশ্রু শিরোমণ্ডলে রণভূমিকে আচ্ছাদিত দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মধুমক্ষিকাব্যাণ্ড মধুচক্রে সমরক্ষেত্রে

আবৃত হইয়া রহিয়াছে । হতাবশিষ্ট ভূপতিগণ শিরস্রাণ পরি-
ত্যাগ করিয়া রঘুর শরণাগত হইলেন । আশ্রিতবৎসল রঘু
রাজা ককণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন, না
করিবেন কেন, প্রণিপাত দ্বারাই মহাত্মাদিগের কোপশান্তি
হইয়া থাকে । জয়লাভানন্তর তদীয় সেনাগণ মধুপান করিয়া
রণশ্রান্তি অপনীত করিল ।

পরে কাশ্মীরদেশবাহী সিন্ধুনদের তীর দিয়া উত্তরদেশাভিমুখে
প্রস্থান করিলেন । তথায় প্রথমতঃ হৃণদেশীয় ভূপালগণের সহিত
তুমুল সংগ্রাম হইল । তাঁহারা রণে পরাজিত হইয়া রঘুর চরণে
শরণাগত হইলেন । তদনন্তর কাশ্মীরদেশীয় ভূপতিগণের
সহিত রণ হইতে লাগিল । তাঁহারাও প্রবলপরাক্রান্ত রঘুর
অসহ্য প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উৎকৃষ্ট অশ্বাদি উপঢৌকন
প্রদান পূর্বক তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন ।

অনন্তর স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া এবং অশ্বারোহী সৈন্য
সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া হিমালয় পর্বতে অধিরোহণ
করিতে উপক্রম করিলেন । আরোহণকালে অশ্বখুরোথিত
গৈরিকরেণু গগনমার্গে উড্ডীন হইল, দেখিয়া বোধ হইতে
লাগিল যেন হিমালয়ের শিখরদেশ পূর্বাপেক্ষা উচ্চতর হই-
য়াছে । হিমগিরির গুহাশায়ী ভীষণ কেশরিগণ সেনাকলরব
শুনিয়া কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইল না । কেবল গ্রীবা
আভূষণ করিয়া এক এক বার তির্য্যগভাবে অবলোকন করিতে
লাগিল । রাজা অচলশোভা অবলোকন করিতে করিতে চলি-
লেন । মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত হইয়া মৃগনাভিসুবাসিত শিতাতলে
উপবেশন করিয়া সুশীতল বায়ু সেবন পূর্বক শ্রান্তি দূর করিতে
লাগিলেন । হিমাচলের উপরিভাগে রজনীযোগে ওষধি সকল
প্রজ্বলিত হইয়া থাকে । রাত্রিকালে তাহারাই রঘু রাজার
প্রদীপকার্য্য সম্পন্ন করিল । পর্বতবাসী লোকেরা ত্রাসে
আবাস পরিত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিল ।

তুষারপর্বতের অধিত্যকায় উৎসবসঙ্কেত নামে এক অসভ্য জাতি বাস করিত । তাহাদিগের সহিত রঘুর ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল । তাহারা অচলমূলভ শিলাবর্ষণ দ্বারা বাণবর্ষী রঘুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । পরিশেষে পরাজিত হইয়া রঘুর চরণে প্রণিপাত এবং তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান পূর্বক আত্মরক্ষা করিল । রঘু পর্বতীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়া হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইলেন । পরে লৌহিত্যানদী পার হইয়া প্রাগৈজ্যতিষ দেশ আক্রমণ করিলেন । প্রাগৈজ্যতিষেশ্বর রিপুর এবং আপনার বলাবল বিবেচনা করিয়া রঘুর শরণাগত হইলেন । তিনি যে সকল মত্ত মাতঙ্গ দ্বারা অন্যান্য ভূপালকে আক্রমণ করিতেন, এক্ষণে স্বয়ং আক্রান্ত হইয়া সেই সকল গজরাজ রঘু রাজাকে উপঢৌকন দিলেন ।

রঘু রাজা এই রূপে দিগ্বিজয়ব্যাপার পরিসমাপন করিয়া স্বয়ং একচ্ছত্রী হইলেন এবং অন্য সকল ভূপালের মস্তক ছত্রশূন্য করিলেন । পরিশেষে স্বীয় রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । ঐ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিতে হয় । রাজা দিগ্বিজয় করিয়া যে সমস্ত অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পূর্বসঙ্ঘিত যে অর্থজাত ছিল, তৎসমুদায়ই যজ্ঞোপলক্ষে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন । পরে মহাসত্র সমাপন হইলে সত্রাট্ মন্ত্রিবর্গের সহিত সহকারী রাজন্যগণকে যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া স্ব স্ব রাজধানী গমন করিতে আদেশ করিলেন । তাহারা রাজার ধ্বজবজ্রাকুশার্চিত চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া পর্যাৎমুক মনে স্ব স্ব নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

পঞ্চম সর্গ ।

একদা কোৎস নামে এক তপোধন, মহর্ষি বরতন্ত্র নিকট পাঠ সমাপন করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত ধন প্রার্থনা করিতে রঘু রাজার নিকট আগমন করিলেন । তৎকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞোপলক্ষে রঘুর সর্বস্ব ব্যয়িত হইয়াছিল ; সুতরাং তিনি মৃণ্ময় পাত্রে অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক কোৎসের ঋণিযোগ্য সংকার সমাধা করিতে বাধ্য হইলেন । পরে রাজাধিরাজ রঘু সুবিদ্বান্ কোৎসকে আপন সমীপে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনকার উপাধ্যায় ভগবান্ বরতন্ত্র কুশলবার্ত্তা বলুন, তিনি কায়মনোবাক্যে যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ত কোন বিষয় নাই ? এবং আলবালে জলসেচনাদি করিয়া স্বীয় পরিশ্রম ও প্রযত্নে যে সকল শ্রমহর আশ্রমতরুগণকে পুত্রের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাদিগের ত কোন ব্যাঘাত হয় নাই ? যে সকল হরিণশাবক হোমক্রিয়াদ্ভূত কুশাদি ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করিয়াও পূর্ণকাম হইয়াছে এবং যাহারা ঠৈশবকালে মহর্ষির ক্রোড়দেশে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদিগের ত কোন অনিষ্টঘটনা হয় নাই ? কিংবা গ্রাম্য গোমহিষাদি পশুরা তপোবনে আসিয়া আপনাদিগের শরীরধারণের উপায়স্বরূপ নীবারাদি তৃণধান্যের ত কোন অপচয় করে নাই ? মহর্ষি কি পাঠ সমাপন করাইয়া সন্তুষ্ট মনে আপনাকে গৃহস্থাশ্রম করিতে আদেশ করিয়াছেন ? যেহেতু আপনকার গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছে, এবং গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম, ইহাতে থাকিয়া সর্ব্বাশ্রমের উপকার সাধন করা যায় । আপনি কি মহর্ষির

আদেশক্রমে আসিয়াছেন ? কিংবা স্বয়ং আমাকে আশীর্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করিতে আসিয়াছেন ? আমি আপনাদিগের আজ্ঞাকর ভূত্য, আমাকে কোনপ্রকার আদেশ করুন, আমার মন আপনকার আজ্ঞাভার্থে নিতান্ত উৎসুক হইতেছে ।

মহর্ষি বরতন্ত্র প্রিয়শিষ্য কোৎস অর্যপাত্র সন্দর্শনেই অভীষ্টলাভের প্রতি হতাশ হইয়া প্রত্যাভ্র করিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ ! আমাদিগের সর্বত্রই কুশল । আপনি রক্ষাকর্তা থাকিতে প্রজাদিগের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা কি ? সূর্য উদিত হইয়া কিরণ বিস্তার করিলে অন্ধকার কি লোকলোচনের আবরণ করিতে পারে ? পূজ্য ব্যক্তির প্রতি ভক্তি করা আপনাদিগের কুলোচিত ধর্ম, বিশেষতঃ আপনার ভক্তি আপনকার পিতৃপিতামহ অপেক্ষা অধিকতর বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি অদৃষ্ট ক্রমে অসময়ে ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, কি করি, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে । মহারাজ ! বোধ হইতেছে আপনি সৎপাত্রের সর্বস্ব বিতরণ করিয়াছেন, কেবল শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে, যেমন অরণ্যবাসী তাপসগণ ধান্য তুলিয়া লইলে তৃণধান্যের শুষ্কমাত্র অবশিষ্ট থাকে, আপনিও তদ্রূপ হইয়াছেন সংশয় নাই; কিন্তু আপনি এই সমাগরা ধরার একাধিপতি হইয়াও যজ্ঞোপলক্ষ্যে অকিঞ্চন হইয়াছেন, ইহাও সামান্য শ্লাঘার কথা নহে, অতএব আশীর্বাদ করি আপনার মঙ্গল হউক । আমি গুরুদক্ষিণার ধন প্রার্থনা করিতে অন্য কোন বদান্যের নিকট চলিলাম । এ সময়ে আপনকার কাছে ধন প্রার্থনা করা অতিশয় অন্যায় কর্ম, চাতকপক্ষী অনন্যগতি হইয়াও শরৎকালীন নির্জল জলধরের নিকট কি জলপ্রার্থনা করে ?

মহর্ষি বরতন্ত্র শিষ্য এই কথা বলিয়া প্রশ্নান করিতে উদ্যত হইলেন । তখন রাজা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনি গুরুকে কি বস্তু দিবেন এবং কতই বা দিবেন, ইহা এক বার শুনিতে ইচ্ছা করি । অনন্তর

সর্বশাস্ত্রপারদর্শী মহর্ষি কোৎস ভূপালকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! পাঠ সমাপন হইলে আমি গুরুকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণার্থ উপরোধ করিলাম । তিনি প্রথমতঃ কহিলেন বৎস ! তোমার অশ্লীলিত প্রগাঢ় ভক্তিতেই আমি সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আর গুরুদক্ষিণার আবশ্যক নাই, সেই অসামান্য ভক্তিই তোমার অসাধারণ বিদ্যার নিষ্কুরূপ হইল । আমি তথাপি নিতান্ত আগ্রহ পূর্বক যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম । ইহাতে বিপরীত ঘটয়া উঠিল, তিনি আমার নির্ধনতা বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া ক্রোধভরে আদেশ করিলেন ; যাও, আমার নিকট চতুর্দশ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, এই শিক্ষিত বিদ্যার সংখ্যানুসারে চতুর্দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন কর । পরে আমি বিষম বিপদে পড়িয়া ভাবিলাম, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘু ব্যতিরেকে আর কেহই এই প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না । এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনকার নিকট আসিয়াছিলাম । এদিকে আপনি সর্বস্ব বিতরণ করিয়া বসিয়াছেন । গুরুদক্ষিণার ধনও অল্প নহে । কি করি, কি রূপেই বা জানিয়া শুনিয়া এই প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে আপনাকে উপরোধ করি । সুতরাং আমার অন্য বদান্যের নিকট গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে ।

মহর্ষি কোৎস এইরূপ বিজ্ঞাপন করিলে মহানুভাব নৃপতি তাঁহাকে পুনর্বার নিবেদন করিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমার নিকটে অসিদ্ধকাম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে এই জগন্মণ্ডলে আমার ঘোরতর অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে । লোকে বলিবে সর্বশাস্ত্রপারদর্শী এক জন তপস্বী রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণার ধন প্রার্থনা করিতে আসিয়া ভগ্নাশ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন । ইহা আমার নিতান্ত অসহ । এরূপ জনাপবাদ রঘুবংশের আর কখনই ঘটে নাই ; সুতরাং ইহাকে আমাদিগের

নব পরিবাদ বলিতে হইবে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে দুই তিন দিবস প্রতীক্ষা করিতে হইবেক । আপনি আমার ঋষি-যোগ্য পবিত্র অগ্ন্যাগারে অবস্থিতি করুন । আমি আপনকার গুরুদক্ষিণার ধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি ।

ঋষির হৃদে চিত্তে তথাস্তু বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন । রঘুও, পৃথিবীস্থ ভূপালগণ দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে নিঃস্ব হইয়াছেন ভাবিয়া কুবেরপুরী আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন । অনন্তর রাজাধিরাজ রঘু কৈলাসনাথ কুবেরকে জয় করিতে যাইবেন বলিয়া সারথিকে রথসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন । সারথি আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনিল । রাজা মহারণে গমন করিবেন বলিয়া পূর্ব দিবস সায়ংকালে সংযত চিত্তে রথোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন । ঐ রজনীতেই রঘুর ধনাগারমধ্যে রাশীকৃত স্বর্ণরুচি হইল । কোষাধ্যক্ষেরা প্রাতঃকালে কোষগৃহমধ্যে অকস্মাৎ স্বর্ণরাশি দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল, এবং কৈলাসগমনোন্মুখ ভূপতিকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইল । ভূপাল ঐ বিস্ময়কর ব্যাপার শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন কুবেরই আক্রমণভয়ে এই স্বর্ণরুচি করিয়াছেন ।

তদনন্তর নৃপতি সেই সমস্ত স্বর্ণরাশি মহর্ষি কোঁৎসকে সম্প্রদান করিলেন । কোঁৎস গুরুদক্ষিণার অতিরিক্ত ধন গ্রহণ করিতে অসম্মত, কিন্তু রাজা সেই সমস্ত ধন তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে সাতিশয় যত্নবিশিষ্ট, এই কোঁতুকাবহ ব্যাপার দেখিয়া অযোধ্যানিবাসী জনগণ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিল । পরিশেষে অগত্যা কোঁৎসকে সেই সমস্ত স্বর্ণমুদ্রাই গ্রহণ করিতে হইল ।

অনন্তর নরেশ্বর উষ্ট্র বড়বা প্রভৃতি শত শত বাহন দ্বারা সেই ভাসুর স্বর্ণরাশি মহর্ষি বরতন্ত্র আশ্রমে প্রেরণ করিলেন, এবং কোঁৎসের গমনকালে তাঁহাকে ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিলেন । তপোধন অভীষ্টলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হস্ত দ্বারা নরপতির

গাত্রস্পর্শ পূর্বক করিলেন, মহারাজ ! পৃথিবীই সদৃশ ভূপাল-
দিগের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আপন-
কার কি অদ্ভুত মহিমা ! স্বয়ং দেবভূমি স্বর্গও আপনার অভি-
লষিত সম্পাদন করিলেন ! ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়া-
পন্ন হইলাম। আপনাকে আর অধিক কি আশীর্বাদ করিব
যাহা আশীর্বাদ করিতে হয় সে সমুদায়ই আপনার আছে।
অন্য আশীর্বাদ করা কেবল পৌনরুক্তমাত্র। অতএব এই আশী-
র্বাদ করি আপনার পিতা আপনাকে পাইয়া যেমন কৃতার্থমন্য
হইয়াছিলেন, আপনিও তেমনি আত্মসদৃশ পুত্রলাভ করুন।
এই রূপে রাজর্ষিকে আশীর্বাদ করিয়া মহর্ষি আশ্রমে প্রত্যাগমন
করিলেন।

কিছু দিন পরে রাজার এক পুত্র সন্তান হইল। মহারাজ রঘু
পুত্রের নাম অজ রাখিলেন। অজ দিন দিন শশিকলার ন্যায়
হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। পরে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে
সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও মনোহর যৌবনশালী হইলেন। অধিক
কি বলিব, কি রূপে, কি গুণে, সর্বাংশেই তিনি পিতার মত
হইয়া উঠিলেন। যেমন একটি প্রদীপ হইতে আর একটি প্রদীপ
প্রজ্বালিত করিলে উভয়ের কিছুই তারতম্য থাকে না, সেইরূপ
পিতা ও পুত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ স্বীয় ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবরো-
পলক্ষে কুমার অজের আনয়নার্থে রঘুর নিকট দূত প্রেরণ করি-
লেন। রাজা, পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইয়াছে ভাবিয়া
বিভবানুরূপ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কুমারকে বিদর্ভনগরে
পাঠাইলেন। কুমার গমনমার্গে সুরম্য উপকার্য্যায় বাস করিয়া
এবং জনপদবাসী প্রজাগণের অপরিপাণ্ড উপচৌকন গ্রহণ করিয়া
গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিদেশগমন উদ্যানবিহা-
রের তুল্য হইয়া উঠিল। তিনি কিছুমাত্র প্রবাসক্লেশ জানিতে
পারিলেন না। অজ এই রূপে ক্রমে ক্রমে নর্মদানদীর তীরে

উত্তীর্ণ হইলেন। নর্মদা নদীর পুলিনদেশে অতিমনোহর স্থান। তথায় শ্রুতীতল বায়ু বহিতেছে এবং কুমুদগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে; দেখিয়া সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন।

অনন্তর নৃপনন্দন নর্মদা নদীর শোভা সন্দর্শনার্থ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কতকগুলি মধুকর সলিলোপরি সুমধুর রবে গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে, কিন্তু তথায় ভ্রমরোপবেশনযোগ্য পঙ্কজাদি কিছুই নাই। এই বিস্ময়কর ব্যাপারের মর্ম্যাববোধে অসমর্থ হইয়া রাজপুত্র অতীব বিস্ময়াপন্ন মনে অশেষপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্থির করিলেন, কোন মদমত্ত মতঙ্গজ এই স্থানে মগ্ন হইয়া থাকিবে। কুমার এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন এক রূহৎকায় বনগজ জল হইতে মস্তক উন্নত করিল। তাহার গণ্ডদেশে মদচিহ্নের লেশমাত্র নাই। জলক্ষালনে সমস্ত মদরেখা এক বারেই নিঃশেষিত হইয়াছে।

অনন্তর ঐ প্রকাণ্ড করিবর সেনাগজ সন্দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শুণ্ড সঞ্চালন পূর্বক ভয়ানক চীৎকারশব্দ করিতে করিতে জল হইতে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল। তাহার উত্থানবেগে ঠৈশবালদাম সকল আকৃষ্ট এবং জল উদ্বেলিত হইতে লাগিল; সেনাগজ সকল বনকরীর কটুতর মদগন্ধ আশ্রয় করিয়া আধো-রণের প্রযত্ন উল্লঙ্ঘন পূর্বক তাহার সম্মুখগমনে নিতান্ত পরাজুখ হইল; শিবিরস্থ অশ্বগণ সসম্মুখে রথরজ্জু ছেদন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; এবং সৈন্য সামন্ত সকল তত্রতা অবলাগণের রক্ষার্থে বিহস্তিত হইল; এই রূপে শিবিরমধ্যে মহান্ কোলাহল হইয়া উঠিল।

অনন্তর কুমার, “অরণ্যগজ রাজাদিগের অবধ্য” এই রাজনীতি স্মরণ করিয়া বধাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক তাহার নিবারণার্থে এক বাণ নিঃক্ষেপ করিলেন। বাণ কুন্তদেশে বিদ্ধ হইবামাত্র

গজরাজ করিমূর্তি পরিহার পূর্বক মনোহর দিব্যাকার পরিগ্রহ করিল। তদীয় গাত্র হইতে চারি দিকে প্রভামণ্ডল নির্গত হইতে লাগিল। তদর্শনে সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া রহিল। পরে ঐ দিব্য পুরুষ স্বপ্রভালব্ধ স্বর্গীয় কুমুম দ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজপুত্র ! আমি প্রিয়দর্শননামক গন্ধর্বপতির পুত্র। আমার নাম প্রিয়ংবদ। আমি মতঙ্গমুনির শাপে মাতঙ্গ হইয়াছিলাম। মহর্ষি মতঙ্গ আমাকে অভিসম্পাত করিলে আমি তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম। পারিশেষে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র অজ যখন তোমার মাতঙ্গকলেবরের কুস্তভেদ করিবেন, তখন তুমি পুনর্ব্বার স্বমূর্তি লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে আমি আপনকার বীৰ্য্য-প্রভাব শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। আপনি আমার যেরূপ প্রিয় কর্ম করিলেন, আমিও যদি ইহার অনুরূপ কিছু প্রতিপ্রিয় না করি তবে আমার এই স্বপদোপলব্ধি রথা হইবে। অতএব হে প্রিয়মিত্র ! আমি তোমাকে এক সমস্তক অস্ত্র প্রদান করিতেছি ; গ্রহণ কর। এই অস্ত্রের নাম সম্মোহন। ইহাতে প্রয়োগকর্তাকে প্রাণিহত্যা করিতে হয় না, অথচ অনায়াসেই জয় লাভ করিতে পারেন। এই বাণ পরিত্যাগ করিলে প্রতিষোধগণ নিদ্রায় অভিভূত হয়, সুতরাং জয়লাভ সুসাধ্য হইয়া উঠে।

গন্ধর্ব্বরাজতনয়, অজকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, প্রিয়মিত্র ! লজ্জা করিও না। তুমি আমাকে ক্ষণকাল প্রহার করিয়াছ বটে, কিন্তু সে প্রহার আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকারজনক হইয়াছে। আমি তোমারই প্রসাদাৎ এই রমণীয় দিব্য কলেবর পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম। আমি তোমাকে বাণ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, আমার প্রার্থনায় অসম্মত হওয়া নিতান্ত অনুচিত কর্ম। পরে নৃপতনয় অগত্যা সম্মত হইলেন। তিনি গন্ধর্ব্বরাজপুত্রের আদেশানুসারে নর্ম্মদানদীর পবিত্র সলিলে আচমনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখ হইয়া তাঁহার নিকট সমস্তক শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। এই

রূপে পশ্চিমধ্যে দুই জনের সাতিশয় মিত্রতা হইল। পরে পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া গন্ধর্বরাজপুত্র প্রিয়ংবদ, চৈত্ররথে এবং নর-রাজপুত্র অজ, বিদর্ভনগরীতে প্রস্থান করিলেন।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ, সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘুর পুত্র অজ নগরোপকণ্ঠে আগমন করিয়াছেন এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে প্রত্যাগমন ও অভ্যর্থনা দি করিতে অগ্রসর হইলেন। পরে যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করাইয়া রাজপুত্রের অবস্থানার্থ এক রমণীয় পটগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সম্মিহিত জনগণ বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজকে আগন্তুক এবং অজকে গৃহস্থামী বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল।

কুমার নির্দিষ্ট উপকার্য্যায় দুঃখফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যুষকালে সমবয়স্ক বন্দিপুত্রেরা স্নমধুর স্বরে গান করিয়া রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গার্থ যত্ন করিতে লাগিল। তাহারা সুললিত ললিত রাগে তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে এই গান করিল, “মহারাজ! রাত্রি অবসান হইয়াছে; শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন; ভবাদৃশ লোকদিগের আলস্যপরবশ হওয়া নিতান্ত অবিধেয়; বিধাতা সম্প্রতি আপনকার পিতাকে ও আপনাকে এই সমাগরা ধরার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন; আপনকার পিতা আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই অর্পিত ভার বহন করিতেছেন; আপনারও সেইরূপ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বহন করা কর্তব্য; উভয়বাহ্য ভার কি এক জনে বহন করিতে পারে? আপনি জাগরিত হইলে আপনকার তরলতারক নয়নযুগল অর্দ্ধবিকসিত অলিচুষ্ণিত কমলমুকুলের সাদৃশ্য লাভ করিবে। আর এই প্রাভাতিক সমীরণ আপনকার নিশ্বাসপবনের নৈসর্গিক সৌরভ লাভার্থ এক বার বিকসিত কমল, এক বার শ্লথরন্তু পুষ্পজাল বিঘটন করিয়া বেড়াইতেছে। হে যুবরাজ! এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভাতকালের রমণীয়তা সন্দর্শন করুন। গজশালায় গজগণ

সুখে নিদ্রা যাইয়া শৃঙ্খলাকর্ষণ পূর্বক গাত্রোত্থান করিতেছে ;
 পটমন্দুরায় নিবদ্ধ তুরঙ্গমগণ পুরোবর্তী সৈন্যবশিলা সকল অবলেহন
 করিবার নিমিত্ত সফুৎকার প্রোথরব করিতেছে ; শিশিরবিন্দু
 সকল আরক্ত নব পল্লবে পতিত হইয়া অকণকিরণসহযোগে বিশুদ্ধ
 মুক্তামণির ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইতেছে ; বিহঙ্গমগণ আলোক
 দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সুমধুর রবে গান করিতেছে ; মধুকরেরা মধু-
 গন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ রবে প্রফুল্ল কমল সকল চুম্বন করিতেছে ;
 সুশীতল বিভাতবায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চারণ দ্বারা চারি দিকে মকরন্দগন্ধ
 বিস্তার করিতেছে ; এবং প্রদীপ আলোকপরিবেশ পরিত্যাগ
 পূর্বক ক্রমে ক্রমে হ্রস্বশিখ ও সৌর কিরণে অভিভূত হইয়া আসি-
 তেছে ।” রাজকুমার, বন্দিপুত্রদিগের এইরূপ সুমধুর গীতধ্বনি
 শ্রবণ করিতে করিতে সুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

রাজপুত্র গাত্রোখান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন । পরে বেশবিন্যাসনিপুণ রাজভৃত্যগণ তাঁহার স্বয়ংবরোচিত বেশ-ভূষা করিয়া দিল । অজ সুসজ্জিত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন । সভামধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, অতি মনোহর মঞ্চ সকল সভার চারি দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে । প্রত্যেক মঞ্চের ভিন্ন ভিন্ন সোপান এবং তাহার মধ্যভাগে মণিমুক্তাপ্রবালাদিখচিত বিচিত্র আস্তরণপটে আচ্ছাদিত এক এক স্বর্ণময় সিংহাসন সন্নিবেশিত রহিয়াছে । তন্মধ্যে কতিপয় সিংহাসনের উপরি-ভাগে কতকগুলি উজ্জ্বলবেশধারী রাজপুত্র বসিয়া আছেন ; দেখিলে বোধ হয়, যেন বিমানারোহণে দেবগণ রাজসভায় আসিয়াছেন ।

বিদর্ভাধিপতি ভোজরাজ পরম সমাদরে সভাগত অজের হস্তধারণ পূর্বক এক মঞ্চের নিকটে যাইয়া কহিলেন আপনি এই মঞ্চ আরোহণ করুন । মহাবীর অজ, ভোজনিন্দ্রিষ্ট মঞ্চের সুনির্মিত সোপানপথ দ্বারা তাহাতে আরোহণ করিলেন । উত্থানকালে সন্নিহিত জনগণের মনে এই বোধ হইতে লাগিল যেন যুগরাজশাবক শিলাপরম্পরায় পদার্পণ করিয়া পর্বতের শিখর দেশে আরোহণ করিতেছে । পরে নৃপনন্দন বিচিত্র স্বর্ণময় মণিপীঠে আরুঢ় হইয়া ময়ূরপৃষ্ঠোপবিষ্ট পার্শ্বতীনন্দনের ন্যায় সান্তিশয় শোভমান হইলেন । সেই পরম সুন্দর যুবা নিজ সৌন্দর্য্যগুণে অন্যান্য নৃপগণকে পরাভব করিলেন । সভাস্থ জনগণ কুমারের লোকাভীত লাবণ্য দর্শনে

চমৎকৃত হইয়া অনন্য মনে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তৎকালে তাহাদিগের মনে উদয় হইতে লাগিল, বুঝি পতিবিয়োগদুঃখিনী কন্দর্পকামিনীর কাতর বচনে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ আশুতোষ ককণা পূর্বক অনঙ্গকে অঙ্গ দান করিয়াছেন, নতুবা এরূপ দেবতুল্য রূপ নরলোকে হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রিয়দর্শন কুমারের সৌন্দর্য্য দর্শনে নৃপগণের মন স্ত্রীরত্নলাভবিষয়ে একান্ত হতাশ হইল। একে একে সমস্ত ভূপতি রাজসভায় আগমন করিলে, বন্দিগণ সোম ও সূর্য্যবংশীয় নৃপদিগের কুলপরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিল, অণ্ডকধূপে চারি দিক্ আমোদিত এবং মাদ্দলিক শঙ্খতূর্য্যাদির সুমধুর রবে দিগ্ভ্র-
 গুল পরিপূর্ণ হইল। ইত্যবসরে বিদভরাজদুহিতা ইন্দুমতী বিবাহোচিত বেশভূষা করিয়া পরিজনবেষ্টিত মহাপালে আরোহণ পূর্বক সভামণ্ডপে সমাগমন করিলেন।

পরে সেই অসামান্যরূপলাবণ্যবতী যুবতীর লোভনীয় যৌবন-
 মাধুরী সন্দর্শন করিয়া স্বয়ংবরস্থ সমস্ত ভূপতিগণ বিস্ময়-
 বিক্ষারিত, নিমেষশূন্য, একতান নয়নে স্তম্ভিত, চিত্রাংকিত বা
 উৎকীর্ণের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের শরীরমাত্র সিংহা-
 সনে অবশিষ্ট রহিল, মনোনেত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ইন্দুমতীর
 লাবণ্যসাগরে মগ্ন হইল। পরে কিসে সেই অসামান্যরূপনিধান
 কন্যানিধান লাভ করিবেন বলিয়া সকলেই নিতান্ত উৎসুক
 হইলেন। বসন ভূষণাদির অযথাস্থানসন্নিবেশজন্য পাছে ইন্দুমতীর
 কচিভঙ্গ হয়, এই ভাবিয়া কেহ অস্ত্র বস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত
 করিতে লাগিলেন ; কেহ বা কিরীটে করার্পণ করিয়া তাহার
 সন্নিবেশপরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতিপয় রাজকুমার
 কুমারীর নিকট স্বীয় অতি প্রায় প্রকাশ করণার্থে বহুবিধ বিলাস
 প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দুমতীর সমভিব্যাহারে সুনন্দানাম্নী এক প্রতিহারী ছিল।
 সে সমস্ত নৃপগণের কুল ও আচার ব্যবহার জানিত। সুনন্দা

ইন্দুমতীকে সর্বাংশে মগধাধিপতির নিকট লইয়া গিয়া পুরুষবৎ প্রগল্ভ বচনে কহিতে লাগিল । মগধদেশে পুষ্পপুর নামে এক নগরী আছে । এই মহারাজ সেই নগরীর অধীশ্বর । ইঁহার নাম পরন্তপ । ইঁহার এই নামটী কেবল শব্দমাত্র নহে, রাজাধিরাজ পরন্তপ শত্রুদিগকে তাপদান করিয়া যথার্থই নিজ নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন । ইনি প্রজারঞ্জন বিষয়ে নিতান্ত অনুরাগী এবং দৈবকার্য্যে সর্বদাই ব্যাপ্ত থাকেন । যেমন গগনমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রাদি অসংখ্য জ্যোতিষ্মণ্ডল সত্ত্বেও কেবল নিশানাথ দ্বারাই লোকে নিশাকে জ্যোতিষ্মতী বলিয়া নির্দেশ করে ; সেইরূপ এই বিস্তীর্ণ জগন্মণ্ডলে কত শত ভূপাল থাকিতেও কেবল এই নরবরের অধিষ্ঠান প্রযুক্তই ধরিত্রী রাজমতী বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন । অতএব যদি মনোনীত হয় তবে এই নৃপবরের পাণিগ্রহণ কর । এই বলিয়া সুনন্দা বিরত হইল । ইন্দুমতী ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া একটি ভাবশূন্য শুষ্ক প্রণাম মাত্র করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ।

অনন্তর বায়ুবেগে সঞ্চালিত তরঙ্গমালা যেমন মানসসরসীর রাজহংসীকে এক স্বর্ণ পদ্মের নিকট হইতে আর এক স্বর্ণ পদ্মের নিকট লইয়া যায়, তদ্রূপ সেই প্রতিহারীও গুণবতী ইন্দুমতীকে মগধেশ্বরের নিকট হইতে আর এক ভূপতির নিকটে লইয়া গেল এবং কহিল, এই রাজা অঙ্গদেশের অধীশ্বর । সুরাঙ্গনারাও ইঁহার যৌবনক্ৰীদর্শনে মোহিত হয়েন । ইনি পৃথিবীস্থ হইয়াও ত্রিদশাধিপতির ন্যায় স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন বলিতে হইবে । লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই মহানুভাবের নিকট চিরবিরোধ পরিহার পূর্বক অবিবাদে একত্র বাস করিতেছেন । কি রূপে, কি গুণে সর্বাংশেই তুমি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সদৃশ, অতএব আমার মতে তুমি এই ভূপতির পার্শ্ববর্তিনী হইয়া তাঁহাদের তৃতীয়া সপত্নী হও । কুমারী কিছুই প্রত্যুত্তর না করিয়া সুনন্দাকে যাইতে আদেশ দিলেন । অঙ্গাধিপতি অতি রূপবান্

যুবা এবং কুমারীও বুদ্ধিমতী ও বিচারচতুরা । কিন্তু জানি না, ইন্দুমতী কি ভাবিয়া তাঁহাকে মনোনীত করিলেন না, অথবা লোকের প্রবৃত্তি একরূপ নহে, যাহা হউক কিছুই বুঝিতে পারা যায় না ।

তাঁহার পর সুনন্দা সেই সর্বাদ্রুমুন্দরী রাজকুমারীকে অবন্তি-রাজের নিকট লইয়া গিয়া কহিতে লাগিল, রাজনন্দিনি ! এক বার চাহিয়া দেখ, এই স্বভাবসুন্দর নরবর মণিমাণিক্যাদি আভরণের প্রভায় যেন জাজ্বল্যমান সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন । আহা ! কি চমৎকার রূপমাধুরী, কি আজানুলম্বিত বাহু-যুগল, কি বিশাল বক্ষঃস্থল, কি মনোহর বেশ, কি ক্ষীণ কটিদেশ ; মনে হয় যেন কোন দেবতা তোমার আশায় গুপ্তবেশে রাজসভায় আসিয়াছেন । এই মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালের আক্রমণমাত্রে সমস্ত সামন্তমণ্ডল ত্রস্ত হইয়া চরণে শরণাগত হয় । এই রাজার রাজধানীতে মহাকাল নামে এক সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান আছে । তথায় ভগবান্ ধূজটি প্রতিষ্ঠিত আছেন । রাজগৃহ মহাকালের অনতিদূরবর্তী মহারাজ অবন্তিনাথ প্রিয়াগণের সহিত সুরমা হর্মোপরি আরোহণ করিয়া শশিমৌলির শিরঃস্থিত শশিকলার সন্নিধান প্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীতেও কোমুদীমহোৎসব অনুভব করিয়া থাকেন । হে মৃগাক্ষি ! যদি তুমি এই যুবার সহধর্ম্মিণী হও, তবে শিপ্রানদীর তীরবর্তী রমণীয় উদ্যানপরম্পরায় প্রিয়তমের সহিত বিহার করিয়া ষৌবনজী চরিতার্থ করিতে পারিবে । যেমন কুমুদিনী দিনমণির প্রতি অনুরক্তা নহে, সেইরূপ ইন্দুমতীও সেই ভূপতির প্রতি অনুরক্তা হইলেন না ।

অতঃপর সুনন্দা সেই সুলোচনাকে আর এক ভূপালের পুরোবর্তিনী করিয়া বাগ্জাল বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল । শুনিয়া থাকিবে, পূর্ব্বকালে কার্ত্তবীৰ্য্য নামে এক সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি ছিলেন । তাঁহার দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেবদত্তবরপ্রসাদে সংগ্রামসময়ে সহস্রভুজ হইত ; তিনি বাহুবলে অষ্টাদশ দ্বীপ অধিকার করিয়া প্রত্যেক

দ্বীপে জয়নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য যুগন্তস্ত্র সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; তিনি যোগবলে প্রজাদিগের অসং সঙ্কল্পে অবগত হইয়া তদগুণে দণ্ডবিধানার্থ করে কোদণ্ড ধারণ পূর্বক পুরোভাগে উপস্থিত হইতেন । মহাবীর কার্তবীৰ্য্যের পরাক্রমের কথা অধিক কি বলিব, ত্রিদশেশ্বরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর পরাজিত হইয়া তাঁহার কারাগৃহে তদীয় প্রসাদকাল পর্য্যন্ত অববদ্ধ ছিলেন ।

এই পুরোবর্তী ভূপাল সেই মহাপুরুষের বিশুদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইনি অনুপদেশের অধীশ্বর । ইঁহার রাজধানী মাহিস্মতী । ইঁহার নাম প্রতীপ । প্রতীপ নিজে অতি-ধীর ও গুণগ্রাহী । চঞ্চলা বলিয়া লক্ষ্মীর যে অপবাদ আছে, ইঁহার নিকটে অচল ভাবে থাকিয়া সেই অপবাদ মিথ্যাপবাদ হইয়াছে । ইনি বরপ্রসাদে ভগবান্ হুতাশনকে সহায় পাইয়া পরশুরামের তীক্ষ্ণধার কুঠারকে অতি অসার মনে করিয়া থাকেন । যদি বাতায়নে বসিয়া মনোহর নর্ম্মদানদী দেখিতে কোতুক থাকে, তবে এই পরম সুন্দর যুবার পাণিগ্রহণ কর । এই বলিয়া সুনন্দা ক্ষান্ত হইল । যেমন মেঘাবরণমুক্ত শরচ্ছত্র কমলিনীর সন্তোষকর নহে, সেইরূপ প্রিয়দর্শন প্রতীপও ইন্দুমতীর নয়নানন্দকর হইলেন না ।

পরে সুনন্দা রাজনন্দিনীকে আর এক ভূপতির নিকটে লইয়া গিয়া কহিল, যমুনানদীর উপকূলে মথুরানাম্নী এক পরম রমণীয় নগরী আছে । এই ভূপতি সেই নগরীর অধিপতি । ইনি নীপ-নামক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । ইঁহার নাম সুবেণ । মহারাজ সুবেণ অতি গুণবান্ পুরুষ । ইঁহার কীর্ত্তি ত্রিলোকবিশ্রুত হইয়াছে । যেমন সিদ্ধাশ্রমে পরম্পরবিরোধী জন্তুগণ নৈসর্গিক বিরোধ পরিত্যাগ পূর্বক একত্র অবস্থিতি করে, সেইরূপ ক্রোধ ঈর্ষ্যাদি বিকৃত গুণগণ এই রাজার হৃদয়মন্দিরে অবিরোধে বাস করিতেছে ।

যমুনাত্রুদে কালিয় নামে এক অজগর সর্প বাস করে । মাগ-

রাজ কালিয় কদাচিত্ গকড়ের ত্রাসে ভীত হইয়া এই ভূপতির শরণাগত হইয়াছিল। মহারাজ সুবেণ তাহাকে গকড় হইতে পরিত্রাণ করেন। নাগাধিপ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে আত্মনিষ্কৃয়-স্বরূপ এক বহুমূল্য মণি প্রদান করিয়াছিল। ইনি সেই মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া কোমুভধারী কৃষ্ণের গর্ভে থর্ব্ব করিয়াছেন। অতএব হে সুন্দরি ! যদি এই রূপবান্ যুবার রমণী হও, তবে চৈত্ররথতুল্য রম্য বন বন্যাবনে বিহার করিয়া মনোমত বিষয় ভোগ করিতে পারিবে। এই বলিয়া সুনন্দা নিরন্ত হইল।

যেমন শ্রোতস্বিনী নদী পুরোবর্তী পর্বতের এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ইন্দুমতীও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আর এক ভূপতির সমীপে গমন করিলেন। তখন সুনন্দা সেই পূর্ণেন্দু-মুখীকে কহিতে লাগিল, সমুদ্রের অনতিদূরে মহেন্দ্র নামে এক ভূধর আছে। ইনি সেই ভূধরের অধীশ্বর। এই মহারাজ এক জন প্রধান বীর পুরুষ বলিয়া জগতে বিখ্যাত। যদি এই যুবার প্রিয়তমা হও তবে বাতায়নে বসিয়া মহার্ণবের পর্বতাকার তরঙ্গমালা সন্দর্শন, তালীবনের মর্ম্মরধনি শ্রবণ এবং সমুদ্রতীরস্থ লবঙ্গকুমুদের সৌরভ আশ্রাণ করিয়া উভয়ে কতই সুখানুভব করিতে পারিবে।

ইন্দুমতী সুনন্দার এইরূপ প্রলোভন বাক্যে না ভুলিয়া অন্য এক ভূপতির সমীপে গমন করিলেন। তখন সুনন্দা রাজ-নন্দিনীকে সম্বোধিয়া কহিল, অয়ি খঞ্জনাঙ্গি ! দেখ, দেখ, এক বার এই দিকে চাহিয়া দেখ ; দক্ষিণদেশে পাণ্ডুনামে এক সুপ্রসিদ্ধ জনপদ আছে। তথায় মলয়পর্বতের অনতিদূরে উরগনাম্নী নগরী। ঐ নগরী সমুদ্রের নিকটবর্ত্তিনী। এই মহারাজ উক্ত নগরীর অধিরাজ। পাণ্ডুদেশের অধিপতি বলিয়া ইনি পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন কোন দেবতা তোমার আশায় গুপ্ত বেশে রাজসভায় আসিয়াছেন।

মহারাজ পাণ্ডু উগ্রতর তপস্যায় ভগবান্ ভূতভাবন আশু-

তোষকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মশিরোনামে এক মহাস্ত্র লাভ করিয়াছেন। সেই অস্ত্রের প্রভাবে ইনি রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর হইয়া উঠিয়াছেন। অধিক কি বলিব, মহাবীর লঙ্কেশ্বর একদা ইন্দ্রলোক জয় করিতে যাইবেন বলিয়া খরদুষণাদি নিশাচরগণের বাসস্থান জনস্থানের বিমর্দশঙ্কায় এই মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া গমন করিয়াছিলেন। অতএব হে বিশালাক্ষি ! যদি এই মহাকুলসমুদ্ভূত ভূপতির প্রেয়সী হও তবে মলয়-ভূধরের উপত্যকায় প্রিয়তমের সহিত বিহার করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে। সে অতি রমণীয় স্থান। তথায় গুবাকরক্ষে তাম্বুললতা ও চন্দনরক্ষে এলালতা সকল বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; এবং তমালবনে চারি দিক্ অন্ধকারায়ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই নৃপতি ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি গোরোচনার ন্যায় গৌরবর্ণ, তুমি ইহার অঙ্কশায়িনী হইলে সচপলা মেঘমালার ন্যায় উভয়ে উভয়ের শোভা বর্দ্ধন করিবে।

সুনন্দার উপদেশ ইন্দুমতীর হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে তিনি তাঁহাকেও অতিক্রম করিলেন। যেমন নিশীথসময়ে কোন সঞ্চারিণী দীপশিখা রাজমার্গের পাশ্বে অতিক্রান্ত সৌধাবলীকে তিমিরাব-গুণ্ঠিত করিয়া উত্তরোত্তরবর্তী প্রাসাদ সকল ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতে থাকে, তদ্রূপ ইন্দুমতী যে যে ভূপালকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন তাঁহাদিগের মুখশলী বিষাদে মলিন হইতে লাগিল এবং পুরোবর্তী রাজগণের মুখমণ্ডল তদীয় অনুরাগ লাভাশয়ে সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল।

পরিশেষে নৃপদুহিতা সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র অজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। কুমারী সন্নিহিতা হইলে অজ প্রথমতঃ বরণবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার দক্ষিণ-বাহুস্পন্দন হইতে লাগিল। সেই পরিণয়সূচক চিহ্ন তদীয় সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিল। যেমন মধুকরী প্রফুল্ল সহকার পাঁইলে পুষ্পান্তর প্রার্থনা করে না, সেইরূপ ইন্দুমতীও সেই

পরম সুন্দর যুবাকে পাইয়া মনে মনে অন্যভূপতিসন্নিধানগমনে পরাজুখী হইলেন ।

অনন্তর সুচতুরা সুনন্দা কুমারীর অন্তঃকরণ সেই পরম সুন্দর যুবাক প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছে বুঝিয়া অজের কুল শীল ও গুণ চরিত্রাদি সবিস্তার বর্ণিতে আরম্ভ করিল । সে, ইন্দুমতীকে সম্বোধিয়া কহিল কুমারি ! এই রাজকুমার সামান্য নহেন । ভগবান্ ভাস্করের পুত্র মনু নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন । মহানুভাব মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু । তদীয় বিশুদ্ধ বংশে পুরঞ্জয়নামক এক সৰ্বগুণাকর রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার নিকপমা কীর্তি অদ্যাপি ত্রিলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । মহারাজ পুরঞ্জয় সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়া দেবরাজের সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন এবং উভয়ে গজরাজ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অমুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেন ।

একদা দেবগণের সহিত অমুরদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল । মহারাজ পুরঞ্জয় অন্যান্য কোশলে দুর্জয় দানবদিগকে পরাজয় করিতে না পারিয়া পিনাকিবেশ ধারণ পূর্বক মহোক্ষরূপী মহেন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া দুর্দান্ত দৈত্যগণকে রণে পরাজয় করেন । রঘের ককুদে অধিষ্ঠান পূর্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি তাঁহার নাম কুকুৎস্থ হইল । তদবধি উত্তরকোশলাধিপতি ভূপতির। তদীয় নামসংসর্গেও বংশের পবিত্রতা লাভ হইবে ভাবিয়া স্বীয় বংশকে কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত করিলেন ; মহারাজ ককুৎস্থের কুলে দিলীপ নামে এক প্রবল-প্রতাপ মহীপাল জন্মগ্রহণ করেন । দিলীপ অসামান্যগুণসম্পন্ন ও অলৌকিকপরাক্রমশালী ছিলেন । তিনি একোন্শত অশ্বমেধ নির্বিঘ্নে সমাধা করিয়া কেবল দেবরাজের ঈর্ষ্যা নিবারণার্থে শততম অশ্বমেধ করেন নাই । সম্প্রতি তৎপুত্র রঘু রাজ্যশাসন করিতেছেন । মহারাজ রঘুর দিগন্তবিস্তৃত অপরিচ্ছিন্ন ষশোরাশি বর্ণন করা আগার সাধ্যাতীত ।

এই পরম সুন্দর কুমার সেই মহাত্মার পুত্র। ইঁহার নাম অজ। যুবরাজ অজ পিতৃদত্ত ঘোঁষরাজ্য লাভ করিয়া পিতার মত রাজ্য শাসন করিতেছেন। পিতা চিরধৃত রাজ্যভার সৎপুত্রে সমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগে জগদীশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। এই পরম সুন্দর যুবা কি রূপে, কি গুণে, কি ঘোঁষনে, সর্ব্বাংশেই তোমার তুল্য অতএব আমার বাঞ্ছা, তুমি এই রূপবান্ যুবরাজকে বরমালা প্রদান কর। ইঁহাকে মাল্যদান করিলে তোমাদিগের উভয়ের যোগ মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় সাতিশয় শ্লাঘনীয় হইবে; এই বলিয়া সুনন্দা ক্ষান্ত হইল।

কুমারী বাল্যাবস্থামূলত লজ্জার বশ হইয়াও তৎকালে কিঞ্চিৎ প্রগলভ্যাব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে নৃপ-নন্দনের প্রতি এক দৃষ্টি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু নৈসর্গিক ত্রপা বশতঃ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবাতে স্থায় মন অনুরক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং সূচতুরা সুনন্দা তদাশ্রয়ে অনুরাগচিহ্ন রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক বিকার অবলোকন করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল। সে বুঝিয়াও যেন বুঝে নাই এইরূপ ভান করিয়া নৃপদুহিতাকে কহিল আর্ষ্য! কেমন এখন অন্য এক নৃপের নিকট গমন করি? ইন্দুমতী রোষকষায়িত লোচনে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষসঙ্কেত দ্বারা ঘাইতে নিষেধ করিলেন।

অনন্তর নৃপদুহিতা ধৃষ্টতাভয়ে উপমাতা সুনন্দার করে পুষ্প-মালা অর্পণ করিয়া কহিলেন, যাও, এই যুবরাজের গলে বরমালা প্রদান করিয়া আইস। সুনন্দা রাজদুহিতার আজ্ঞানুসারে কুমা-রের গলে মাল্য প্রদান করিল। অজের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই মঙ্গলপুষ্পময়ী মালা সন্নিবেশিতা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইল। তখন অজ কণাৰ্পিত পুষ্পমালাকে ইন্দু-মতীর কোমল বাহুলতা মনে করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন।

পরে পুরবাসী জনগণ উপযুক্ত বরে মালা প্রদান হইয়াছে দেখিয়া সকলে একবাক্যে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, যেমন কোঁমুদী মেঘাবরণবিমুক্ত নিশাকরের সহিত মিলিত হয় এবং সুরধুনী অনুরূপ সাগরের সহিত মিলিত হয়, এই তুল্যাশ্রয় বরকন্যার যোগ সেইরূপ হইল। কিন্তু অজের এইরূপ গুণবাদ অন্যান্য নৃপগণের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রভাতকালে এক দিকে কমলজাল প্রফুল্ল, অন্য দিকে কুমুদবন মুকুলিত হইলে, কোন জলাশয়ের যাদৃশী রমণীয়তা হয়; বরপক্ষ ও বিপক্ষ নৃপগণের হর্ষ ও বিষাদে সেই স্বয়ংবরসভাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল।

সপ্তম সর্গ ।

বিদভাধিপতি ভোজরাজ রাজসভা হইতে বর কন্যা লইয়া গৃহগমনে উন্মুখ হইলেন । সভাস্থ নৃপগণ ইন্দুমতীর প্রতি হতাশ হইয়া মনে মনে স্বকীয় রূপবেশাদির নিন্দা করিতে করিতে শূন্য হৃদয়ে স্ব স্ব শিবিরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন । তাহারা অজ-রাজের স্ত্রীরত্ন লাভ জন্য অসুয়াপরবশ হইয়াও তৎকালে কোন বিষ করিতে পারিলেন না । এ দিকে রাজপথের উভয় পাশ্বে অবিরল ভাবে পতাকা সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে ; স্থানে স্থানে ইন্দ্রায়ুধসদৃশ তোরণে, স্থানে স্থানে কুমুমমালাদি উপকরণে রাজ-বীথি উদ্ভাসিত হইয়াছে ।

পরে বরবধু করেণু আরোহণ পূর্বক নরেন্দ্রমার্গে অবতীর্ণ হই-লেন । পুরবাসিনী কামিনীগণ বরদর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া আরক্ত কন্ঠ পরিত্যাগ পূর্বক সকৌতুক মনে ধাবমান হইল । কোন যুবতী গতিবেগে বিগলিত কেশবেষ্টন বন্ধন করিবার অবকাশ না পাইয়া শিথিলিত কচরাশি বাম করে ধারণ করিয়াই ধাবমান হইল । কেহ কেহ চরণে অলক্তক পরিতেছিল, তাহারা আর্দ্রালক্তক শুকাইবার অপেক্ষা না করিয়া প্রসাধিকার কর হইতে চরণাকর্ষণ-পূর্বক দৌড়িল । কোন রমণী গবাক্ষবিবরে দৃষ্টিপাত করিয়া ধাব-মান হইতেছিল, সে বিগলিত নীবিবন্ধন বন্ধন করিবার অনুরোধ না করিয়া শ্রান্ত বস্ত্র করকমলে ধারণ করিয়া রহিল । কেহ বা অঙ্গুষ্ঠমূলে সূত্র বন্ধন পূর্বক রসনাদাম গুপ্তিত করিতেছিল, সে অর্দ্ধপ্রথিত সুবর্ণকাঞ্চী অঙ্গুষ্ঠ হইতে না খুলিয়াই দ্রুত পদে চলিল ; সুতরাং তাহার সেই মেখলার সূত্রমাত্র অঙ্গুষ্ঠে অবশিষ্ট রহিল ।

বরদর্শনকৌতুকিনী কামিনীগণের বদনকমলারূত মার্গপাশ্বস্থ গবাক্ষ সকল যেন অলিচুম্বিত সহস্রদলে অলঙ্কৃত হইল । তৎকালে অবলাগণকে একান্ত অনন্যমনাঃ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদের প্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গও দর্শনলালসায় চক্ষুতেই প্রবেশ করিয়াছে । পরে রমণীগণ পরস্পর কহিতে লাগিল, “ইন্দুমতী শত শত ভূপতি কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়াও তাগো স্বয়ংবর প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতেই আত্মসদৃশ বর লাভ করিল; স্বচক্ষে না দেখিলে আত্মানুরূপ বর মেলা দুর্ঘট হইয়া উঠিত । আর বিধাতা যদি এই অসামান্যরূপলাবণ্যবতী যুবতীর সহিত এই পরমসুন্দর মনোহর যুবার সমাগম না করিতেন তবে তাঁহার এই যুবক যুব-তীতে অপ্রতিমরূপবিধানযত্ন বিফল হইত । বোধ হয় বুঝি ইঁহারাই পূর্বের রতি ও স্মর ছিলেন; অনতিপরিষ্কৃত জন্মান্তরীণ সংস্কার বশাৎ উভয়ের পুনর্মিলন হইল; নতুবা সহস্র সহস্র ভূপতির মধ্যে এতাদৃশ সুসদৃশ পুরুষরত্ন মনোনিীত করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম নহে । ”

অজ পৌরকামিনীগণের বদনকমলে এইরূপ মনোহারিণী কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভোজরাজের ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর কুমার করেগুকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া কামরূপাধিপতির হস্তাবলম্বন পূর্বক অন্তঃপুরচত্বরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্র তত্রত্য অবলাগণের মনোহরণ করিলেন । তথায় মহাই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ভোজদত্ত অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও দুকূল-যুগল গ্রহণ করিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরসুন্দরীগণের সকটাক্ষ নেত্রপাত অনুভব করিতে লাগিলেন । পরে শুদ্ধান্তাধি-কৃত বিনীত ভৃত্যেরা বরকে বধূসমীপে লইয়া গেল ।

পুরোহিত বরবধূসমীপে হোম করিয়া অগ্নিসাক্ষিক উদ্বাহবিধি আরম্ভ করিলেন । অজ, পাণিগ্রহণকালে নিজ করে বধূকর গ্রহণ করিয়া কণ্টকিতকলেবর হইলেন এবং ইন্দুমতীরও অঙ্গুলি হইতে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল । শুভদুর্ভিকালে বরবধূর সতৃষ্ণ

নয়নযুগল একপ্রকার অনির্বচনীয় হ্রীষদ্রুণা অনুভব করিতে লাগিল । উভয়ের প্রজ্বলিত হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করা হইলে লজ্জাবতী ইন্দুমতী পুরোহিতের আদেশানুসারে জ্বলন্ত অনলে লাজবিসর্জন ও ধূমগ্রহণ করিলেন । পরিশেষে বর কন্যা স্বর্ণময় মণিপীঠে উপবেশন পূর্বক নমসাবর্গের আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।

বিদর্ভাধিপতি এই রূপে ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ সম্পাদন করিয়া অন্যান্য ভূপতিদিগের সংকারার্থে অধিকৃত লোকদিগকে আদেশ করিলেন । অধিকৃতেরা প্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক ভূপতির শিবিরে রাজযোগ্য উপহার প্রেরণ করিল । ভূপালগণ কৃত্রিম হর্ষচিহ্ন দ্বারা ঈর্ষ্যা সংবরণ পূর্বক উপচৌকনচ্ছলে তদন্ত উপহার তাঁহাকেই প্রতারণা করিলেন, এবং ভোজরাজকে আমন্ত্রণাদি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

মহারাজ রঘু দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রাজগণের সর্বস্বাপহারণ করিয়াছেন, আবার তৎপুত্র সকলকে বঞ্চনা করিয়া স্ত্রীরত্ন লাভ করিলেন, এই উভয়বিধ কোপে সমস্ত রাজলোক একযোগে হইয়া অজের গমনমार्গ অবরোধ করিয়া রহিলেন । এদিকে বিদর্ভাধিপতি বিভবানুরূপ যৌতুক প্রদান করিয়া ভগিনীকে প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । তিনি তিন দিবস পরে অজ রাজার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন ।

পরে যুবরাজ অসহায়, ইন্দুমতীকে লইয়া আসিতেছেন ; এমত সময়ে সেই উদ্ধত রাজন্যগণ অবসর বুঝিয়া আক্রমণ করিল । মহাবল পরাক্রান্ত অজ কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না । তিনি অম্পটসৈন্যপরিহৃত টৈপতৃক আগু সচিবের প্রতি ইন্দুমতীর রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া সেই অসঙ্খ্য রাজসেনা প্রত্যাক্রমণ করিলেন । উভয়পক্ষীয় সেনাগণ, পদাতি পদাতির সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং

আধোরণ আধোরণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল । গজাশ্বের চীৎকাররবে কর্ণ বধিরপ্রায় হইল; যোদ্ধগণের পরস্পর পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল; কেবল বাণাঙ্করমাত্র লক্ষ্য করিয়া প্রতিযোদ্ধার নাম নির্দেশ হইতে লাগিল । অশ্বখুরোখিত ধূলিপটল গজকর্ণব্যজনে সঞ্চালিত হইয়া গগনমণ্ডল যেন বস্ত্রারত করিল । সেই ধূলিধূসরিত নভস্তলে ধ্বজস্থ কৃত্রিম মীনগণ বায়ু-ভরে বিহ্বতাস্য হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন অকৃত্রিম মৎসোরাই প্রারট্‌কালীন আবিল হ্রদে জলপান করিতেছে । ক্রমে ক্রমে ধূলিরাশি উড়্‌ডীন হইয়া রণস্থলী অন্ধ-কারারত করিল । যোদ্ধগণ কেবল রথচক্রের শব্দ শুনিয়া রথাগমন এবং ঘণ্টারব শুনিয়া গজাগমন অনুমান করিতে লাগিল । তৎকালে কে আত্মীয়, কে পর প্রভেদ করা অতিমাত্র দুর্ঘট হইয়াছিল, কেবল স্ব স্ব প্রভুর নামোচ্চারণে আত্মপরাবোধ হইতে লাগিল । পরিশেষে সেই রজোহস্তকারে ছিন্ন গজাশ্বাদির কধির-প্রবাহ বালার্কসদৃশ হইয়া উঠিল । ধূলিরাশি অধোভাগে আদ্র-শোণিত দ্বারা ছিন্নমূল হইয়াছে এবং উপরিভাগে বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইতেছে দেখিয়া, বোধ হইতে লাগিল যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরের পূর্বোখিত ধূমরাশি বিরাজিত রহিয়াছে ।

প্রতিযোদ্ধার প্রচণ্ড প্রহারে রথী মূর্চ্ছিত হইলে যে সারথি রথ প্রত্যাভর্তন করিয়া পলায়ন করিতেছিল, মূর্চ্ছাবসানে রথী তাহাকে তিরস্কার করিয়া পুনর্ব্বার রথ ফিরাইতে আদেশ দিল এবং পূর্বদৃষ্টি কেতুরূপ নিদর্শন দ্বারা প্রতিদ্বন্দীর নিকট যাইয়া পুনর্ব্বার তাহাকেই অধিকতর শত্রুঘাত করিতে লাগিল । বল-বিক্ষিপ্ত বাণাবলী অর্দ্ধপথে শত্রুশর দ্বারা ছিন্ন হইলেও বেগবশাৎ তদীয় অগ্রভাগ সকল শত্রুগাত্রে বিদ্ধ হইতে লাগিল । প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে স্তম্ভাকার গজদন্ত হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতেছে, করিগণ তদর্শনে ত্রাস পাইয়া করশীকর দ্বারা তাহা নির্ঝাণ করিতেছে । সারথি হত হইলে রথিগণ আপনারাই রথী

এবং আপনাই সারথি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; রথাস্থ আহত হইলে, তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নামিয়া গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিল; গদা ভগ্ন হইলে বাহুযুদ্ধে প্ররম্ভ হইল । তৎকালে রণস্থলী অতি ভীষণাকার হইয়া উঠিল । কোন স্থান যোদ্ধগণের ছিন্ন মস্তকে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান শিরশ্চ্যুত শিরস্ত্রজালে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থান কধিরপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা শৃগাল বিহঙ্গমাদি মাংসাশী জন্তুগণ খণ্ডিত হস্তমস্তকাদি আকর্ষণ করিতেছে । কোন কোন বীর যুদ্ধে হত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিমানারোহণ পূর্বক সুরাঙ্গনা ক্রোড়ে করিয়া স্বীয় কবন্ধ দেহ রণক্ষেত্রে নৃত্য করিতেছে দেখিতে দেখিতে স্বর্গারোহণ করিল । কতিপয় বীর উভয়ে উভয় কর্তৃক সমকালে ছিন্ন হইয়া ভগ্ন দেহ পরিত্যাগ পূর্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিল; কিন্তু এক অপ্সরার প্রার্থনায় তাহাদিগের বিবাদ অভয়াবস্থাই রহিল ।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যবৃহৎ কদাচিৎ জয়লাভ করিতেছে; কদাচিৎ পরাজিত হইতেছে; অজ যখন যে দিক্ ভগ্ন দেখিতেছেন অতি সতর্কতা পূর্বক তৎক্ষণাৎ সেই দিকে যাইয়া রক্ষা করিতেছেন; যেমন ধূমাবলী বায়ুবেগে সঞ্চারিত হইলেও যে দিকে তৃণ সেই দিকেই বহ্নিসমাগম হইয়া থাকে, মহাবল পরাক্রান্ত অজ রাজাও স্বকীয় সেনাগণকে পরাজুখ দেখিয়া সেই রূপে অরিসেনার প্রতি ধাবমান হইতে লাগিলেন । তিনি কখন রথী, কখন পদাতি, কখন খড়্গধারী, কখন বা গদাধারী হইয়া একাকীই সেই অসঙ্খ্য রাজন্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । যুদ্ধকালে অজের লঘুহস্ততা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী কেবল তুণীরমুখেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে । শত্রুদিগের শস্ত্রজালে তাঁহার রথ আচ্ছন্ন হইল, কেবল তদীয় রথের ধুজাগ্রমাত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল । অজ, তথাপি শত সহস্র রাজন্যগণের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন । তাহা-

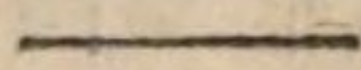
দিগের সেই সকল রোষদর্শনধরোচ্চ, ক্রকুটীভীষণ, হৃৎকারগত্ৰ তাত্রবর্ণ মুখজালে রণস্থল আচ্ছাদিত হইল। পরিশেষে বিপক্ষ-গণ কুট যুদ্ধ অবলম্বন পূর্বক অজকে বেঁধেন করিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন অজ একান্ত নিকপায় ভাবিয়া গন্ধর্ব-রাজপুত্র প্রিয়ংবদ হইতে যে প্রস্তাপন অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই বাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন। গান্ধর্ব্য শরের প্রভাবে সমস্ত নৃপসেনা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রণকার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক কেহ ধ্বজদণ্ড, কেহ গজস্কন্ধ, কেহ রথ, কেহ অশ্বপৃষ্ঠ অবলম্বন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিল।

তখন অজ রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তদগ্রে শঙ্খধ্বনি করিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ শঙ্খনাদপ্রত্যভিজ্ঞানে স্বপ্রভুর জয়লাভ হইয়াছে বুঝিয়া আশ্বে ব্যাশ্বে রণভূমে আসিয়া দেখিল, মুকুলিত কমলবনে প্রতিবিম্বিত শশাঙ্কমণ্ডল যেমন শোভমান হয়, যুবরাজ অজও সেই নিদ্রিত রাজমণ্ডলীতে সেইরূপ শোভা পাইতেছেন। পরে রাজপুত্র আর্দ্রশোণিতলিপ্ত বাণমুখ দ্বারা বিপক্ষগণের রথধ্বজে লিখাইলেন; অজ রাজা তোমাদিগের যশোহরণ মাত্র করিলেন, কিন্তু রূপা করিয়া প্রাণবধ করিলেন না।

অনন্তর ঘর্মান্তকলেবর অজ রাজা বাম হস্তে বৃহৎ কোদণ্ড ধারণ পূর্বক ভয়চকিতা ইন্দুমতীর সন্নিধানে আসিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, আমি অনুমতি করিতেছি, এক বার চাহিয়া দেখ; আমি সম্প্রতি এই সমস্ত রাজলোককে একরূপ নির্বীৰ্য্য করিয়াছি যে এক জন বালকেও অনায়াসে ইঁহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্রাপহরণ করিতে পারে। প্রিয়ে! এই সমস্ত নৃপগণ ত্বদীয় নিকপম সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইয়া কেবল তোমারই প্রাপ্তি আশয়ে মহারণে প্রাণদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন প্রিয়তমের জয়লাভে ইন্দুমতীর লান বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নববধূমূলত লজ্জা

প্রযুক্ত স্বয়ং কিছুই না বলিতে পারিয়া সখীমুখ দ্বারা তাঁহার যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

এই রূপে মহাবীর অজ সেই সমস্ত প্রতীপ রাজন্যগণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ রঘু অজের আগমনের পূর্বেই দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি গৃহাগত পুত্র ও পুত্রবধূকে যথেষ্ট অভিনন্দন করিয়া পরম হর্ষে তাঁহাদিগের বিবাহোৎসব নিৰ্ব্বাহ করিলেন। পরিশেষে বিষয়বাসনাবিসৰ্জনপূর্বক স্বয়ং শান্তিপথের পথিক হইতে উৎসুক হইলেন।



অষ্টম সর্গ ।

মহারাজ রঘু পুত্রের বিবাহানন্তর তদীয় হস্তে সমস্ত সাত্রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং মন্ত্রপুত্র সলিল দ্বারা অজের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । রাজপুত্র অভিষিক্ত হইয়া কেবল পিতার রাজ্যাধিকার মাত্র প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, পৈতৃক গুণেরও উত্তরাধিকারী হইলেন । তিনি বিনয়নয় ব্যবহারে পৈতৃক রাজসিংহাসন এবং স্বীয় নব যৌবন উভয়কেই অলঙ্কৃত করিলেন । প্রজাগণ তাঁহাকে রঘু হইতে কিছু মাত্র বিভিন্ন ভাবিত না ; রঘুর প্রতি যাদৃশ ভক্তি ও যাদৃশ অনুরাগ করিত তাঁহার প্রতিও সেইরূপ করিতে লাগিল । অজ, কি নীচ, কি মহৎ কাহাকেও অনাদর করিতেন না । প্রজারা সকলেই পরস্পর মনে করিত রাজা সর্বাপেক্ষা আমাকেই অধিকতর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । তিনি অতিশয় উগ্রও ছিলেন না অতিশয় মৃদুও ছিলেন না ; যেমন অনতিপ্রথর প্রভঞ্জন তরুগণকে উন্মূলিত না করিয়া কেবল অবনত করে, অজ রাজাও মধ্যম ভাব অবলম্বন পূর্বক সেই রূপে দুর্দান্ত সামন্তগণকে ক্রমে ক্রমে আত্মবশে আনিলেন ।

নরবর রঘু পুত্রকে প্রকৃতিগণের নিতান্ত অনুরাগভাজন দেখিয়া অকিঞ্চিৎকর বিনশ্বর বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক কুলোচিত শান্তিপথ অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । অজ পিতাকে তপোবনগমনে উন্মুখ দেখিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত পূর্বক সজল নয়নে তাঁহার গৃহে বাস ভিক্ষা করিলেন । পুত্রবৎসল রঘু অজকে বাম্পাকুল দেখিয়া অরণ্যগমনে

বিরত হইলেন, কিন্তু সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্মোক পুনর্বার গ্রহণ করে না তদ্রূপ পরিত্যক্ত রাজক্ৰী আর পুনঃস্বীকার করিলেন না । তিনি বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক নগরের প্রান্তভাগেই থাকিয়া যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

অজ উদয়মার্গ, রঘু অপবর্গ আশ্রয় করিলে, পিতা পুত্রের ব্যবহার পরস্পর বিসদৃশ হইয়া উঠিল । প্রাচীন ভূপতি যতি-চিহ্ন ধারণ করিলেন ; নবীন ভূপতি রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন । অজ রাজা অনধিকৃত রাজ্য লাভার্থ রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইলেন ; রঘু রাজা পরমপদার্থ মুক্তি লাভার্থ প্রামাণিক যোগিবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন । অজ, প্রজাগণের ব্যবহারদর্শনার্থ যথাকালে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন ; রঘু অনুধ্যান পরিচয়্যার্থ পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিতেন । অজ প্রভুশক্তি দ্বারা স্বরাজ্যের প্রাপ্তবর্তী নৃপগণকে আত্মবশে আনিলেন ; রঘু প্রণিধানশিক্ষা দ্বারা শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু আত্মবশে আনিলেন । অভিনব ভূপাল শত্রুদিগের গূঢ় দুশ্চেষ্টিত সকল ভয়সাৎ করিতে লাগিলেন ; প্রাচীন ভূপাল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংসারবন্ধনের নিদানভূত স্বকীয় কর্মসন্তানের ভস্মীকরণার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন । অজ ফলাফল বিবেচনা করিয়া সন্ধিবিগ্রহাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; রঘু লৌষ্ট্রিকাঞ্চনে সমদর্শী হইয়া সত্বাদি গুণত্রয় জয় করিতে লাগিলেন । নব ভূপতি অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে ফলোদয় পর্য্যন্ত আরন্ধ কর্ম হইতে বিরত হই-
তেন না ; প্রাচীন ভূপতি অবিচলিত বুদ্ধি সহকারে পরমাত্মদর্শন পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান হইতে বিরত হইতেন না । পরিশেষে রঘু ও তৎপুত্র অজ উভয়েই এইরূপ সতর্কতা দ্বারা দুর্জয় ইন্দ্রিয়বর্গ ও শত্রুবর্গ জয় করিয়া চরিতার্থ হইলেন । রঘু তথাপি অজের অচল ভক্তির অপেক্ষায় কতিপয় বৎসর শরীর ধারণ করিলেন । পরে যোগমার্গে তনুত্যাগ করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হই-
লেন ।

মহারাজ অজ পিতার তনুত্যাগবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তিনি বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ শোক সংবরণ পূর্ব্বক যতিগণের সহিত তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন। অজ জানিতেন তাদৃশ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবার আবশ্যকতা নাই, তথাপি বলবতী পিতৃভক্তি প্রযুক্ত যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করিলেন। পরে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ রাজাকে পিতৃশোকে একান্ত কাতর দেখিয়া “তাদৃশ সদ্ধাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি শোক করা অতিশয় অবিধেয়” এই বলিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। অজ পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে শোকসংবরণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার এক পুত্র সন্তান হইল। পুত্রের নাম দশরথ রাখিলেন। অজ এই রূপে সর্ব্ব সৌভাগ্যের আশ্বাদ হইয়া সুচাক্ষু রূপে রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে অর্থরাশি ছিল, সে কেবল পরের উপকারার্থ; তাঁহার যে সৈন্য সামন্ত ছিল, সে কেবল বিপন্ন ব্যক্তির পরি-ত্ৰাণার্থ; তাঁহার যে প্রচুর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, সে কেবল পণ্ডিত-গণের সৎকারার্থ।

একদা মহারাজ অজ পৌরকার্য্য পর্য্যবেক্ষণান্তর উদ্যান-বিহারার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়া প্রিয়তমা ইন্দুমতীর সহিত নগরোপবনে গমন করিলেন। যুবক যুবতি শচীসহিত শচী-পতির ন্যায় উদ্যানবিহার করিতেছেন, ইত্যবসরে আকাশমার্গে দেবর্ষি নারদ করে বীণা লইয়া গমন করিতেছিলেন। তদীয় বীণাশ্রবণ দিব্য কুমুমমালা বায়বেগে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রষ্ট হইল। কিন্তু দৈবযোগে সেই পুষ্পমালা ইন্দুমতীর বিশাল স্তনযুগলে পতিত হইল। ইন্দুমতী সেই দিব্য মালা অব-লোকন করিবাগাত্র এক বারেই বিচেতন হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত নয়নে ভূতলে পড়িলেন। যেমন প্রদীপ্ত

দীপশিখা হইতে এক বিন্দু তৈল পাত হইলে তাহার সহিত শিখারও কিয়দংশ পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভূপালও মূর্ছিত হইয়া ইন্দুমতীর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পড়িলেন। রাজা ও রাজ্ঞীর পার্শ্বচরেরা হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহা-দিগের আতঁরব শ্রবণে উদ্বেজিত উদ্যানস্থ বিহঙ্গমেরাও যেন দুঃখিত হইয়াই কোলাহল করিতে লাগিল।

অনন্তর ব্যজনাদি দ্বারা রাজার কথঞ্চিৎ মূর্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু ইন্দুমতী তদবস্থই রহিলেন, তাঁহার মূর্ছাভঙ্গ হইবে কি, পরমায়ু না থাকিলে কি প্রতিকারবিধান ফলবান্ হইতে পারে? পরে রাজ্ঞীর মৃত দেহ প্রতिसাধ্যমান বীণার ন্যায় ক্রোড়ে রাখিয়া ভূপতির দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার ক্রোড়ে ইন্দুমতীর বিবর্ণ শরীর সংস্থাপিত হওয়াতে ভূপাল যেন সকলক্ক শশাক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন।

অনন্তর নরবর শোকাবেগে নৈসর্গিক ঐর্ষ্য পরিত্যাগ পূর্বক উন্মত্তপ্রায় হইয়া বাষ্পগদগদ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাদৃশ গস্তীরপ্রকৃতি ব্যক্তির ঐদৃশ অবস্থায় ঐর্ষ্যলোপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে; রক্তমাংসময় মানুষের কথা কি বলিব, অতিশয় অভিতপ্ত হইলে দৃঢ়তর লৌহও গলিয়া যায়। রাজা সেই পুষ্পমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ককণ বচনে কহিতে লাগিলেন হায়! যদি সুকোমল পুষ্পমালাও গাত্র স্পর্শ করিয়া প্রিয়ার প্রাণবধ করিল, তবে জীবনজিহীর্ষু বিধাতার কোন্ বস্তুই না জীবিতয় অস্ত্র হইতে পারে, অথবা সংহারকর্ত্তা কৃতান্ত বুঝি সুকুমার বস্তু দ্বারাই সুকুমার বস্তু বিনাশ করিয়া থাকেন, হিমপাতে বিনষ্ট কমলিনীই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভাল, যদি এই কুসুমমালাই প্রাণসংহারক, কৈ তবে আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণবিনাশ করিলেক না। হায়! বুঝিলাম বিধাতার ইচ্ছায় কোন স্থলে বিষও অমৃত হইতে পারে; কোথাও বা অমৃতও বিষ হইয়া উঠে।

কিংবা এমনও হইবার সম্ভাবনা যে, বিধাতা আমারই ছুরদৃষ্টি ক্রমে এই সুকুমার পুষ্পমালাকে বজ্ররূপিণী করিয়াছেন ।

অজ এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া পরিশেষে শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাষ্পাকুল নয়নে গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, হা হরিণনয়নে ! হা মধুরবচনে ! তোমার অদর্শনে আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি । তোমাকে মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । প্রিয়ে ! উঠ উঠ, এক বার প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া প্রণয়িজনের প্রাণ রক্ষা কর । আমি তোমার কাছে কত শত অপরাধ করিতাম, তথাপি তুমি এক দিন ভ্রান্তি ক্রমেও আমার অপমান কর নাই, এক্ষণে কি অপরাধে নির্দয় হইয়া আমার সহিত কথা বার্তা কহিতেছ না । আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে গুঢ়বিপ্রিয়কারী কৈতবাচারী বিবেচনা করিয়াছ, নতুবা আমাকে না বলিয়া না কহিয়া অপুনরাগমনের নিমিত্ত কখনই পরলোকে গমন করিতে না ।

রে হত জীবিত ! যদি মূচ্ছাকালে প্রিয়তমার অনুগামী হইয়াছিলি, তবে কেন তাহাকে না লইয়া পুনরাগমন করিলি ; এক্ষণে আপন দোষে আপনি দগ্ধ হইতেছি ; এই বলবতী বিরহবেদনা তোকে চির দিন সহ্য করিতে হইবে ; আর কোন উপায়ান্তর নাই । হা প্রিয়ে ! হা অসামান্যরূপলাবণ্যবতি ! তোমার বদনকমলে বিহারজনিত ঘর্ম্ববিন্দু অধুনাপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে । হায় ! মানুষের এরূপ অসারতাকে ধিক্ ।

হা প্রেয়সি ! আমি কখন মনেতেও তোমার অপ্রিয় কর্ম করি নাই, তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে । আমার নাম মাত্র ক্ষিতিপতি, ফলতঃ আমি ক্ষিতিপতি নহি, তোমারই পতি ; তোমাতেই আমার অকপটপ্রণয়পবিত্র অনুরাগ বদ্ধমূল রহিয়াছে । তোমার এই কুসুমাবিদ্ধ অলকাবলী বায়ুবেগে সঞ্চা-

লিত দেখিয়া আমার মনে হইতেছে বুঝি তুমি আমার দুঃসহ
যন্ত্রণা সন্দর্শনে অনুকম্পা করিয়া পুনরাগমন করিলে । হে
জীবিতেশ্বর ! আমার প্রাণ যায় এক বার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা
কর । যেমন রজনীতে ওষধি সকল প্রজ্বলিত হইয়া হিমগিরির
গহ্বরস্থ তিমিরসংহতি সংহার করে, সেইরূপ প্রতিবোধ দ্বারা
আমার মোহাকার নিরস্ত কর । আমি তোমার মুখারবিন্দে
সুধার্দ্ৰ কথা না শুনিয়া আর এক দণ্ডও প্রাণ ধারণ করিতে
পারি না ।

পুনঃসমাগমের আকাঙ্ক্ষায় চন্দ্র রজনীর এবং চক্রবাক চক্র-
বাকীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, কিন্তু আমি তোমার পুনঃ-
প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া কি রূপে মনকে প্রবোধ দিই ।
তোমার এই সুকুমার কলেবর কোমলতর নবপল্লবশয্যায় শয়ন
করিয়াও কষ্ট বোধ করিত, এক্ষণে কি রূপে চিত্তাধিরোহণ করিবে ।
প্রিয়ে ! তোমার বিরহে আমার হৃদয় নিতান্ত অধীর হইতেছে ।
তুমি লোকান্তরগমনে উৎসুক হইয়া আমার চিত্তবিনোদনার্থ
যে কোকিলাতে কল ভাষিত, কলহংসীতে মদালস গতি, মৃগীতে
চঞ্চল দৃষ্টি, এবং পবনকম্পিত লতাতে অঙ্গবিলাস রাখিয়া
গিয়াছ ; তাহার। আমার শোকভূত হৃদয়কে সান্ত্বনা করিতে
পারিতেছে না । আর তুমি এক দিবস কহিয়াছিলে এই
প্রিয়ঙ্গুলতার সহিত এই সহকারতরুর বিবাহ দিবে ; তাহা সম্পন্ন
না করিয়া লোকান্তর গমন করা নিতান্ত অবিধেয় হইতেছে ।
তোমার চরণতাড়নে ক্লতদোহদ এই অশোকতরু যে কুসুমরাশি
প্রসব করিবে তাহা তোমার অলকাভরণের যোগ্য, সম্প্রতি
সেই পুষ্প তোমার অলকাভরণ না করিয়া কি রূপে প্রেতাভরণ
রচনা করিব ।

হা সুগাত্রি ! এই অশোকতরু অচেতন হইয়াও তোমার
দুর্লভ চরণানুগ্রহ স্মরণ করিয়া কুসুমবর্ষণচ্ছলে রোদন করি-
তেছে । তুমি সুগন্ধি বকুলকুসুম দ্বারা আমার সহিত যে বিলাস-

মেখলা রচনা করিতেছিলে তাহা সমাপ্ত না করিয়া কোথায় চলিলে । তোমার এই একহৃদয় সহচরীগণ তোমার দুঃখে দুঃখী তোমার সুখে সুখী ; এই শিশু সন্তান প্রতিপচ্ছন্দসদৃশ রূপবান্ ; এবং আমার অনুরাগেরও কিছু মাত্র ভ্রুটি নাই ; তথাপি তুমি কি দুঃখে আমাকে পরিত্যাগ করিলে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ।

প্রিয়ে ! তোমার বিচ্ছেদে আমার সর্বনাশ বনে বাস হইল । ঐশ্বর্য এক বারেই লোপ হইয়াছে ; বিষয়বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে ; আভরণের প্রয়োজন নাই ; গান করিবার অভিলাষ নাই ; অদ্যাবধি আমার পক্ষে বসন্তাদি ঋতুগণ নিকটসব হইল ; এবং শয্যা শূন্য, দশ দিক্ শূন্য ও জগৎ শূন্য হইল । অকারণ মৃত্যু এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্বনাশ না করিল ; তুমি আমার প্রণয়িনী, সন্মত্ৰী, নন্দ্য-সখী, এবং নৃত্যগীতাদি বিষয়ে প্রিয়শিষ্যা ছিলে ; এক তোমার নাশে আমার সর্বনাশ হইল বলিতে হইবে । হে প্রাণপ্রিয়ে ! এই অতুল্য ঐশ্বর্য থাকিতেও তোমা ব্যতিরেকে অজের ভোগ-বাসনা এই পর্য্যন্ত ফুরাইয়া গেল, আমি তোমা বই আর জানিতাম না, আমার যে কিছু সুখসন্তোষ, তাহা তোমারই অধীন ছিল ; তোমায় ছাড়িয়া আমার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি কোন কার্যেই ঐশ্বর্য নাই ।

কোশলাধিপতি অজের এইরূপ বিলাপ শুনিয়া উদ্যানস্থ সমস্ত লোক অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া পরিতাপ করিতে লাগিল । অনন্তর বান্ধবগণ অজের ক্রোড় হইতে কথঞ্চিৎ বলপূর্বক ইন্দুমতীকে গ্রহণ করিয়া সেই দিব্য মাল্যে তদীয় অন্ত্যাহরণ সম্পাদন পূর্বক অণুচন্দনকাষ্ঠরচিত জ্বলন্ত চিতায় তাঁহার মৃত দেহ সমর্পণ করিল । তৎকালে নরপতি শোকে একান্ত অধীর হইয়া ইন্দুমতীর সহিত স্বদেহ ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু “অজ রাজা জ্ঞানবান্ হইয়া তুচ্ছ স্ত্রীজনের সহগামী হইলেন” এই

লোকাপবাদভয়ে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি সেই উদ্যানেই থাকিয়া পত্নীর স্বর্গার্থে সমারোহ পূর্বক শ্রাদ্ধাদি করিলেন। পরে নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে তাঁহার চন্দ্রবদন প্রিয়াবিরহে বিবর্ণ দেখিয়া পুরসুন্দরীগণের নয়নে অশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল।

এ দিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে সমস্ত রত্নান্ত অবগত হইয়া শোকসন্তপ্ত অজের প্রবোধনার্থ এক জন উপযুক্ত শিষ্য প্রেরণ করিলেন। ঋষিশিষ্য ভূপতিসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ বশিষ্ঠ সমাধিবলে আপনকার সমস্ত রত্নান্ত অবগত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি সম্প্রতি এক যজ্ঞ-কার্য্যে দীক্ষিত আছেন, এজন্য আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে স্বয়ং আসিতে পারিলেন না; আমার দ্বারা কিছু উপদেশ-বাক্যে বলিয়া পাঠাইয়াছেন; আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন এবং হৃদয়ে ধারণ করুন। মহারাজ ! তদ্বাক্যে সংশয় করিবেন না, সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি অপ্রতিহত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলে এই ত্রিজগতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কিছুই তাঁহার অবিদিত থাকে না।

মহারাজ ! শুনিয়া থাকিবেন, তৃণবিন্দু নামে এক অতি প্রভাবশালী মহর্ষি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া মহর্ষির সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত হরিণীনাগ্নী সুরাঙ্গনাগ্নীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। হরিণী তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমাধিভঙ্গার্থে মায়াজাল বিস্তার করিলে, মহর্ষি তপস্যার বিষয় দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন “তুমি ভুলোকে যাইয়া মানুষী হও।” সে শাপশ্রবণে আপনাকে বিপদ্রান্ত দেখিয়া সাক্ষাৎ প্রণিপাত পূর্বক ঋষির চরণে পড়িয়া কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল ভগবন্ ! এই নিরপরাধিনীকে ক্ষমা করিতে হইবে; আমি স্বাধীন নহি পরাধীন ;

দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশক্রমে এই সাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া-
 ছিলাম ; এক্ষণে কৃপা করিয়া এ দাসীর অপরাধ মার্জনা
 করুন । আমি আপনকার চরণে ধরি এবং কৃতাজ্ঞলি হইয়া
 ভিক্ষা করি আমার প্রতি করুণা করুন । পরে কৃপামুদ্রু মহর্ষি
 প্রসন্ন হইয়া কহিলেন ভদ্রে ! আমার বাক্য অন্যথা হইবার
 নহে । যে পর্য্যন্ত দিব্য পুষ্প তোমার নয়নগোচর না
 হইবে তদবধি তোমাকে মানুষী হইয়া মর্ত্যালোকে অবস্থিতি
 করিতে হইবে । সুরপুষ্প দৃষ্টিগোচর হইলেই শাপ হইতে
 মুক্ত হইবে এবং তোমার মনোহর দিব্যাকার পুনর্বার
 পাইবে ।

সেই শাপভ্রষ্টা হরিণী ত্রথকৈশিকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া
 এত দিবস পর্য্যন্ত তোমার পত্নী হইয়াছিল । এক্ষণে আকাশ-
 গামী দেবর্ষি নারদের বীণাশ্রু হইতে ভ্রষ্ট সুরকুমুম সন্দর্শনে
 সে শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বকীয় দিব্যাকৃতি ধারণ
 পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছে । অতএব আর সে চিন্তার আব-
 শ্যকতা নাই । কেহই চিরস্থায়ী নহে । জন্ম হইলেই মৃত্যু
 আছে । সম্প্রতি পৃথিবী পরিপালন করুন । ক্ষিতিই ক্ষিতি-
 পতিদিগের কলত্রস্থানীয় । আর আপনিও ত অজ্ঞান নহেন ।
 আপনি যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রভাবে এই অতুলৈশ্বর্যরূপ মদ-
 কারণ থাকিতেও স্বীয় অমত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই
 জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারা হৃদয়ের অজ্ঞানতিমির দূরীকৃত করুন ।
 রোদন করিলে যদি পাইবার সম্ভাবনা থাকিত তবে না হয়
 রোদনই করিতেন ; রোদনের কথা দূরে থাকুক, অনুমৃত
 হইলেও তাহাকে আর পাইবেন না ; যেহেতু লোকান্তরগামী
 জন্তুগণ স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া
 থাকে । অতএব হে মহানুভাব মহারাজ ! শোক সংবরণ
 করুন । ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যত
 রোদন করে ততই তাহার পরলোকে কষ্ট হইতে থাকে । দেহ

স্মরণ করিলেই মরণ আছে, বরঞ্চ বেঁচে থাকা আশ্চর্য্য বটে ।
জন্মগণ এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কিছু দিন
আমোদ প্রমোদে কাটাইতে পারে সেই তাহাদিগের যথেষ্ট
লাভ । মহারাজ ! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া আপনকার
উচিত নহে । দেখুন, সৎ পুরুষেরা কদাচ শোকের বশীভূত
হয়েন না ; প্রাকৃত লোকেরাই শোকে বিচেতন হইয়া থাকে ।
আপনি অতি গম্ভীরস্বভাব । ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকা-
বেগ সংবরণ করুন । মূঢ়েরাই প্রিয়নাশকে হৃদয়ের শল্যস্বরূপ
বোধ করিয়া থাকে, কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের পক্ষে এই অকিঞ্চিৎ-
কর সংসার কেবল ক্লেশাকর মাত্র । তাঁহারা ইচ্ছানাশ
হইলে শোকের কথা দূরে থাকুক, বরঞ্চ হৃদয়ের শল্যোদ্ধার
হইল এই বিবেচনাই করিয়া থাকেন, যেহেতু এই অসার
সংসারে আসিয়া সার বস্তু ব্রহ্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে
অবকাশ পান ।

আচ্ছা বলুন দেখি, এই আপন দেহ ও জীবন ইহারাই
কি চিরস্থায়ী হইবে ? যখন এই পরম প্রেমাম্পদ আত্মীয়
শরীর ও জীবাত্মারও পরস্পর সংযোগ বিয়োগ লক্ষ্য হইতেছে,
তখন বাহ্য বিষয় পুত্রকলত্রাদির নিমিত্ত শোক করা কেবল
ভ্রান্তি মাত্র ; অতএব হে মহাত্মন ! অন্যান্য প্রাকৃত লোকের
ন্যায় আপনকার শোক মোহের বশীভূত হওয়া কোন প্রকারেই
উচিত নহে ; যদি বায়ভরে উভয়েই বিচলিত হয়, তবে রক্ষ
ও পর্কতের বিশেষ কি ? এই বলিয়া বশিষ্ঠশিষ্য বিরত
হইলেন ।

রাজর্ষি মহর্ষির প্রবোধবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আচ্ছা
আমি মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশবাক্য স্বীকার করিলাম, এই বলিয়া
তাঁহাকে বিদায় করিলেন । কিন্তু তথাপি তাঁহার তাপিত
হৃদয় কিছু মাত্র প্রবোধ মানিল না । বোধ হয় সেই উপ-
দেশবাক্য অজের শোকাকুল হৃদয়ে অবকাশ না পাইয়াই বুঝি

ঋষিশিষ্যের সমভিব্যাহারে আশ্রমে চলিয়া গেল। তৎকালে দশরথ অতি নাবালগ ছিলেন। সেই উপরোধে মহারাজ অজ প্রণয়িনীর প্রতিকৃতিদর্শনাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ চিত্তবিনোদন করিয়া আট বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে যেমন বটরক্ষের মূল প্রাসাদতল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেই রূপে সেই প্রিয়াবিরহজ শোকশঙ্কু অপ্রতিবিধেয় রোগ রূপে পরিণত হইয়া অজের হৃদয় ভেদ করিল কিন্তু অচিরে প্রাণত্যাগ হইলে প্রিয়তমার অনুগমনরূপ এক বৃহৎ ফল লাভ হইবে এই ভাবিয়া তিনি সেই প্রাণসংহারক রোগকেও মহোপকারক মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অজ রাজা বিনয়নত্ৰ তনয়কে সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া সাত্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে স্বয়ং রোগ-জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগবাসনায় অনশনত্ৰত অবলম্বন পূর্বক পরমপবিত্র গঙ্গাসরযুসঙ্গমে অবস্থিতি করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া তাঁহার দেহনাশ হইল। মহারাজ অজ এই রূপে তনুত্যাগ করিয়া সদ্যঃ দিব্য কলেবর ধারণ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিলেন এবং তথায় যাইয়া সেই প্রিয়তমা ইন্দু-মতীকে অম্বররূপে পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন।

নবম সর্গ ।

রাজা দশরথ পিতার পরলোকান্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কুলক্রমাগত উত্তরকোশল রাজ্য বিধিবৎ পালন করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহার সুশাসনপ্রভাবে প্রজাগণ নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল । তদীয় অধিকার মধ্যে রোগ অবকাশ পাইত না ; দম্বা তক্ষরাদির উপদ্রব ছিল না ; শত্রুকৃত পরাভবের কথামাত্রও শুন্য ঘাইত না ; ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিতেন ; এবং অমোপজীবী লোকেরা পরিশ্রমানুরূপ পুরস্কার পাইত । পৃথিবী দিগ্বিজয়ী রঘুকে পতি লাভ করিয়া ষাদৃশ সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, অনন্তর অজ রাজার হস্তগতা হইয়া তাদৃশ সৌভাগ্য অনুভব করিয়াছিলেন, সম্প্রতি অন্যান্যপরাক্রম দশরথের হস্তগামিনী হইয়াও তাঁহার সেই সৌভাগ্যসম্পদের কিছু মাত্র হানি হইল না । মহারাজ দশরথ ধনে কুবেরসম, শাসনে বরুণ-সম, অপক্ষপাতিতায় কৃতান্তসম এবং প্রতাপে সূর্য্যসম ছিলেন । যুগয়া, ছুরোদর, মধুপান প্রভৃতি ব্যসনগণ সেই অভূদৈয়োৎসাহী রাজর্ষির ত্রিসীমায়ও আসিতে পারিত না । তিনি ইন্দ্রের কাছেও রূপণ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না ; পরিহাসপ্রসঙ্গেও মিথ্যা কথা কহিতেন না ; শত্রুকেও কটু বাক্য বলিতেন না ; এবং অকারণে অণুমাত্রও কোপ করিতেন না । তিনি শরণাগত ব্যক্তির পরম মিত্র, উদ্ধত জনের প্রচণ্ড শত্রু ছিলেন ।

রাজাধিরাজ দশরথ একদা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া একাকীই সমস্ত শত্রুমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন । চতুরঙ্গিনী সেনা কেবল তাঁহার জয়ঘোষণা মাত্র করিয়াছিল । তৎকালে বিপক্ষ

ভূপালগণ পরাজিত হইয়া শিরোরত্নকিরণে তদীয় চরণযুগল অনুরঞ্জিত করিল এবং হতভর্তৃকা শত্রুপত্নীরা অনুগ্রহপ্রার্থনায় অমাত্যমুখ দ্বারা তাঁহাকে স্তব স্তুতি করিল। তিনি পরিশেষে কৰুণা প্রকাশ পূর্বক শরণাগত শত্রুগণকে পুনর্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিদশনগরীসম নিজ নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ দশরথ দিগ্বিজয়ব্যাপার পরিসমাপনানন্তর সমাগরা ধরায় একাধিপত্য লাভ করিয়াও কমলাকে চঞ্চলা জানিয়া সর্বদাই জাগরুক থাকিতেন। অনন্তর নৃপবর কোশলাধিপত্নীকোশল্যা, কেকয়বংশজা কৈকেয়ী, এবং মগধরাজপুত্রী সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। রাজা প্রিয়তমাত্রয়ের প্রণয়ভাজন হইয়া যৌবনমুখ চরিতার্থ করিতেন এবং অতি সতর্কতা পূর্বক রাজ-কার্য্যও পর্যালোচনা করিতেন। তিনি মধ্যো মধ্যো দানবযুদ্ধে দেবরাজের সহায়তা করিয়া সুরপুরেও কীর্ত্তিবিস্তার করিয়া-ছিলেন। সেই সেই যাগশীল রাজর্ষির স্বর্ণময় যূপকলাপে তমসা ও সরযু নদীর তীরদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং শত্রুপ্রভাবে দুর্জয় দৈত্যগণ হতপ্রায় হইয়াছিল।

অনন্তর সেই দিক্‌পালসম ভূপালকে নব কুমুম দ্বারা সেবা করিতেই বুঝি বসন্ত ঋতু উপস্থিত হইল। আদৌ কুমুমোদ্ভব, অনন্তর নব পল্লব, পশ্চাৎ ভ্রমরবাঙ্কার, পরিশেষে কোকিলকলরব এই ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত প্রথমতঃ বনভূমিতে আবির্ভূত হইলেন। দিনকর মলয়গিরি পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিলেন; প্রাতঃকালে আর কুজ্বাটিকা বরণ রহিল না; হিমনাশে দিনমুখ বিমল হইয়া উঠিল; মধুকরগণ মকরন্দপানার্থে কমলা-কর সরোবরে ধাবমান হইল; হংসকারওবা দি জলচর পক্ষিগণ পঙ্কজবনে কলরব করিয়া কেলি করিতে আরম্ভ করিল; অশোক তরুর কি পুষ্প, কি নব পল্লব, উভয়ই সাতিশয় শোভমান হইয়া উঠিল; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ রবে অশোক,

চম্পক, কিংশুক, কুঙ্কবক, বকুল প্রভৃতি কুসুমিত রক্ষজাল আকুল করিতে লাগিল ; কাননে প্রজ্বলিত ছত্ৰাশনাকার কর্ণিকার কুসুম প্রস্ফুটিত হইল ; রজনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল ; মধু-গন্ধামোদিত প্রফুল্ল বনরাজিতে কোকিলাগণ মুগ্ধবধূর কথার ন্যায় প্রবিরল ভাবে সুমধুর কুল্লরব করিতে আরম্ভ করিল ; হিম-বিমুক্ত হিমকর বিমল করজালে ধরামণ্ডল ধবলিত করিয়া বিলাসি-গণকে উল্লাসিত করিল ; অলিচুষ্ণিত তিলকপুষ্প অবলোকন করিয়া প্রমদাগণের অঞ্জনাক্ষিত তিলকবিন্দু স্মরণ হইতে লাগিল ; প্রফুল্ল নবমল্লিকা বনভূমির অপূৰ্ব শোভা সম্পাদন করিল ; ভ্রমর-গণ সপবন উপবন হইতে উড়ডান কুসুমরেণুর অনুধাবন করিতে লাগিল ; এবং মুকুলিতা ও পল্লবিভা সহকারলতা মন্দ মন্দ মলয়-পবনে আন্দোলিতা হইয়া অভিনয়পরিচয়ার্থিনী নর্তকীর ন্যায় শোভমান হইল ।

রাজা দশরথ এই সুখময় সময়ে উদ্যানবিহারাদি বসন্তোৎসব অনুভব করিয়া স্বীয় সচিববর্গের নিকট মৃগয়াবিহারাভিলাষ প্রকাশ করিলেন । তাঁহারা চললক্ষ্যভেদ, লক্ষিত মৃগের ইঙ্গিত-জ্ঞান, শ্রমসহিষ্ণুতা, শরীরলঘুতা প্রভৃতি মৃগয়ার বহুবিধ গুণ অবলোকন করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন । রাজা অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বিশাল স্বক্কদেশে রূহৎ কোদণ্ড সংস্থাপন পূর্বক মৃগয়াভিলাষে যাত্রা করিলেন । তদীয় অনুচরবর্গ প্রথমতঃ কুকুরাদি লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং দাবানল ও দম্ম্য-তক্ষরাদি নিরাকরণ পূর্বক বন নিকপদ্রব করিল । পরিশেষে রাজা স্বয়ং মৃগয়াযোগ্য মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রায়ুধসদৃশ শরাসনে গুণারোপণ করিলেন । কাননস্থ কেশরিগণ তদীয় ধনুর্নির্নাদ শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল ।

রাজা ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া অশ্বারোহণপূর্বক অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক মৃগযুথ কুশাকুর ভক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পুরোবর্তী হইল । ঐ যুথের অগ্রে অগ্রে এক কৃষ্ণসার

মৃগ গর্জিত ভাবে চলিতেছে এবং পশ্চাৎদিকে স্তম্ভপায়ী শাবকগণের অনুরোধে মৃগীগণ অগ্গে অগ্গে আসিতেছে । তদর্শনে মহীপতি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া প্রথমতঃ সেই মৃগযুথকে বাণলক্ষ্য করিলেন । মৃগগণ তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্টযুথ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । পলায়মান হরিণগণের সচকিত নয়নপাতে বনভূমি শ্যামায়মান হইল । অনন্তর রাজা সেই মৃগযুথের মধ্যে একটি হরিণকে লক্ষ্য করিলেন । তৎসহচরী হরিণী তাহার গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইল । ভূপাল সদয় হৃদয়ে তাহাদিগের দাম্পত্যানুরাগ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সংহিত বাণ প্রতिसংহার করিলেন । পরে এক হরিণীকে লক্ষ্য করিয়া তদীয় ভয়চকিত নয়নযুগল অবলোকনে স্বীয় প্রিয়তমার নয়নবিলাস স্মরণ হইল ; তজ্জন্য তাহাকেও বাণবিদ্ধ করিতে পারিলেন না । আকৃত তুরঙ্গমের সমীপ হইতে উৎপত্তি মমুরগণকে লক্ষ্য করিবেন কি, তাহাদিগের সচন্দ্রক কলাপজালে স্বকীয় প্রিয়তমার আলুলায়িত মালাবেষ্টিত কেশপাশের সাদৃশ্য দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন ।

অনন্তর ভূপাল প্রহারোদ্যত এক বন্য মহিষের নেত্রে প্রচণ্ড বেগে নিশিত সায়ক নিক্ষেপ করিলেন । সেই শর তদীয় দেহ ভেদ করিয়া ভূতলে পতিত না হইতেই অগ্রে মহিষ পড়িয়া গেল । করাল কেশরিগণ রাজার ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণে ভীত হইয়া লতান্তরালে লুক্কায়িত হইল । রাজা অনুসন্ধান পূর্বক সেই করিবৈরিগণের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া রণাশ্রয়ী গজগণের ঋণবদ্ধ হইতে আপনাকে মুক্ত বোধ করিলেন । কোন স্থানে বরাহগণ ত্রাসার্ভ মনে সপঙ্ক পলবল হইতে গাত্রোথান করিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিল ; রাজা আর্দ্রকর্দমাক্রান্ত তৎপদবীর অনুসরণ করিলেন । কোন স্থানে বন্য শূকর সকল রক্ষ জঘন সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল ; রাজা নিমেষমাত্র তাহাদিগকে আশ্রয়রক্ষের সহিত

বিদ্ব করিলেন : তাহারা আপনাকে বাণবিদ্ব না জানিতে পারিয়া
ক্রোধভরে কেশরকলাপ উন্নমন পূর্বক রাজাকে আক্রমণ করিতে
উদ্যত হইল, কিন্তু তাহাদিগের সেই উদ্যম রথোদ্যম মাত্র হইল ।
কোন স্থানে তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা শত শত গণ্ডারগণের খড়াচ্ছেদ
করিয়া তাহাদিগের বিষণ্ণভারের লাঘব করিতে লাগিলেন ।
কোথাও বা প্রকাণ্ড শাদুল সকল প্রফুল্ল অসনবিটপীর বায়ুভগ্ন
অগ্রশাখার ন্যায় গুহা হইতে রাজার সম্মুখে লক্ষ প্রদান করিতে
লাগিল, রাজা শিক্ষাকৌশলে ক্ষণকালমধ্যে শত শত বাণ নিক্ষেপ
করিয়া তাহাদিগের মুখবিবর শরপূরিত ভূগীরমুখের ন্যায় শোভ-
মান করিলেন । পরিশেষে ভূপাল অশ্বকে পরিতঃ প্রধাবিত করিয়া
চমরমৃগের চামরাকার লাজ্জলমাত্র ছেদ করিয়া সদ্যঃ শান্তি লাভ
করিলেন ।

রাজা দশরথ এই রূপে অহর্নিশি মৃগয়াবিহার করিয়া সমুদায়
কর্তব্য কর্ম বিষয়রূপ পূর্বক তাহাতেই অতিমাত্র অনুরক্ত হইয়া
উঠিলেন । তিনি প্রগাঢ় পর্যটনে ঘর্ম্মাক্ত হইলে সুশীতল বন-
বায়ু সেবনে শ্রান্তিদূর করিতেন ; শয়নকাল উপস্থিত হইলে
যে কোন স্থানে পল্লবময়ী শয্যায় শয়ন করিয়া রজনী যাপন
করিতেন ; এবং প্রভাতকালে পটুপটহবাদ্যানুকারী করিকর্ণতাল
ও বৈতালিকগীতানুকারী বিহঙ্গমকলরব শ্রবণ করিতে করিতে
সুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন ।

একদা ভূপাল প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অশ্বারোহণ-
পূর্বক মৃগের অনুসরণক্রমে মহানদী তমসার উপকূলে উপস্থিত
হইলেন । দৈবগত্যা এক ঋষিকুমার জলাহরণার্থ তমসায়
আসিয়া বেতনলতান্তুরালে কলসে জলপূরণ করিতেছিলেন ।
রাজা কুস্তপূরণোদ্ভব শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করি-
লেন, বুঝি কোন বনগজ সলিলাবগাহন পূর্বক শব্দ করিতেছে ।
অনন্তর ভূপাল “ বনকরী নৃপতির অবধ্য ” এই রাজনীতির
অভিজ্ঞ হইয়াও তাহার প্রতি শব্দানুপাতী এক বাণ নিক্ষেপ

করিলেন । বাণ তৎক্ষণাৎ শব্দানুসারে ঘাইয়া মুনিপুত্রের হৃদয়-
দেশে বিদ্ধ হইল । ঋষিকুমার হা তাত ! হা মাতঃ ! বলিয়া
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন । রাজা সসম্ভ্রম মনে ইতস্ততঃ
অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক তাপসতনয় বেতসবনের
অন্তরালে কুন্তে জলপূরণ করিতেছিলেন, পরিত্যক্ত শর তাঁহার
হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে । দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হই-
লেন । তখন আর কি করেন, আশ্বে ব্যস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া
মুনিতনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! আপনি কে এবং
কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? ঋষিকুমার শরাঘাতে অব-
সন্ন হইয়াও অর্দ্ধোচ্চারিত গদ্যাদ স্বরে কহিলেন, মহারাজ ! ভয়
নাই ; ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণতনয় নহি ;
করণজাতি ; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ।
অনতিদূরে আমাদিগের আশ্রম । তথায় আমার অন্ধক জনক
জননী আছেন । আর বিলম্ব করিবেন না, আমাকে ত্বরায় সেই
স্থানে লইয়া চলুন । রাজা তদীয় প্রার্থনানুসারে শল্যোদ্ধার
না করিয়াই তাঁহাকে অন্ধ জনক জননী সন্নিধানে লইয়া গেলেন
এবং তদীয় পিতাকে কহিলেন, মহাশয় ! আমি সূর্য্যবংশীয়
রাজা দশরথ । মৃগয়ার্থ আপনকার তপোবনে আসিয়াছিলাম ।
বনকরিভ্রমে আপনকার পুত্রের হৃদয় বাণবিদ্ধ করিয়াছি ।
তাঁহার। স্ত্রীপুত্রসে এই আকস্মিকবজ্রপাতসদৃশ বাক্য শ্রবণে শোক-
সাগরে মগ্ন হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । পরে
রাজাকে পুত্রের বক্ষঃস্থল হইতে শল্যোদ্ধার করিতে আদেশ
দিলেন । রাজা তাঁহাদের আদেশক্রমে শল্যোদ্ধার করিবামাত্র
মুনিতনয় মুদ্রিত নয়নে প্রাণত্যাগ করিলেন ।

অন্ধক ঋষি অন্ধের যচ্চিস্বরূপ সেই পুত্র হত হইয়াছে দেখিয়া
শোকানলে নিতান্ত অধীর হইলেন । তিনি নয়নজল করে
গ্রহণ করিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন, “ মহারাজ !
আপনি যেমন আমাকে এই রুদ্ধ দশায় ঘোরতর কষ্ট প্রদান

করিলেন, আপনাকেও যেন চরমাবস্থায় আমার মত পুত্রশোকে
তনুত্যাগ করিতে হয় ।” অনন্তর রাজর্ষি পাদাহত রোষিত বিষ-
ম্বরের ন্যায় রুদ্ধ মহর্ষিকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আপনি
ক্রোধভরে যে শাপ প্রদান করিলেন, ইহাও আমার প্রতি এক-
প্রকার যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইল । আমি অপুত্র ; পুত্রের
মুখপদ্ম সন্দর্শনে যে কি অনির্বচনীয় সুখানুভব হয় তাহা
আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই । সম্প্রতি আপনকার শাপপ্রভাবে
সুতাননসন্দর্শনজন্য সুখানুভব করিতে পারিব । না হইবে কেন,
প্রজ্বলিত হুতাশন কুশিযোগ্য ক্ষেত্রকে দগ্ধ করিলেও তাহার
অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে । মহাশয় !
আমি কুতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করি, দৈবনির্বন্ধ কর্ম ; যাহা হই-
বার হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, এই অকরণ
নির্গুণ ব্যক্তি আপনকার কি করিবে ? তিনি কহিলেন, মহা-
রাজ ! আর কি করিবেন, জ্বলন্ত হুতাশন আহরণ করিয়া দিন ।
আমরা পুত্রের সহিত তনুত্যাগ করিব । রাজা অগত্যা সম্মত
হইয়া অনুচরবর্গ দ্বারা কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া চিতা প্রজ্বলিত
করিয়া দিলেন । তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুত্রের সহিত প্রজ্বলিত
দহনে আত্মদেহ ভস্মসাৎ করিলেন । পরিশেষে রাজা দশরথ
নিজ নিধন হেতু ঋষিশাপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া বন হইতে স্বীয়
নগরে প্রত্যাগমন করিলেন ।

দশম সর্গ ।

রাজা দশরথ রাজ্যশাসন প্রসঙ্গে প্রায় অর্ধুত বৎসর অতিবাহিত করিলেন । তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুই অপ্রতুল ছিল না । কেবল সংসার আশ্রমের সারভূত পুল্ল-মুখাবলোকনমুখে বঞ্চিত ছিলেন । পরে ঋষ্যাশৃঙ্গাদি মহর্ষিগণ সেই সন্তানার্থী নৃপের প্রার্থনানুসারে পুত্রেরি বজ্র আরম্ভ করিলেন ।

ঐ সময়ে দেবগণ ছুদান্ত দশানন কর্তৃক একান্ত উপদ্রুত হইয়াছিলেন । যেমন আতপতাপিত পথিকগণ শ্রান্তি দূর করণার্থ ছায়ার প্রতি ধাবমান হয়, তাঁহারা সেই রূপে ক্ষীরোদ-শায়ী ভগবান্ নারায়ণের শরণার্থে তথায় গমন করিলেন । ত্রিদশগণ তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল । দেবতারা দেখিলেন, ভগবান্ অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ; অনন্তের সহস্রফণমণ্ডলস্থ রত্নকিরণে তদীয় নীল কলেবর উদ্ভাসিত হইতেছে ; কমলা কমলাসনে উপবেশন পূর্ব্বক স্বকীয় উৎসঙ্গদেশে নারায়ণের চরণযুগল রাখিয়া পদসেবা করিতেছেন ; সচেতন শস্ত্রগণ জগৎপতির পাশে জয়ধ্বনি করিতেছে এবং তৎপ্রভাবে খগরাজ নাগরাজের সহিত নৈসর্গিক বৈরিতা পরিহার পূর্ব্বক বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কমলাপতির পরিধান পীতাম্বর, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীর বিলাসদর্পণ-স্বরূপ কোমলভমনি এবং তদীয় আজানুলব্ধিত বাহুচতুষ্টয় দিব্য-ভরণে ভূষিত ; দেখিলে মনে হয় যেন সমুদ্রমধ্যে পুনর্বার পারিজাততক আবির্ভূত হইয়াছে ।

ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ যোগনিদ্রাবসানে দেবরূপে প্রতি
 প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবগণ তদীয় বিশদ দৃষ্টিপাতে
 আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রণতিপুরঃসর স্তব
 করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবন্! আপনিই এই অখিল ব্রহ্মা-
 ণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনারই
 মূর্তিভেদ মাত্র; যেমন জলধরসমুৎপন্ন বারিধারা ভূমিতে পতিত
 হইবার পূর্বে সর্বত্রই মধুর রস, কিন্তু ভূতলে পতিত হইলে
 মৃত্তিকার গুণানুসারে জলেরও লবণ মাধুর্যাদি রসভেদ হইয়া
 থাকে, সেইরূপ আপনি নির্বিকার হইয়াও সত্ত্বাদি গুণত্রয়
 আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা রূপে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণুরূপে
 সৃষ্টি জগৎ পরিপালন করিতেছেন এবং শিবরূপে সংহার
 করিতেছেন; কেবল সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অবস্থানুসারে আপন-
 কার এই অবস্থাভেদ, ফলতঃ আপনি সর্বদা একরূপই আছেন।

কোন ব্যক্তি আপনকার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না,
 কিন্তু আপনি নিখিল জগতের ইয়ত্তা করিয়াছেন; আপনি
 নিস্পৃহ, কিন্তু সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন;
 আপনাকে কেহই জয় করিতে পারে না, কিন্তু আপনি সকলেরই
 বিজেতা; আপনি অতি সূক্ষ্মরূপ হইয়াও এই প্রত্যক্ষ পরি-
 দৃশ্যমান প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ; আপনি সকলের হৃদয়-
 মন্দিরে অবস্থিতি করেন, কিন্তু কদাচ নয়নগোচর নহেন; আপনি
 সর্বজ্ঞ, কিন্তু কোন ব্যক্তি আপনকার স্বরূপ অবধারণ করিতে
 সমর্থ নহেন; এই বিনশ্বর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভবদীয়া মহীয়সী শক্তির
 প্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু আপনি স্বয়ং জন্মমরণাদিবিহীন;
 আপনি সকলকেই নিগ্রহানুগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু ভবদীয়া
 নিগ্রহকর্তা কাহাকেও লক্ষ্য হয় না; আপনি এক হইয়াও
 অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; জন্মজরামরণাদিপরিবর্জিত হই-
 য়াও মীনকূর্যাদিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; নিশ্চেষ্ট হইয়াও
 ভূজয় দানবগণ পরাজয় করিয়াছেন এবং জাগরুক হইয়াও যোগ-

নিজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন ; অতএব কে আপনকার অপার
মহিমার পরিচ্ছেদ করিবে !

যে, যে পথে উপাসনা করে, সকলই আপনকার উপাসনা রূপে
পরিণত হইয়া থাকে ; যেমন নদী সকল যে পথে গমন করুক
না কেন, সকলেই মহাগর্বে পতিত হয়। মুমুক্শুগণ নিষ্কাম হইয়া
অনন্য মনে আপনকার আরাধনা করেন, আপনিও রূপা করিয়া
অশেষক্লেশাকর সংসারবন্ধন হইতে তাহাদিগকে অচিরাৎ নিস্তার
করিয়া থাকেন। আপনকার স্রষ্ট এই পৃথিবী, জল, বায়ু, বহ্নি
প্রভৃতি স্থূল পদার্থ সকল ; যাহা আমরা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া
থাকি ; যখন ইহাদিগেরই ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না ; তখন
যে ইন্দ্রিয়াতীত ভবদীয় স্বরূপ নির্ধারণ করিব ইহা অতি
অসম্ভব। আপনার অপরিমিত মহিমা ও অনন্ত গুণ চিরজীবন
বর্ণন করিলেও নিঃশেষিত হয় না ; রত্নাকরের রত্ন ও দিনকের
কিরণ কে গণিয়া শেষ করিতে পারে। তবে যে লোকে আপ-
নাকে কিয়ৎ ক্ষণ শুভ করিয়া বিরত হয়, সে কেবল শ্রম বা অশক্তি
প্রযুক্ত, নতুবা গুণরাশির অবধি লাভ হইল তজ্জন্য নহে।

দেবতারা এই রূপে নানা প্রকার শুভ করিয়া ভগবান্কে প্রসন্ন
করিলেন। পরে তিনি প্রীত মনে তাহাদিগকে সম্বোধিয়া
কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা দুর্দান্ত রাবণের উপদ্রব-
বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন। তখন ভগবান্ চক্রপাণি
জলধরগভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, সেই দুরাত্মা যে তোমা-
দিগকে অপদস্থ ও উৎপীড়ন করিতেছে, এবং তাহার অত্যাচারে
যে আমার ত্রিভুবন দগ্ধ ও জর্জরিত হইতেছে, তাহার কিছুই
আমার অবিদিত নহে। এ বিষয়ে আমার নিকট দেবরাজের কোন
অভ্যর্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই, বায়ু আপনিই বহ্নির
সাহায্য করিয়া থাকে। দুরাত্মা রাবণ উগ্র তপস্যায় প্রজাপতিকে
প্রীত করিয়া তদীয়বরপ্রসাদে দেবগণের অবধ্য হইয়াছে। আমি
বিধাতার অনুরোধে এত দিন তাহার ঘোরতর অত্যাচার সহ

করিয়াছি । সম্প্রতি সূর্য্যবংশাবতংস রাজা দশরথের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকলেবর ধারণ পূর্ব্বক অচিরাৎ সেই পাপিষ্ঠকে সমরশায়ী করিব । সে, আশুতোষের আরাধনার্থ স্বকীয় শিরঃ-পরম্পরা ছেদন কালে বুঝি আমার চক্রের লভ্যাংশ বলিয়া দশম মস্তকটি অবশিষ্ট রাখিত । যাও, তোমাদিগের আর ভয় নাই । তোমরা অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ যজ্ঞভাগ লাভ করিতে পারিবে । বিমান-চারীদিগের আকাশমার্গে রাবণকে দেখিয়া আর মেঘান্তরালে অন্তর্হিত হইতে হইবে না । তোমরা সুরবন্দীগণের অদূষিত বেণীবন্ধ সকল অতি দ্বরায় মুক্ত করিতে পারিবে । ভগবান্ চক্র-পাণি বচনামৃতবর্ষণে রাবণোপদ্রুত দেবগণকে এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন । দেবকার্য্যোদ্যত ইন্দ্রাদি দেবতারাও তদীয় সাহায্যার্থ বানর রূপে জন্মগ্রহণ করিবার মানসে আপন আপন অংশ প্রেরণ করিলেন ।

এ দিকে রাজা দশরথের পুত্রোন্মিষ্ট যজ্ঞ সমাপন হইল । যজ্ঞ-সমাপনানন্তর এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণপাত্রস্থ পয়শ্চক হস্তে করিয়া অকস্মাৎ হোমায়ি হইতে আবির্ভূত হইলেন । দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল । দিব্য পুরুষ রাজার গুণস্তুতি করিয়া তদীয় হস্তে চক্ৰ সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, এই চক্ৰ ভক্ষণ করিলেই রাজমহিষীগণের গর্ভসঞ্চার হইবে । রাজা দেবদত্ত চক্ৰ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রধানমহিষী কৌশল্যা এবং প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে এক এক অংশ দিলেন । তাঁহারা প্রিয় পতির মনোরথ বুঝিয়া এবং সুমিত্রা তাঁহাদিগের উভয়েরই প্রণয়ভাজন ছিলেন এই বলিয়া, সুমিত্রাকে আপন আপন অংশের অর্দ্ধ ভাগ প্রদান করিলেন । এই রূপে অংশ করিয়া তিন জনেই চক্ৰ ভক্ষণ করিলেন ।

কিয়দিন পরে রাজ্ঞীদিগের গর্ভসঞ্চার হইল । তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুবর্ণ ও গর্ভিত ধান্যান্ত্রের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন । এক নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া

তিন রাজপত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। রাজ্ঞীরা স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেন যেন শঙ্খচক্রগদাপদধারী চতুর্ভূজ ঋক্সাকৃতি দিব্য পুরুষেরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ; গকড় স্বর্ণবর্ণ পক্ষজাল বিস্তার করিয়া অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগকে বহন করিতেছেন ; কোমুভ-ধারিণী কমলা হস্তে কমল ধারণ করিয়া কতই উপাসনা করিতেছেন ; এবং সপ্তর্ষিগণ মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া বেদগান পূর্বক তাঁহাদিগকে শুভ স্তুতি করিতেছেন। রাজা মহিষীগণের নিকট এইরূপ স্বপ্নবর্ণনা শ্রবণ করিয়া জগৎপিতার পিতা হইলেন ভাবিয়া মনে মনে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর সম্পূর্ণ দশম মাসে প্রধান রাজমহিষী কৌশল্যা শুভ লগ্নে শুভ ক্ষণে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কুমারের রূপে স্মৃতিকাগার উজ্জ্বল হইল। নরপতি পুত্রের রমণীয় রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাম নামে বিখ্যাত করিলেন। তদনন্তর মধ্যমা মহিষী টেকেক্যীর ভরত নামে এক পুত্র হইল। পরিশেষে কনিষ্ঠা সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই ষমজ পুত্র প্রসব করিলেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দশাননের কিরীট হইতে রাক্ষসত্রীর অশ্রুবিদ্যুৎস্বরূপ একটি উজ্জ্বলতর রত্ন স্থলিত হইল। সূতানন সন্দর্শন করিয়া রাজার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। স্থানে স্থানে নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে বাদ্যকর সকল বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করিল। তদীয় পুত্রজন্মে অমরগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গ হইতে পুষ্পরুষ্টি করিলেন এবং প্রজাগণ গৃহে গৃহে নানাবিধ মহোৎসব করিতে লাগিল। রাজপুত্রেরা কৃতসংস্কার হইয়া শাণশোধিত মণির ন্যায় সমধিক শোভমান হইলেন। তাঁহারা দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

কুমারেরা স্বভাবতই অতিশয় বিনীতস্বভাব ছিলেন। আবার পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ লাভ করিয়া ততোধিক বিনীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পর বিরোধ করিতেন না। চারি জনেই

সমান সৌভ্রাতৃ ছিল । তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন
ভরতের সবিশেষ প্রণয়ভাজন হইলেন । যেমন বায়ুবহির বা
চন্দ্রসমুদ্রের প্রণয় কদাচ স্থলিত হইবার নহে, তদ্রূপ রামলক্ষ্মণ
ও ভরতশত্রুঘ্নের পরস্পর সদ্ভাবও অস্থলিত হইল । গ্রীষ্মকালাব-
সানে সজল জলধরাবলী লোকলোচনের ষাদৃশ প্রীতিজনক
হয়, তাঁহারাও প্রজাপুঞ্জের সেইরূপ আনন্দজনক হইলেন । রাজা
দশরথ এই রূপে রুদ্ধাবস্থায় অলৌকিক পুত্রচতুষ্টয়ের পিতা হইয়া
পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ।

একাদশ সর্গ।

একদা তপোধন বিশ্বামিত্র তপোবন হইতে আসিয়া যজ্ঞবিষ-
নিবারণার্থ রাজার নিকট রামকে ভিক্ষা চাহিলেন। তৎকালে
রাম অতি অল্পবয়স্ক এবং তিনি রাজার বহু কষ্টের ধন। মহা-
রাজ দশরথ তথাপি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুরোধ অন্যথা করিতে
পারিলেন না। তিনি পুত্রের অদর্শনে আপন কষ্ট কিছু মাত্র
গণনা না করিয়া রামচন্দ্রকে যাইতে আদেশ দিলেন এবং লক্ষ্মণ-
কেও তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। যেহেতু রঘুবংশের
চিরন্তনী প্রথা আছে, তাঁহারা পরের উপকারার্থে প্রাণদান
করিতেও পরাজুখ নহেন।

রাম লক্ষ্মণ যাত্রাকালে হস্তে ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া পিতৃচরণে
প্রণিপাত করিলেন। প্রবাসোদ্যত তনয়দ্বয়ের মুখারবিন্দ অব-
লোকন করিয়া রাজার নয়নে বাষ্পধারা প্রবাহিত হইল। মহর্ষি
কেবল রাম লক্ষ্মণ দুই জনকে তপোবনে লইয়া যাইতে অভিলাষ
করিলেন, তজ্জন্য রাজা তাঁহাদিগের সহিত আর সৈন্য সামন্ত
কিছুই প্রেরণ করিলেন না। পরে রাজপুত্রেরা মাতৃবর্গের চরণে
প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক ঋষির পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।
গমনকালে তাঁহাদিগের বালমূলভ চপল গতি লোকলোচনের
নিরতিশয় আনন্দদায়ক হইল।

পশ্চিমধ্যে মহর্ষি সুকুমার কুমারদ্বয়কে বলা ও অতিবলা নামে
দুই মন্ত্র প্রদান করিলেন। উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে পাঠকর্তা ক্ষুৎ-
পিপাসায় কাতর হয় না। রাম লক্ষ্মণ মুনিদত্ত মন্ত্র প্রভাবে
মাতৃপার্শ্বে অবস্থান ও ঋণিময় কুটিমে সঞ্চরণ করিয়া যাদৃশ

সুখানুভব করিতেন সেই দুর্গম পথেও তদনুরূপ সুখানুভব করিতে লাগিলেন । তাঁহার। মহর্ষির মুখে সুরস ইতিহাস শ্রবণে ব্যাসক্ত ছিলেন ; সুতরাং অধ্বগমনখেদ কিঞ্চিৎমাত্রও জানিতে পারিলেন না । গমনমার্গে সরোবর সকল রসবৎ জলদান দ্বারা, বিহঙ্গম-গণ মনোহর কলরব দ্বারা, বনবায়ু সুগন্ধি পুষ্পরেণু দ্বারা এবং জলদগণ সুশীতল ছায়া দান দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিতে লাগিল । কমলোদ্ভাসিত সলিল দর্শনে বা ফলপুষ্পোপচিত তরুশাখা অবলোকনে যাদৃশ প্রীতিলভ হয়, প্রিয়দর্শন রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া বনস্থ ঋষিগণ ততোধিক পরিতোষ লাভ করিলেন । রাম লক্ষ্মণ এই রূপে ক্রমে ক্রমে মদনের তপোবনে উপনীত হইলেন । তাঁহাদের একেই ত মনোহর রূপ, তাহাতে আবার অপূর্ব শরাসন হস্তে করিয়াছেন, দেখিয়া তত্রত্য তাপস-গণের মনে হইতে লাগিল বুঝি হরকোপাশ্বিন্দধ্ব কন্দর্প পুনর্ব্বার আবিভূত হইলেন ।

অনন্তর তাঁহার। তাড়কাবকদ্ধ বনমার্গে উত্তীর্ণ হইলেন । তথায় বিশ্বামিত্রের মুখে স্নকেতুসুতা তাড়কার শাপব্রতান্ত শ্রবণ করিয়া শরাসনে গুণাধিরোপণ করিলেন । তাড়কা ধনুষ্টকার শ্রবণমাত্রে শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইল । ধাবন-কালে, তাহার কৃষ্ণবর্ণ কলেবরের কর্ণধুগলে শুক্লবর্ণ নরকপাল দোলায়মান দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন এক খানি শ্যাম-বর্ণ নবীন মেঘ প্রচণ্ডবায়ুতরে প্রধাবিত হইতেছে এবং তাহার অধোভাগে ধবলাকার বলাকা উড্ডীন হইতেছে । তাড়কা অতি বিকটাকৃতি রাক্ষসী । তাহার পরিধান প্রেতচীবর এবং জঘনে নরনাড়ীর মেখলা । সে যখন তালপ্রমাণ একটি হস্ত উন্নত করিয়া শ্বশানোপ্ত বাতায় ন্যায় ভীষণ বেগে ধাবমান হইল তৎকালে তদীয় গতিবেগে পার্শ্বস্থ রক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া ভূতল-শায়ী হইতে লাগিল । রাম তদর্শনে স্ত্রীহত্যার ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকর্ণাকৃষ্ট দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা এক স্মৃতিস্ম সায়ক নিষ্ক্ষেপ

করিলেন । রামশর বায়ুবেগে ঘাইয়া তাড়কার বিশাল বক্ষঃস্থল
বিদীর্ণ করিল । নিশাচরী রামের দুঃসহ শাস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে
না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল । তাহার
পতনভরে কেবল কাননভূমি নহে, দুর্দান্ত দশাননের রাজ্যলক্ষ্মীও
কম্পমান হইলেন । পরে রাত্রিঞ্চরী ক্ষতনির্গত দুর্গন্ধ কধির-
ধারায় পরিলিপ্তকলেবর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । রামাস্ত্রপাতে
তাহার হৃদয়ে এক বিস্তীর্ণ বিবর হইয়াছিল, বোধ করি সেই
বিবরই বুঝি সংহারকর্তার রাক্ষসদেহে প্রবেশ করিবার প্রথম
দ্বার হইল ।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত প্রীত
হইয়া তাঁহাকে এক রাক্ষসয় অস্ত্র প্রদান করিলেন । পরে
তাঁহার ঋষির সমভিব্যাহারে পবিত্র বামনাশ্রমে উপস্থিত হইলেন ।
রাম বামনের আশ্রমপদে স্বকীয় পূর্বচরিত অপরিষ্কৃত রূপে স্মরণ
করিয়া ক্ষণ কাল উন্মনাঃপ্রায় হইলেন । পরিশেষে ঋষি আপন
আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । রাম লক্ষ্মণ
দীক্ষিত বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে তদীয় যজ্ঞ রক্ষা করিতে
লাগিলেন ।

একদা ঋত্বিগ্গণ যজ্ঞবেদীতে বন্ধুজীবকুসুমাকার স্থূল রক্ত-
বিন্দু সকল অবলোকন করিয়া নিতান্ত শঙ্কাকুল হইলেন ।
সম্রমে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে যজ্ঞপাত্র স্থলিত হইতে লাগিল ।
রাম তদ্রূপে শরোদ্ধরণার্থ তূণীরে হস্তার্পণ করিয়া উর্দ্ধমুখে
দেখিলেন, গগনমার্গে নিশাচরসেনা পরিভ্রমণ করিতেছে ।
উড্ডীন গৃধ্রগণের পক্ষপবনে তাহাদিগের ধ্বজপতাকা সকল
সঞ্চালিত হইতেছে । রাম অন্যান্য রাক্ষসকে বাণলক্ষ্য না করিয়া
কেবল সেই রাক্ষসী সেনার অধিনায়ক সুবাহু ও তাড়কাপুত্র
মারীচকে লক্ষ্য করিলেন ; না করিবেন কেন, মহোরগবিনাশী
গরুড় কি ক্ষুদ্রতর ডুণ্ডুভের সহিত বৈরিতা করিয়া থাকে ? সর্ব-
শাস্ত্রবিশারদ রামচন্দ্র ধনুকে বায়বাস্ত্র সন্ধান করিয়া পর্বতাকার

মারীচকে পরিণত পত্রের ন্যায় ভূতলে প্রাতিত করিলেন এবং ক্ষুরপ্রান্ত্র দ্বারা সুবাহুর প্রকাণ্ড কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ।

রাম লক্ষ্মণ এই রূপে যজ্ঞবিষয় নিরাকরণ করিলেন । ঋত্বিজগণ তাঁহাদিগের অসামান্য রণবিক্রমের যথেষ্ট অভিনন্দন করিয়া কুলপতি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকর্ম যথাক্রমে সমাধা করিলেন । তৎকালে মহর্ষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন । দীক্ষান্তমানান্তর রাম লক্ষ্মণ চঞ্চল শিখণ্ডকের অঞ্চল দ্বারা ক্ষিতিতল স্পর্শ করিয়া ঋষির চরণে প্রণিপাত করিলেন । তপোধন তাঁহাদিগের গাত্রে কুশাক্ষুরক্ষত পাণিতল স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ বিধান পূর্বক পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ।

ঐ সময়ে মিথিলাধিপতি জনক রাজা যজ্ঞোপলক্ষে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । রাম লক্ষ্মণ ঋষিমুখে জনকের ধনুর্ভঙ্গপণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হরধনু দর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইলেন । মহর্ষি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জনকনগরী যাত্রা করিলেন । তাঁহারা পথিমধ্যে সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া রমণীয় গৌতমাশ্রমে তরুতলে রজনী যাপন করিলেন । পতিশাপে পাষাণময়ী গৌতমপত্নী অহলা মানবরূপী ভগবান্ রামচন্দ্রের পাদরজঃ স্পর্শ করিয়া স্বকীয় কলেবর পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন । পর দিবস তথা হইতে যাত্রা করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন । রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে যথাযোগ্য সৎকার ও রঘুবংশীয় রাজপুত্রদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন । মিথিলাবাসী জনগণ অশ্বিনীকুমারসদৃশ রাজকুমারদ্বয়ের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনকালে চক্ষুর পক্ষপাতকেও বঞ্চিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল ।

অবসরজ্ঞ ঋষি যজ্ঞাবসানে জনকসন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ ! “রাম আপনকার সীতাবিবাহের পণবন্ধ শুনিয়া শরাসন-দর্শনার্থ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন ।” তখন মহানুভাব জনক

সুবিখ্যাতরাজবংশজ রামের সুকুমার কলেবর এবং আপন ধনুর একান্ত কর্কশতা ভাবিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, হায় ! আমি সীতাবিবাহার্থ কেন এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া ছিলাম, নতুবা এই সুপাত্র রাজপুত্রকে কন্যাদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারিতাম । পরে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন ভগবন্ ! যে কৰ্ম্ম রূহৎ মতঙ্গজগণেরও দুষ্কর বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছে, কোমলবপুঃ করিশাবককে সেই কৰ্ম্মে অনুমতি করিতে উৎসাহ করি না । আমার সেই শরাসনে গুণাধিরোপণ করিতে অসমর্থ হইয়া কত শত প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধরেরা জ্যাঘাত-চিহ্নিত স্বকীয় রূহৎ ভুজদণ্ডে ধিক্কার করিতে করিতে অধো-বদনে প্রস্থান করিয়াছেন । তৎশ্রবণে মহর্ষি রাজর্ষিকে কহিলেন, মহারাজ ! রামের বল বিক্রমের কথা শ্রবণ করুন ; অথবা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই, পর্বতভেদে অশনির ন্যায় আপনার শরাসনেই রামের সারবত্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া অচিরে জানিতে পারিবেন । মহারাজ জনক সেই আশু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এবং ত্রিদশগোপপ্রমাণ বহ্নিরও দাহশক্তি আছে এই ভাবিয়া বালক রামে বিপুল পরাক্রম স্বীকার করিলেন ।

অনন্তর মিথিলাধিপতি শত শত পার্শ্বচরদিগকে তৈজস ধনু আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন । তাহারা আজ্ঞামাত্র সেই দুৰ্দ্ধহ শরাসন অতি কষ্টে আনয়ন করিল । রামচন্দ্র প্রসুপ্ত-শেষভুজঙ্গমাকার সেই শিবধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া সুকুমার কুমুদচাপের ন্যায় অবলীলাক্রমে অধিজ্য করিলেন । প্রচণ্ড বেগে পুনর্বার আকর্ষণ করিতেই বজ্রপাতসম শব্দ করিয়া সেই শিবধনু দ্বিখণ্ড হইয়া গেল । তদদর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোক অতীব বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া ভুরি ভুরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল ।

মহারাজ জনক রামের অলৌকিক পরাক্রম অবলোকনে অতিমাত্র আত্মাদিত হইলেন এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সন্নি-

ধানে অগ্নিসাক্ষী করিয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপা সীতা রামের সহ-
ধর্ম্মিণী হইলেন বলিয়া বাগ্‌দান করিলেন। পরে কোশলাধি-
পতি দশরথের নিকট স্বীয় পুরোহিতকে দূত প্রেরণ করিলেন।
তাহাকে কহিয়া দিলেন “আপনি মদীয়বাক্যানুসারে সেই রাজ-
র্ষিকে বলিবেন, আমার সীতার সহিত তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র
রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়া অম্বদীয় নিমিবংশ পবিত্র করিতে
হইবে।”

পুণ্যবান্ মনুষ্যদিগের সকলই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটয়া উঠে।
রাজা দশরথ আপন পুত্র ও আভিজাত্যের অনুরূপ বধু অন্বে-
ষণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও যাইয়া তাহার
অনুকূল বাক্য বলিলেন। তৎশ্রবণে রাজার আর আনন্দের
পরিসীমা রহিল না। তিনি সেই দ্বিজাতির নিকট আদ্যোপান্ত
সমস্ত রত্নান্ত অবগত হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে
যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিলেন এবং তদগ্লেই সৈন্য
সামন্ত লইয়া মিথিলা নগরে যাত্রা করিলেন। কোশলাধিপতি
কতিপয় দিবসের মধ্যে মিথিলাধিপতির নগরীতে উত্তীর্ণ হইলেন।
পরে সেই দিকুপতিসম ভূপতিদ্বয় মিলিত হইয়া পরম কোতুকে
পুত্রকন্যার উদ্ধাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন।

রাজা জনকের দুই কন্যা, সীতা ও উর্ম্মিলা। তদীয় ভ্রাতা
কুশধ্বজের দুই তনয়া, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি। মহারাজ দশ-
রথেরও চারি পুত্র; রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন। তাহারা
চারি জনে চারি কন্যা বিবাহ করিলেন। রাম সীতার, লক্ষ্মণ
উর্ম্মিলার, ভরত মাণ্ডবীর, এবং শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্ত্তির পাণিগ্রহণ
করিলেন। চারি কুমারের সহিত চারি কুমারীর বিবাহবিধি
সাতিশয় রমণীয়তর হইয়া উঠিল। কি রূপে, কি গুণে, কি কুলে,
কি শীলে, সর্ব্বাংশেই কন্যাচতুষ্টয় বরচতুষ্টয়ের উপযুক্ত পাত্রী
হইলেন।

রাজাধিরাজ দশরথ এই রূপে পুত্রদিগের উদ্ধাহকৃত্য সমাপন

করিয়া বরবধুসহিত স্বীয় নগরীতে যাত্রা করিলেন । মিথিলাধিপতি দিনত্রয় পর্য্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়া প্রতি-নিরন্ত হইলেন । পশ্চিমধ্যে এক প্রতীপগামিনী বলবতী বাতাবলী উঠিয়া দশরথের সেনাগণকে আকুলিত করিল । সমীরণভরে ধ্বজদণ্ড সকল সাতিশয় কম্পমান হইতে লাগিল ; গগনে ধূলিরাশি উড়ীন হইয়া দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ; পক্ষিগণ কোলাহল করিয়া উঠিল ; এবং শিবা সকল ভৈরব রবে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর ভীষণপরিবেশপরিবেষ্টিত সৌরিমণ্ডল পুনর্বার লক্ষ্য হইতে লাগিল । রাজা দশরথ সেই প্রতীপ পবনাদি ছুনির্মিত দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া অশুভ নিবারণার্থ কুলগুরু বশিষ্ঠকে নিবেদন করিলেন । পরিণামদর্শী মহর্ষি পরিণামে মঙ্গল হইবে বলিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন । অবিলম্বেই সেই রজোরশিমধ্যে এক তেজোরশি আবির্ভূত হইয়া সেনাগণের সম্মুখীন হইল । কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই তেজঃপুঞ্জ পুরুষাকারে প্রতীয়মান হইতে লাগিল । যে পুরুষ গলে টেপতুক চিহ্ন যজ্ঞোপবীত এবং হস্তে মাতৃচিহ্ন ভীষণ শরাসন ধারণ করিয়া চন্দ্রসহিত সূর্য্যমণ্ডল বা সর্পবেষ্টিত চন্দন তরুর ন্যায় শোভমান হইয়াছেন । যিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া যেন তাহার সঙ্খ্যা রাখিবার নিমিত্ত দক্ষিণ দ্রবণে অক্ষমালা সংস্থাপন করিয়াছেন । যিনি রোষপরিনিষ্ঠুর পিতার আজ্ঞাপালনার্থে মাতৃহত্যার শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি অকারণ রূপে বেপমান জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছেন ; যিনি পিতৃবধজনিত কোপে রাজবংশের নিধনকার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছেন । রাজা দশরথ সেই মহাবীর পরশুরামকে দেখিয়া এবং পুত্রগণের বাল্যাবস্থা ও আপনার প্রাচীনাবস্থা ভাবিয়া অতিমাত্র বিষন্ন হইলেন । তিনি সম্রমে অর্দ্ধোচ্চারিত পদে অর্ঘ্য অর্ঘ্য বলিয়া উঠিলেন । পরশুরাম তাঁহার দিকে দৃকপাতও না করিয়া রামের প্রতি রোষকষায়িত ভীষণ দৃষ্টি পাতিত করিলেন । তাঁহার

নয়নমধ্যে ঘোরতর তারকাদ্বয় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল । মহাবীর ভার্গব দৃঢ় মুষ্টি নিবন্ধন পূর্বক বাম হস্তে ভয়ঙ্কর শরাসন ও দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ বাণ লইয়া সমরাভিলাষে রাঘবকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়জাতি আমার পরম শত্রু, যে হেতু ঐ জাতি আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে । আমি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্রোধসংবরণ করিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমার বিক্রমবার্ত্তা শ্রবণে দণ্ডঘটিত প্রসুপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় পুনর্ব্বার রোষিত হইয়াছি । তুমি মিথিলাধিপতির দুরানম ধনু ভঙ্গ করিয়া এক কালে আমার বলবিক্রমের প্রাধান্য লোপ করিয়াছ । আর ইতিপূর্বে রামনাম উচ্চারণ করিলে কেবল আমাকেই বুঝাইত, সম্প্রতি তুমি আমার নামেরও অংশভাগী হইয়াছ । আমার এই অস্ত্র পর্ব্বত ভেদ করিতেও কুণ্ঠিত নহে । আমি এই অস্ত্র দ্বারা ক্রোধাদি বিদীর্ণ করিয়া ভগবান্ মহাদেবের নিকট শাস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে যাইতাম । এই অস্ত্রের প্রভাবে আমি পৃথিবীতে আর কাহাকেও প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করি না । কেবল তুমি এবং কার্ত্তবীৰ্য্য এই দুই জন মাত্র আমার শত্রু আছ । তোমরা দুই জনেই আমারই নিকট তুল্য-পরাধী । কার্ত্তবীৰ্য্য আমার আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসাপ-হরণ করিয়াছিল । তুমি আমার ত্রিভুবনবিখ্যাত কীর্ত্তি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ । অতএব তোমাদিগকে বিনাশ না করিলে আমার জগদ্বিখ্যাত ক্ষত্রিয়হত্যা কীর্ত্তির কলঙ্ক রহিবে । যে হেতু অগ্নি যে তৃণরাশি দগ্ধ করে সে বড় কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু যেমন তৃণে সেইরূপ মহার্ণবেও প্রজ্জ্বলিত হয় ইহাই অতিশয় আশ্চর্য্য । আর তুমি যে জীর্ণ শঙ্করশরাসন ভগ্ন করিয়াছ, ইহাও বড় অদ্ভুত কৰ্ম্ম নহে । ভগবান্ নারায়ণ সেই শরাসনের সারাকর্ষণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাহাতে ক্লতকার্য্য হইয়াছে । নদীবেগে মূল উৎখাত হইলে বায়ু অনায়াসেই তটিনীতটস্থ তরুগণকে ভগ্ন করিতে পারে । তুমি বালক ;

আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না । তুমি আমার এই শরাসনে গুণরোপণ করিয়া শরসংবলিত আকর্ষণ কর । যদি কৃতকার্য হইতে পার তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব । অথবা আমার এই সুতীক্ষ্ণ পরশুধারা অবলোকন করিয়া যদি ভয় পাইয়া থাক, কৃতাজ্জলিপুটে অভয়ভিক্ষা কর, দিতে প্রস্তুত আছি ।

ভীষণাক্রুতি ভার্গব এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন । রাম কিছুই প্রত্যুত্তর না করিয়া হাস্যবদনে তদীয় শরাসন গ্রহণ করিলেন । কিন্তু সেই ধনুঃগ্রহণই ভার্গবগর্বেের সমর্থ উত্তর প্রদান করা হইল । রাম স্বভাবতই অতিশয় প্রিয়দর্শন, আবার জন্মান্তরীণ দিব্য ধনু হস্তে করিয়া ততোধিক রমণীয় হইলেন । যেমন নিমগ্নসুন্দর জলধর ইন্দ্রচাপে লাঞ্চিত হইলে অধিকতর শোভমান হয়, বিচিত্রধনুর্ধারী শ্যামকলেবর রামচন্দ্রকেও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল । অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাঘব অবনীতলে কোটি সংস্থাপন পূর্বক অবলীলাক্রমে ভার্গবশরাসনে গুণারোপণ করিলেন । তদর্শনে পরশুরাম নিতান্ত বিমগ্ন ও একান্ত বিবর্ণ হইলেন । রামের তেজ বাড়িতে লাগিল, ভার্গব নিস্তেজ হইতে লাগিলেন, তৎকালে রামকে উদয়মান শশধরের ন্যায় এবং ভার্গবকে অস্তাচলাবলম্বী দিনকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । কুমারবিক্রম রাজকুমার ভার্গবকে হতবীর্য্য দেখিয়া এবং আপন সংহিত অস্ত্রকে অমোঘ জানিয়া ককণাপুরঃসর কহিলেন, আপনি আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে নির্দয় রূপে প্রহার করিতে চাহি না, অতএব বলুন এই সংহিত শর দ্বারা আপনকার গতি কিংবা যাগফলস্বরূপ স্বর্গমার্গ অবরোধ করিব । আমার এই বাণ ব্যর্থ হইবার নহে ।

তখন মহর্ষি ভার্গব কহিলেন, আমি আপনাকে স্বরূপতঃ জানি না এমত নহে । আপনি স্বয়ং নারায়ণ, রামরূপে মানুষ-কলেবর ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । কিন্তু আমি পৃথিবীস্থ ভগবানের বিক্রম দর্শনার্থ আপনাকে রোষান্বিত করি-

যাছি। আমি কত শত পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়গণকে ভক্ষ্যসাং করি-
 যাছি এবং নিজ বাহুবলে সমাগরা বন্ধুরা জয় করিয়া সৎপাত্র
 সমর্পণ করিয়াছি। আপনি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর। আপনকার
 নিকট আমার পরাজয়ও শ্লাঘ্যতর। অতএব হে মতিমন্ ! আমি
 কৃতজ্ঞলিপুটে ভিক্ষা করি, আমার গতিরোধ করিবেন না।
 গমনশক্তি অব্যাহত থাকিলে পুণ্যতীর্থে গমনাগমন করিয়া কত
 পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব। আমার ভোগতৃষ্ণার লেশমাত্রও
 নাই, অতএব স্বর্গমার্গ অবরুদ্ধ করিলে আমার কিছুমাত্র কষ্ট
 বোধ হইবে না। রাম তথাস্তু বলিয়া পূর্বাভিমুখে বাণ নিক্ষেপ
 করিলেন। পরিত্যক্ত শর ভার্গবের ত্রিদিবমার্গ অবরোধ করিল।
 তখন বিনয়নম্র রামচন্দ্র আশ্বে ব্যশ্বে হস্ত হইতে ধনুক ফেলিয়া
 “ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন” বলিয়া ঋষির চরণে ধরিলেন।
 ঋষিবর কহিলেন আমি আপনা হইতেই মাতৃক রজোগুণ পরি-
 ত্যাগ পূর্বক টেপতৃক সত্বগুণ অবলম্বন করিলাম। অতএব আপনি
 যে নিগ্রহ করিয়াছেন ইহাও আমার পক্ষে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা
 হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি আমি চলিলাম। তোমার
 মঙ্গল হউক। দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহর্ষি জামদগ্ন্য এই
 বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ আহ্লাদে
 পুলকিত হইয়া ভার্গববিজেতা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং
 স্নেহরসপরবশ হইয়া তাঁহাকে পুনর্জাত মনে করিতে লাগিলেন ;
 পরে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে কতিপয়
 দিবসের মধ্যে স্বীয় নগরী অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইলেন।

দ্বাদশ সর্গ ।

রাজা দশরথ এই রূপে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিয়া চরমা-
বস্থায় পদার্পণ করিলেন । তিনি প্রভাতকালের নির্ঝাঁগোন্মুখ
দীপশিখার ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । তাঁহার
কেশ পলিত, দন্ত স্থলিত এবং মাংস লোলিত হইয়া উঠিল ।
মহারাজ দশরথ নিজ বার্কিকোর উত্তেজনাক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে
ষৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন । প্রজাগণ গুণ-
ময় রামের অভিষেকবার্তা শ্রবণে বাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল
এবং অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইল ।

এ দিকে ক্রুরনিষ্ঠয়া টেকৈয়ী কুজার কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া
রাজার নিকট অঙ্গীকৃত দুই বর চাহিলেন । রাজমহিষী এক বরে
রামের চতুর্দশ বৎসর নির্বাসন, অপর বরে স্বীয় পুত্র ভারতের
রাজ্যভিষেচন প্রার্থনা করিলেন । রাজা না অঙ্গীকারের অন্যথা
করিতে পারেন, না প্রাণাধিক পুত্রকে বনে পাঠাইতে পারেন,
বিষম সঙ্কটে পড়িলেন । তিনি সজল নয়নে বিনয় বচনে টেকৈ-
য়ীকে অনেক অনুনয় করিলেন । কিন্তু অকারণে টেকৈয়ী কিছুতেই
প্রবোধ মানিলেন না । পরিশেষে সত্যবাদী ভূপালকে অগত্যা
সম্মত হইতে হইল । রাম বরং রাজা হইবেন শুনিয়া পিতার
রাজ্যপরিভ্যাগশঙ্কায় দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বনে যাইবেন
শুনিয়া কিছুমাত্র বিষন্ন বা অপ্রসন্ন হইলেন না, প্রভাত পিত্রাজ্ঞা-
প্রতিপালনরূপ মহৎ ফল লাভের প্রত্যাশায় হর্ষিত হইলেন ।
মাস্তুলিক ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার ষাদৃশ মুখরাগ ছিল,
অধুনা বরকলধারণেও তাহা একরূপ দেখিয়া সকলে বিস্ময়াগ্ন

হইল । রাজকুমার পিতার সত্যলোপভয়ে এই রূপে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন । তিনি মরণসময়ে অন্ধ ঋষির শাপ শ্রবণ করিয়া তন্মোচনে আপনাকে পবিত্র বোধ করিলেন । রাম লক্ষ্মণ বনে গমন করিলেন, রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতামহগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ; তদর্শনে রক্তাশ্রুধী বিপক্ষগণ অবসর বুঝিয়া কোশল রাজ্য আত্মসাৎ করিতে লোলুপ হইল । অনাথ অমাত্যবর্গ শোকা-বেগ সংবরণ পূর্বক মাতামহগৃহ হইতে ভরতকে আনয়ন করিলেন । ভরত গৃহে আসিয়া পিতার তথাবিধ মরণ ও রামের বনবাসস্বত্তান্ত প্রবণ করিলেন । শুনিয়া কেবল জননীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এমত নহে, রাজ্যলক্ষ্মী স্বীকার করিতেও অসম্মত হইলেন । তিনি অবিলম্বে টেনন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে রোদন করিতে করিতে রামাশ্রমণে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন । পরে ক্রমে ক্রমে নানা বন অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটের নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন । তথায় রামের সহিত সাক্ষাৎ হইল । ভরত রামের নিকট পিতার মরণসংবাদ পরিচয় দিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন ও রাজ্যগ্রহণ ভিক্ষা করিলেন । কিন্তু তিনি রামকে স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞাপালনব্রত হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না । পরিশেষে অগত্যা রামের পাছুকা রাজ্যের অধিদেবতা করিয়া প্রজা পালন করিবেন এই মানসে তদীয় পাছুকাধর প্রার্থনা করিলেন । পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত ভ্রাতার আদেশক্রমে পাছুকা লইয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু তিনি রামশূন্য অশোধ্যায় পুনরায় প্রবেশ না করিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিলেন । তথায় অবস্থান করিয়া নিষ্কিণ্ড ধনের ন্যায় রামের রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন । রাজ্যভূষণপরাধু ভরতের এই কার্য্যটী তদীয় জননী টেককেয়ীর মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইল ।

চিত্রকূট অযোধ্যার নিকটবর্তী স্থান । তথায় ভরতের পুনরাগমনের সম্ভাবনা । এই ভাবিয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । তিনি গমনমার্গে আতিথেয় ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে অবস্থান পূর্বক ক্রমে ক্রমে দক্ষিণাংশে গমন করিতে লাগিলেন । অত্রিপত্নী অনশ্রুয়া সীতার গাত্রে একরূপ পবিত্র অঙ্গরাগ প্রদান করিয়াছিলেন । সীতা সেই অঙ্গরাগের পুণ্য গন্ধে বনভূমি আগোদিত করিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । পথিমধ্যে বিরোধ-নামক এক দুর্দান্ত নিশাচর রামের মার্গাবরোধ করিয়া অকস্মাৎ সীতাকে অপহরণ করিল । রাম শরবর্ষণে তাহাকে তদগ্রে ষমসদনে প্রেরণ করিলেন । বিরোধের রূহৎ কলেবর পুতিগন্ধে বনস্থলী দূষিত করিবে এই ভাবিয়া তাহাকে ভূগর্ভে নিখাত করিলেন । তদনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগস্ত্যের শাসন ক্রমে পঞ্চবটীর মহারণ্যে অবস্থিতি করিলেন ।

একদা রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূৰ্পণখা মদনবাণে অর্জুরিতা হইয়া চন্দনরুক্ষাভিলাষিনী আতপতাপিনী বিষধরীর ন্যায় রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইল । সে লজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক সীতার সম্মুখেই রামকে প্রার্থনা করিল । রাম কহিলেন ভদ্রে ! আমার পত্নী আছে অতএব আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ভজনা কর । অনতিদূরেই লক্ষ্মণের কুটীর । সে শ্রবণমাত্র তথায় গমন করিয়া আপন অভ্যর্থনা জানাইল, কিন্তু শূৰ্পণখা পূর্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রার্থনা করিয়াছে বলিয়া লক্ষ্মণও তদীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন । তখন সে ভয়াশ হইয়া পুনর্বার রামের নিকট আগমন করিল । তদর্শনে সীতা ঈষৎ হাস্যমুখী হইলেন । মায়াবিনী রাবণভগিনী সীতার সহাস্য আস্য অবলোকন করিয়া কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । সে তাঁহাকে তর্জনা করিয়া কহিতে লাগিল, অচিরাৎ এই উপহাসের কল প্রাপ্ত হইবি,

দেখ আমি কে, মৃগী হইয়া ব্যাঘ্রীকে পরিভব করিতেছি? এই কথা বলিতে বলিতে সে সৌম্যাকার পরিহার পূর্বক শূর্ণ-
গথা নামের অনুরূপ প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিল। তাহার
নখগুলি শূর্ণের ন্যায় এবং অঙ্গুলি সপর্ব বেণুযষ্টির ন্যায়
হইল। তদীয় বিকটাকৃতি দর্শনে সীতা ভীতা হইয়া নিজ
ভর্তার ক্রোড়দেশে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ সেই মঞ্জুভাষিণী
কামিনীকে প্রথমে পরমসুন্দরী রমণী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন,
অধুনা তাহার ভৈরব রব শুনিয়া ছদ্মবেশিনী ভাবিলেন এবং
তৎক্ষণাৎ পর্ণশালায় প্রবেশপূর্বক সুতীক্ষ্ণ গজা আকর্ষণ করিয়া
তাহার কর্ণ নাসা ছেদন করিয়া দিলেন। সে স্বভাবতই অতি
কদাকার, কর্ণনাসাচ্ছেদনে ততোধিক বিকৃতাস্ত্রী হইয়া উঠিল।

অনন্তর শূর্ণগথা গগনমার্গে উঠিয়া সেই বক্রনখধারিণী বংশ-
যষ্টিসদৃশী অঙ্গুলি অঙ্কুশাকার করিয়া রামলক্ষ্মণকে তর্জনা করিতে
করিতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল এবং খরদূষণাদি রাক্ষসগণকে
আপন রক্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা নিশাচরজাতির নব
পরিভব সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ রামকে আক্রমণ করিতে
চলিল। বিকৃতাস্ত্রী শূর্ণগথা তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে ধাবমান
হইল। বোধ করি সেই অশুভ দর্শনই রামাক্রমণোদ্যত রাক্ষস-
দিগের অমঙ্গলের নিদানভূত হইল। রাক্ষসী সেনা অস্ত্র শস্ত্র
উদ্যত করিয়া অতি দর্পে আগমন করিতেছে; তদর্শনে রাম
সীতাকে লক্ষ্মণহস্তে সমর্পণপূর্বক স্বয়ং ধনুর্বাণ গ্রহণ করিলেন।
পরে রাম রাক্ষসে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম একাকী,
রাক্ষস সহস্র সহস্র। কিন্তু রণস্থলে বোধ হইতে লাগিল যেন
এক রাম শত সহস্র হইয়া প্রত্যেক নিশাচরের সহিত যুদ্ধ
করিতেছেন। ক্রমশঃ পরিত্যক্ত তদীয় শস্ত্রকলাপ যেন এককালেই
চাপ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাম আত্মদূষণের ন্যায়
দূষণকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে এবং খর ও ত্রিশি-
রাকে বাণবর্ষণ দ্বারা আক্রমণ করিলেন। রামশর তাহাদিগের

দেহ ভেদ করিয়া জীবন যাত্রা পান করিল, পতঙ্গিগণ কধির পান করিল। সেই মহতী রাক্ষসী সেনা বাণবর্ষী রামের সহিত ক্ষণ কাল যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রমে গৃধ্রচ্ছায়ারূত সমরক্ষেত্রে দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইল। তৎকালে রণস্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল কতকগুলি কবন্ধ কলেবর নৃত্য করিতেছে এইমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল। যত রাক্ষস রণ করিতে আসিয়াছিল কেহই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রাবণের নিকট এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিতে কেবল শূর্ণগথা অবশিষ্ট রহিল।

এই রূপে সংগ্রাম সমাপন হইলে শূর্ণগথা লঙ্কায় ঘাইয়া দশাননসন্নিধানে সমস্ত যত্নান্ত পরিচয় দিল। রাবণ, ভগিনীর নিগ্রহ ও আত্মীয়বর্গের নিধনবার্তা শ্রবণে আপনাকে এরূপ অপমানিত বোধ করিলেন যেন রাম তাঁহার দশ যন্তকে পদাৰ্পণ করিয়াছেন। পরে দুর্ভিত দশানন যুগরূপী মারীচ রাক্ষস দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে বধুনা করিয়া সীতাহরণ করিল। পক্ষীন্দ্র জটায়ুঃ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্ষণকালমাত্র সীতাহরণের বিষয় সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পরে রাম লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন পক্ষীন্দ্র জটায়ুঃ হ্রিষপক্ষ মৃতপ্রায় ভূতলে পতিত আছেন। খগরাজ জটায়ুঃ “রাবণ সীতাহরণ করিয়াছে” এই কথা বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তদর্শনে রাম লক্ষ্মণের মনে পিতৃশোক পুনর্ব্বার নবীভূত হইল। তাঁহারা পিতৃসখা জটায়ুর পিতৃবৎ অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সীতাক্ষোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহর্নিশি বনে বনে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা কবন্ধনামক এক শাপভ্রষ্ট রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। শাপোন্মুক্ত কবন্ধ রামকে কপীন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কপি-রাজ বালি সুগ্রীবের পত্নী হরণ করিয়াছিল, রাবণ রামের সীতা

হরণ করিয়াছিল, উভয়েই সমছুঃখী; সুতরাং তাঁহাদের পর-
স্পর সাতিশয় সন্তোষ হইয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত রাম
মিত্রের উপকারার্থে দুর্জয় বালিকে বধ করিয়া চিরকাজিফত
তদীয় পদে কপীন্দ্র সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে কপিগণ ইতস্ততঃ সীতার
অন্বেষণ করিতে লাগিল। একদা পবননন্দন জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সম্পাতির মুখে জনকনন্দিনীর সংবাদ পাইয়া লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক
মহাসাগর উত্তীর্ণ হইল। হনুমান্ অন্বেষণ করিতে করিতে লঙ্কা-
নগরে বিষলতাবেষ্টিত মহৌষধির ন্যায় রাক্ষসীরূতা সীতাকে
দেখিতে পাইল। পরে জানকীকে রামের অভিজ্ঞান অদুরীয়
প্রদান করিল। সীতা তল্লাভে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া
আনন্দাশ্রুমোচন পূর্বক হনুমানের হস্তে আপন অভিজ্ঞান রত্ন
সমর্পণ করিলেন। পবনতনয় প্রিয় সন্দেশ দ্বারা সীতাকে নিরুত
করিয়া অক্ষনামক রাবণপুত্রকে বিনাশ করিল এবং স্বেচ্ছাক্রমে
ক্ষণ কাল ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন সহ্য করিয়া লঙ্কাপুরী দক্ষ
করিল। পরিশেষে বিস্তীর্ণ মহার্ণব পুনর্বার উত্তীর্ণ হইয়া সীতার
মূর্তিমান্ হৃদয় স্বরূপ সেই প্রত্যভিজ্ঞান রত্ন রামহস্তে সমর্পণ
করিল। মহানুভাব রামচন্দ্র মণি লইয়া প্রথমতঃ হৃদয়ে সংস্থাপন
পূর্বক অন্ধনিমীলিত নয়নে প্রিয়তমার আলিঙ্গনমুখ অনু-
ভব করিতে লাগিলেন। পরে মহাবীর মাকতির প্রমুখাৎ প্রিয়-
গৃহিণীর সমস্ত রক্তাস্ত্র শ্রবণ করিয়া লঙ্কার মহার্ণববেষ্টিত সামান্য
পরিখাবেষ্টিতের ন্যায় তুচ্ছ বোধ করিলেন।

রাম অবিলম্বে বানরসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া অরিবধার্থ যাত্রা
করিলেন। বানরগণ কেবল ভুতল নহে নভস্তলও আচ্ছন্ন করিয়া
চলিল। রঘুবীর মহার্ণবের উপকূলে উপস্থিত হইয়া শিবির
সন্নিবেশ করিলেন। একদা রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ শিবির-
রস্থ রামের নিকট আগমন করিল। সূচতুর রামচন্দ্র বিভীষণকে
রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া হস্তগত

করিলেন । অনন্তর বানরসেনা দ্বারা লবণমহার্গবে শেষভুজঙ্গমা-
কার এক প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিলেন । রাম সেই সেতুপথে
লবণসমুদ্র পার হইয়া কপিসেনা দ্বারা মহানগরী লঙ্কা অবরোধ
করিলেন । প্লবঙ্গমগণ পিঙ্গলবর্ণ । অবরোধকালে বোধ হইতে
লাগিল যেন লঙ্কাপুরী দ্বিতীয় সুবর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত হইয়াছে ।

অনন্তর বানর নিশাচরে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ।
রাম রাবণের জয়শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল । কপি-
গণ রক্ষাঘাতে রাক্ষসদিগের পরিঘাস্ত্র ভগ্ন করিল ; শিলাবর্ষণে
মুদ্রার সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল ; ঠেলনিষ্ক্ষেপে মতঙ্গজগণ আহত
করিল এবং শস্ত্রঘাতাধিক নখাঘাতে রাক্ষসদিগকে ক্ষতবিক্ষত
করিতে লাগিল । একদা সীতা, রামের ছিন্ন মস্তক দর্শনে সাতি-
শয় শঙ্কিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন । ত্রিজটা-
নাম্নী নিশাচরী “এ মায়া ” এই বলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল ।
কিন্তু জনকছুহিতা পূর্বে ভর্তৃমরণ নিশ্চয় করিয়াও জীবিত ছিলেন
বলিয়া মনে মনে নিতান্ত লজ্জিতা হইলেন । এক দিবস রাম
লক্ষ্মণ মেঘনাদের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া গকড়কে স্মরণ করিলেন ।
সর্পবৈরী গকড় স্মরণমাত্র উপস্থিত হইলেন । খগরাজের আগ-
মনে নাগপাশ তৎক্ষণাৎ শিথিল হইয়া গেল সুতরাং তাঁহা-
দিগের সেই বন্ধনক্লেশ স্বপ্নরত্নের ন্যায় ক্ষণকালমাত্র কষ্টদায়ক
হইল । একদা দশানন শক্তিশেল দ্বারা লক্ষ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থল
বিদীর্ণ করিলেন । ভ্রাতৃবৎসল রাম স্বয়ং অনাহত হইয়াও
শোকে আহতপ্রায় হইলেন । পরে লক্ষ্মণ পবননন্দন কর্তৃক
সমানীত মহৌষধি আত্মাণ করিয়া প্রহারব্যথা পরিহার পূর্বক
পুনর্বার ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি
শরবর্ষণে মেঘনাদের সিংহনাদ ও ইন্দ্রায়ুধসদৃশ ধনু কিছুই অব-
শিষ্ট রাখিলেন না । এক দিন কপীন্দ্র সুগ্রীব কুন্তকর্ণের কণ
নাসা ছেদন করিয়া তদীয় ভগিনী শূর্ণগথার তুল্যাবস্থ করিলেন ।
পরে পর্বতাকার কুন্তকর্ণ প্রচণ্ড বেগে রাঘবের প্রতি ধাবমান

হইল । রাম তাহাকে সমরশায়ী করিলেন । কুন্তকর্ণ নিদ্রাপ্রিয়, রাবণ অকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন, বোধ করি সেই জন্যই রামশর তাহাকে দীর্ঘনিদ্রায় অভিভূত করিল । পরে বানরযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিশাচর প্রাণত্যাগ করিল । তাহা-
দিগের গাত্রক্ষরিত কধিরধারায় সমরভূমি প্রবাহিত হইতে লাগিল ।

পরিশেষে মহাবীর রাবণ “ অদ্য এই জগৎ রামশূন্য বা রাবণশূন্য হইবে ” এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্বার যুদ্ধযাত্রা করিলেন । ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র রাবণকে রথী রামকে পদাতি দেখিয়া রামের আরোহণার্থে স্বকীয় দিব্য রথ প্রেরণ করিলেন । রঘুবীর, দেবরাজসারথি মাতলির হস্তাবলম্বন পূর্বক সেই জৈত্র রথে আরোহণ করিয়া নিশাচরশরের ছুর্ভেদ্য ইন্দ্রদত্ত কবচ পরিধান করিলেন । তাঁহার পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অতি গস্তীর ভাবে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পরে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল । রাবণ একাকী হইয়াও হস্ত, মস্তক ও চরণের বাহুল্য প্রযুক্ত রণস্থলে অনেক বলিয়া প্রতীত-
মান হইতে লাগিলেন । রাম, লোকপালবিজেতা মহাবল পরাক্রান্ত দশাননের পরাক্রম দর্শনে মনে মনে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন । পরে লঙ্কেশ্বর ক্রোধভরে রাঘবের দক্ষিণ ভুজে এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন । রঘুপতিও তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন । রামবাণ তাঁহার বিস্তীর্ণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বুঝি নাগলোকে প্রিয়সংবাদ দিতে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল । পরে পরস্পর ঘোরতর বাণ্যুদ্ধ ও শস্ত্রযুদ্ধ হইতে লাগিল । তৎকালে বিজয়িনী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিবেন সন্দিহান হইয়া মধ্যবর্তিনী রহিলেন । এক দিকে দেবগণ রামের বিক্রমাবলোকনে প্রীত হইয়া তন্মস্তকে পুষ্পার্ঘ্য করিতেছেন, আর দিকে দানবগণ রাবণের রণনৈপুণ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় মস্তকে কুমুম বর্ষণ করিতেছেন ।

মহাবল পরাক্রান্ত দশানন মহোৎসাহ সহকারে চতুস্তালপরি-
 মিত লোহকীলপরিহৃত শতগ্রী নামে এক প্রকাণ্ড অস্ত্র নিক্ষেপ
 করিলেন । রঘুবীর অর্দ্ধচন্দ্রমুখ বাণ দ্বারা সেই শতগ্রী কদলীর
 ন্যায় শতখণ্ড করিয়া রাবণের জয়াশাও ছেদন করিলেন ।
 পরিশেষে রঘুনাথ রহৎ কোদণ্ডে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা
 করিলেন । সেই মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র গগনমণ্ডলে উঠিয়া
 শত শত করাল বিষধরের আকার ধরিল । তাহাদের ভীষণ
 ফণমণ্ডল প্রচণ্ডালোকে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল । পরে শ্রেণীবদ্ধ
 হইয়া নক্ষত্রবেগে গমন পূর্বক অর্দ্ধনিমেষ মধ্যে দশবদনের
 বদনপংক্তি এককালেই ছেদন করিল । রাবণের শত্রুচ্ছিন্ন কণ্ঠ-
 পরম্পরা তরলিত জল মধ্যে প্রতিবিম্বিত বালার্কের ন্যায়
 সাতিশয় শোভমান হইল । মহাবীর রাবণের শিরঃপংক্তি
 ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল, তথাপি যুদ্ধদর্শী দেবগণ পুনঃসজ্জান-
 শঙ্কায় সন্দিহান রহিলেন । পরে ত্রিদশগণ তদীয় মরণ বিষয়ে
 অসন্দিগ্ধ হইয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্বক রামশিরে
 পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বানরগণ চারি দিকে জয়ধ্বনি
 করিতে লাগিল । ইন্দ্রনারথি মাতলি দেবকার্য্য সমাধান পূর্বক
 রামের নিকট বিদায় লইয়া স্বর্গমার্গে রথ চালনা করিলেন ।
 মহানুভাব রামচন্দ্র এই রূপে রাবণবধ করিয়া প্রিয়তমা সীতার
 সতীত্ব পরীক্ষার্থ অগ্নিপরীক্ষা লইয়া তাহাকে পুনরায় গ্রহণ
 করিলেন এবং প্রিয়মুহুদ্ বিভীষণকে অঙ্গীকৃত রাক্ষসরাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিলেন । এ দিকে প্রতিজ্ঞাত চতুর্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল ।
 তদর্শনে রঘুপতি অযোধ্যা গমনে উৎসুক হইয়া সুগ্রীব বিভীষ-
 ণাদি মিত্রবর্গ এবং সীতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া ভূজবিজিত পুষ্পক-
 রথে আরোহণ করিলেন ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

অনন্তর পুষ্পক রথ গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে ধাবমান
হইল । রামচন্দ্র কিয়দূর যাইয়া সমুদ্র দর্শনে প্রিয়তমা সীতাকে
কহিলেন, প্রিয়ে ! দেখ দেখ এই বিস্তীর্ণ মহার্ণব মধ্যে মলয়
ভূধর পর্য্যন্ত যে রহৎ সেতু লক্ষ্য হইতেছে, আমি তোমারই
নিমিত্ত ঐ সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম । সমুদ্র অতিশয় প্রসন্ন
ও বিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ধবলবর্ণ ফেনপুঞ্জ রহিয়াছে, আবার
মদীয় সেতু দ্বারা দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে ; দেখিলে বোধ হয়
যেন ছায়াপথে বিভক্ত তারকিত শারদীয় নভোমণ্ডল বিরাজিত
হইতেছে । আমাদিগের সূর্য্যবংশে সগর নামে এক মহাপ্রভাব-
শালী মহীপাল ছিলেন । তাঁহার ষষ্ঠিসহস্র পুত্র । একদা
মহারাজ সগর অশ্বমেধার্থে অশ্ব ছাড়িয়া দেন । তদর্শনে
দেবরাজ শঙ্কিত হইয়া সেই অশ্বমেধীয় অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক
রসাতলে তপস্যমান কপিল মহর্ষির সন্নিধানে বন্ধন করিয়া
রাখেন । সগরের পুত্রগণ তাহার অনুসন্ধান পাইয়া ভূপৃষ্ঠ
বিদারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করেন । তাহাতেই এই বিস্তীর্ণ
মহার্ণব উৎপন্ন হইয়াছে । এই মহাসাগর সামান্য নহে । ইহা
হইতে বাষ্পজল উঠিয়া মেঘমণ্ডল সৃষ্টি হইয়া থাকে । ইহাতে
মণি মুক্তা প্রবালাদি নানাবিধ রত্ন ও বাড়বানল জন্মে । পরম
রমণীয় চন্দ্র ও ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন । এই মহার্ণবের
দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও গভীরতার ইয়ত্তা করা অতিশয় দুষ্কর ।
ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ সর্ব লোক সংহার পূর্ব্বক ইহার এক
পাশ্বে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন । যখন

ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সূতীক্ষ্ণ বজ্রাস্ত্র দ্বারা পর্বতগণের পক্ষ ছেদ করেন, তৎকালে মৈনাক প্রভৃতি শত শত মহীধরগণ ইহার জলে মগ্ন হইয়া বজ্রধরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। যৎকালে বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ রসাতলনিমগ্ন অবনীমণ্ডল উদ্ধার করেন তখন এই জলরাশির জল ক্ষণ কাল পৃথিবীর অবগুণ্ঠন-স্বরূপ হইয়াছিল। আর ইহাতে সহস্র সহস্র নদীমুখ পতিত হইতেছে এবং ইহারও তরঙ্গরূপ অধর উচ্ছলিত হইয়া নদীমুখে প্রবিষ্ট হইতেছে।

প্রিয়ে! দেখ দেখ, গভীর সমুদ্রনীরে রহৎ রহৎ তিমি মৎস্য সকল কেমন ভাসমান হইতেছে। ইহাদিগের মস্তক সচ্ছিন্ন। ইহারা যখন আস্যমধ্যে কোন জলজন্তু ধরিয়া মুখ মুদ্রিত করিতেছে, তখন ইহাদিগের মস্তক হইতে উর্দ্ধমুখে জলধারা নির্গত হইতেছে। জলহস্তিগণ ফেনরাশি উদ্বেদ করিয়া উঠিতেছে। উত্থানকালে উহাদিগের কপোলদেশে ফেন-পুঞ্জ সংলগ্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন উহারা কর্ণচামরে শোভমান রহিয়াছে। উত্তুঙ্গতরঙ্গাকার রহৎ অজগর সকল সমুদ্রসলিলে ভাসমান হইয়া বেড়াইতেছে। মহাসাগরের তরঙ্গ এবং ঐ সকল অজগর সর্পের আকার একপ্রকার। কেবল সৌরিকিরণসংস্পর্শে ফণস্থ স্বচ্ছ মণিজাল জাজ্বল্যমান দেখিয়া উহাদিগকে সর্প বলিয়া জানা যাইতেছে। শঙ্খযুথ সকল তরঙ্গ-বেগে তোমার অধরপল্লবসদৃশ প্রবালাক্ষুরে প্রোতমুখ হইয়া বদ্ধ রহিয়াছে। আবর্তোন্মিত ঘূর্ণায়মান মেঘাকার বাষ্পজাল অবলোকন করিয়া বোধ হইতেছে যেন দেবাসুরে পুনর্বার মন্দর মহীধর দ্বারা সমুদ্রমন্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রিয়ে! ঐ দেখ, তমাল তালী বনে নীলবর্ণ বেলাভূমি, দূর হইতে লোহচক্রাকার মহার্ণবের ধারানিবদ্ধ কলঙ্করেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অগ্নি বিশালাক্ষি! তীরবায়ু মন্দ মন্দ সঞ্চারণ দ্বারা কেতকীরেণু বহন করিয়া তোমার সূচাক্ষু মুখমণ্ডল বিভূষিত

করিতেছে, বোধ হয় তীরসমীরণ বুঝি তদীয় বিষাদর লোলুপ
আমার অন্তঃকরণকে অলঙ্কারকালতিপাতে অক্ষম জানিতে
পারিয়াছে । প্রিয়ে ! এই আমরা দেখিতে দেখিতে বিমানবেগে
মুহূর্ত্তমধ্যে সমুদ্রের পর পারে আসিয়াছি । আহা ! বেলাভূমির
কি আশ্চর্য্য শোভা ! কোন স্থলে বালুকাময় পুলিনদেশে বিদীর্ণ
মুক্তাপুট হইতে নির্গত রাশি রাশি মুক্তামণি শোভমান হইতেছে ।
স্থলান্তরে গুবাকরক্ষ সকল ফলতরে অবনত হইয়া সাতিশয় রম-
ণীয়তা সম্পাদন করিতেছে । প্রিয়ে ! দেখ দেখ এক বার
পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, আমরা যত অগ্রসর হইতেছি
ততই যেন বিদূরবর্তী সমুদ্র হইতে কাননবতী তীরভূমি নির্গত
হইতেছে । এই পুষ্পক বিমান আমার ইচ্ছানুসারে কখন দেব-
পথে, কখন মেঘপথে, কখন বা পতল্লিপথে, চলিতেছে । দেখ
তুমি কোতুকিনী হইয়া সজল জলধর স্পর্শ করিবার অভিলাষে
হস্ত বহিষ্কৃত করিয়াছ, ঘনাবলী বিদ্যুদ্বলয় দ্বারা তোমার সুকো-
মল করকমল অলঙ্কৃত করিয়া দিতেছে । ঐ দেখ আমাদের
অধোভাগে সেই দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে । এই কাননবাসী
ঋষিগণ খরদূষণাদি রাক্ষসের ভয়ে আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক
পলায়ন করিয়াছিলেন । সম্প্রতি তাহাদিগের নিধনবর্ত্তা শ্রবণে
নির্বিষ জনস্থানে পুনরাগমন করিয়া পর্ণকুটীর নির্মাণ করিতে
আরম্ভ করিয়াছেন ।

প্রিয়ে ! ছুরাঙ্গা রাবণ যখন তোমাকে পঞ্চবটী হইতে অপ-
হরণ করিয়াছিল ; তখন আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে
ত্বদীয় চরণারবিন্দ হইতে গলিত এক গাছি নূপুর এই স্থানে
পাইয়াছিলাম । তৎকালে আমার বিলাপ শুনিয়া কি স্থাবর
কি জঙ্গম সকলেই অতিমাত্র দুঃখিত হইয়াছিল । এই সেই মাল্য-
বান্ পর্ব্বতের গগনস্পর্শী শিখর । বর্ষাকালে ত্বদীয় বিরহ-
বেদনায় একান্ত অধীর হইয়া এই শিখরপ্রদেশে কতই বাষ্পবর্ষণ
করিয়াছিলাম । তোমার সহযোগে যে সকল বস্তু আমার নিতান্ত

সুখজনক ছিল, বিরহাবস্থায় তাহারাই সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। নববারিষিক্ত মৃদাক, অর্দ্ধোদাতকেশর কদম্বমুকুল এবং মমুরগণের মনোহর কেকারব এই সকল পদার্থ সুমধুর হইলেও তৎকালে বিষতুল্য বোধ হইত। পূর্বে গভীর ঘনগর্জন কালে তুমি চকিত হইয়া আমার যে আলিঙ্গন করিতে, বিরহাবস্থায় মেঘশব্দ শ্রবণে তাহা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রিয়ে! ঐ দেখ পম্পাসরোবর দেখা যাইতেছে। বেতসবনারত এই সরসীতে চঞ্চল সারসগণকে কেলি করিতে দেখিয়া তোমার অলকারত চকিতনেত্র সূচাক বদনকমল স্মৃতিপথে আরুঢ় হইয়া আমার অনুরাগ্না নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিত। তৎকালে এই পম্পাসলিলে চক্রবাক চক্রবাকীর মুখে উৎপল-কেশর প্রদান করিতেছে দেখিয়া আমার চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। প্রিয়ে! দেখ দেখ, গোদাবরীর সারসগণ আমাদিগের বিমানের কিষ্কিনীরব শুনিয়া গগনমার্গে কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আহা! অনেক কালের পর আবার পঞ্চবটী দেখিলাম। অত্রত্য কৃষ্ণসারগণ আমাদিগের রথরব শুনিয়া কেমন উর্দ্ধমুখে রহিয়াছে। আমি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই গোদাবরীর তীরস্থ বেতসকুঞ্জে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া শান্তিদূর করিতাম এবং ত্বদীয় ক্রোড়দেশে মস্তকার্পণপূর্বক সুখে নিদ্রা যাইতাম। সম্প্রতি পুনর্বীর সেইরূপ শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

প্রিয়ে! ঐ দেখ মহর্ষি অগস্ত্যের পুণ্যাশ্রম। যিনি ক্রভঙ্গি-মাত্রে নল্লব রাজাকে ইন্দ্রপদ হইতে পরিচ্যাত করিয়াছিলেন। এই মহর্ষির হবির্গন্ধবিশিষ্ট ত্রেতাগ্নিদূমের অগ্রশিখা আত্মাণ করিয়া আমার অনুরাগ্না পবিত্র হইল। ঐ দেখ শাতকর্ণি ঋষির পঞ্চাপ্সরোনাংক ক্রীড়াসরোবর দেখা যাইতেছে। পঞ্চাপ্সরের চারি ধারে অরণ্য, দূর হইতে দেখিয়া বোধ হয় যেন মেঘ-মধ্যে চন্দ্রবিশ্ব বিরাজমান রহিয়াছে। পূর্বকালে এই মহর্ষি কুশা-

কুরমাত্র ভক্ষণ করিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেন । দেব-
রাজ ইন্দ্র তদর্শনে শঙ্কিত হইয়া তপোবিষ্ময় পাঁচটি অঙ্গরা
প্রেরণ করেন । তাহারা শাতকর্ণির সমাধিভেদে কৃতকার্য হইয়া
এই সরোবরের জলান্তর্গত প্রাসাদ মধ্যে অনবরত তাঁহার সহিত
ক্রীড়া কোতুক করিতেছে । সেই সকল অঙ্গরাগণের মৃদঙ্গ-
বাদ্যানুগত সঙ্গীতধ্বনি আশ্রমদিগের পুষ্পক রথের চন্দ্রশালায়
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । ঐ দেখ আর এক ঋষি তপস্যা করিতে-
ছেন । ইহার চতুর্দিকে চারি প্রদীপ্ত ছত্ৰাশন জ্বলিতেছে । প্রচণ্ড
মার্ত্তণ্ড উদ্ধভাগে তাপদান করিতেছেন । এই পঞ্চতপাঃ মহর্ষির
নাম সূতীক্ষ্ম । ইহার নাম মাত্র সূতীক্ষ্ম, ফলতঃ ইনি অতিশয়
প্রশান্ত । ত্রিদশাধিপতি সূতীক্ষ্মের ভয়ঙ্কর তপস্যায় ভীত হইয়া
কতকগুলি অঙ্গরা প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহারা নানা প্রকার
মায়াজাল বিস্তার করিয়াও মহর্ষির অবিচলিত চিত্তবৃত্তি বিকৃত
করিতে পারে নাই । এই মহর্ষি মৌনব্রতাবলম্বী । ইনি সভা-
জন্য স্বীয় দক্ষিণ বাহু আশ্রম দিকে উন্নত করিয়া এবং শিরঃ-
কম্পমাত্রে আশ্রম প্রণিপাত স্বীকার করিয়া বিমানব্যবহিত দৃষ্টি
পুনর্বার সূর্য্যমণ্ডলে সমর্পণ করিলেন । প্রিয়ে ! ঐ দেখ শরভঙ্গ
ঋষির পবিত্র তপোবন । মহর্ষি শরভঙ্গ প্রথমতঃ সমিধাদি দ্বারা
হোম করিতেন, পরিশেষে জ্বলন্ত ছত্ৰাশনে স্বীয় কলেবর আহুতি
দিয়াছিলেন । তিনি লোকান্তর গমন করিলেও তাঁহার আশ্র-
মস্থ তরুগণ ছায়াদানে পথিকগণের শ্রমচ্ছেদ ও সুমধুর প্রচুর
ফল দানে সুখানিরুত্তি করিয়া যেন পুন্ড্রের ন্যায় তদীয় অতিথি-
সৎকারব্রত প্রতিপালন করিতেছে । অয়ি কোতুকিনি ! ঐ দেখ
পুরোভাগে সেই চিত্রকূট মহীধর । চিত্রকূটের গুহা প্রস্রবণশব্দে
প্রতিধ্বনিত এবং শিখরাগ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘবৃন্দে সংলগ্ন, দেখিয়া
বোধ হইতেছে যেন কোন বৃহৎকায় বৃষভ শৃঙ্গাগ্রে কর্দম খনন
করিয়া অতি দর্পে শব্দ করিতেছে । দেখ ঐ সেই চিত্রকূট-
সমীপবর্ত্তিনী মন্দাকিনী নদী কেমন সূক্ষ্ম রূপে প্রতীয়মান হই-

তেছে । মন্দাকিনীর জল অতি নির্মল এবং উহাতে প্রবাহ-
সম্পর্ক নাই, অতএব দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন
পৃথিবীর কণ্ঠগতা মুক্তাবলী ভূতলে পতিত রহিয়াছে । ঐ দেখ
পর্বতাসন্নবর্তী সেই তমালতরু । আমি যাহার সুগন্ধি পল্লব
লইয়া তোমার স্বর্ণবর্ণগণ্ডলঘী কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়াছিলাম ।
আর ঐ যে বন লক্ষ্য হইতেছে, উহা অত্রিমুনির তপোবন ।
ঐ তপোবন দেখিলেই মহর্ষি অত্রির মহাপ্রভাব অনুভব হয় ।
উহাতে বিরোধী জন্তুগণ পরস্পর নির্ঝরোধে অবস্থিতি করে,
তরুশাখা সকল পুষ্পব্যতিরেকেও ফল প্রসব করে । এইরূপ
জনশ্রুতি আছে যে, মহর্ষি অত্রির প্রণয়িনী অনশ্রুয়া তপোধন-
দিগের স্নানার্থ এই বনে সুরধুনী গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছে ।
প্রিয়ে ! দেখিয়াছ ঋষির কি চমৎকার প্রভাব ! যোগিগণ বীরা-
সনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বেদীমধ্যস্থ মহী-
কহগণও বাতাভাবে নিম্পন্দ ভাব অবলম্বন পূর্বক যেন যোগা-
ভ্যাসে আসক্ত রহিয়াছে । প্রিয়ে ! দেখ দেখ সেই শ্যাম
বটী কেমন দেখাইতেছে । শ্যামবট শ্যামবর্ণ, উহাতে রক্তবর্ণ
ফলপুষ্প পরিণত দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন পদ্মরাগমণিখণ্ড-
মিশ্রিত নীলকান্তমণিরাশি বিরাজিত রহিয়াছে ।

আহা ! কি আশ্চর্য্য ! কি আশ্চর্য্য ! এই প্রয়াগস্থ গঙ্গাযমুনা-
সঙ্গম কি মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে । গঙ্গার জল
শুক্লবর্ণ, যমুনার জল নীলবর্ণ, উভয় জল একত্রিত হওয়াতে বোধ
হইতেছে যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীল মণি গুপ্তিত রহি-
য়াছে ; কোন স্থলে শুক্ল ও নীল পদ্মে একত্র গ্রথিত পদ্মমালার
ন্যায় স্থলান্তরে কাদম্বসংসর্গবিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ হংসরাজির ন্যায় ;
কোথাও বা শ্বেতচন্দনরচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাণ্ডকলিখিত
পত্রাবলীর ন্যায় ; প্রতীয়মান হইতেছে ; কোন স্থানে তরুচ্ছায়ার
অন্তরালবর্তী শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় ; স্থানান্তরে শুভ্র-
শরদভ্রের অন্তর্লক্ষ্য নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায় ; কোথাও বা কৃষ্ণ-

সর্পবিভূষিত শিবতনুর ন্যায় বোধ হইতেছে । এই পবিত্র তীর্থ গঙ্গাঘনুনাসঙ্গমে স্নান করিলে লোক নিষ্পাপ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেও পরমপুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে পারে । ঐ সেই কিরাতাধিপতি গুহকের নগর । যে স্থানে আমি শিরোরত্ন পরিত্যাগ পূর্বক জটাভার রচনা করিয়াছিলাম । তদর্শনে পিতৃসারথি স্মরন্ত “ হা কৈকেয়ি ! তোমার মনে এই ছিল ” বলিয়া কতই রোদন করিয়াছিলেন । প্রিয়ে ! ঐ দেখ আমাদের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সরযু নদী লক্ষ্য হইতেছে । এই সরযু সামান্য নদী নহে । প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন এই নদী ব্রাহ্ম সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার জল স্বভাবতই পবিত্র, আবার আমাদের ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত ভূপতিরা অশ্বমেধাবসানে অবভূত স্নান করিয়া ইহার নিরতিশয় পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছেন । সরযু কোশলদেশীয়দিগের সাধারণ-ধাত্রীস্বরূপ । এতদেশীয় লোকেরা সরযুর সুধাসম পয়ঃ পান করিয়া এবং ইহার পুলিনোৎসঙ্গে বিহারাদি করিয়া কতই সুখানুভব করেন । প্রিয়ে ! গগনমার্গে ভূরেণু উড্ডীন দেখিয়া বোধ হইতেছে বুঝি হনুমানের মুখে আমাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভরত সৈন্যে প্রত্যুদ্যমন করিতে আসিতেছেন । এই যে চীরধারী ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া সৈন্য সামন্ত পশ্চাৎ লইয়া রুদ্ধ অমাত্যবর্গের সহিত অর্ঘ্যহস্তে আগমন করিতেছেন । ভরত সামান্য সাধু নহেন । ইনি এই নব যৌবন কালে আমার অনুরোধে পিতৃদত্ত রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া, এই চতুর্দশ বৎসর কঠোর আসিধার ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন ।

রামচন্দ্র প্রিয়তমার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে পুষ্পক রথ তদীয় মনোরথ বুঝিয়া জ্যোতিষ্পথ হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিল । প্রজাগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া উর্দ্ধ মুখে রথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল । বিমান ক্রমে ক্রমে ভূমির

অদূরবর্তী হইল । রামচন্দ্র বিভীষণের পথপ্রদর্শনানুসারে কপীন্দ্র সুগ্রীবের হস্তধারণপূর্বক স্ফটিকরচিত সোপানমার্গ দিয়া বিমান হইতে অবতীর্ণ হইলেন । বিমান হইতে নামিয়া ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষির চরণে প্রণিপাত করিলেন । অনন্তর ভরত-দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্বক তাঁহার মস্তকে পুনঃপুনঃ আত্মাণ করিয়া শক্রয়কেও আলিঙ্গনাদি করিলেন । পরে প্রণত প্রাচীন মন্ত্রিবর্গের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বচনে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসিলেন । অবশেষে কপির্নাজকে লক্ষ্য করিয়া ভরতকে কহিলেন দেখ ভাই ভরত ! এই বানরাধিপতি সুগ্রীব আমার বিষম সঙ্কটে পরম মিত্রের কার্য্য করিয়াছেন । আর এই যে মহাত্মাকে দেখিতেছ, ইনি বিভীষণ, পুলস্ত্যের পুত্র, রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । সুহৃদ্বর বিভীষণ হইতে আমি লঙ্কাসমরে জয়ী হইয়াছি । ইহা শুনিয়া মহানুভাব ভরত লক্ষ্মণকে আলিঙ্গনাদি না করিয়া অগ্রে তাঁহাদের দুই জনকে বন্দনাদি করিলেন । পরে পরম সমাদরে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিলেন । কামচারী বানরগণ রামাজ্ঞায় মনুষ্যকলেবর ধারণ পূর্বক গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিল । রাজ-হস্তী সকল অতিশয় উন্নত এবং তাহাদের গণ্ডস্থল হইতে অনবরত মদবারি স্ফরিত হইতেছে । কপিগণ তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পর্বতাদিরোহণসুখ অনুভব করিতে লাগিল । নিশাচরাধিপতি বিভীষণও ত্রীরামের আজ্ঞানুসারে অনুচরবর্গ লইয়া এক পরম রমণীয় রথে আরোহণ করিলেন । পরিশেষে রামচন্দ্র ভ্রাতৃবর্গে বেষ্টিত হইয়া বুধরহস্পতিমধ্যবর্তী তারাপতির ন্যায় সীতাদিষ্ঠিত পুষ্পক রথে পুনর্ব্বার আরোহণ করিলেন ।

ভরত তত্রস্থ ভ্রাতৃজায়ার চরণে প্রণিপাত করিলেন । সীতার চরণযুগল লঙ্কেশ্বরের অভ্যর্থনা ভঙ্গ করিয়া সুদৃঢ় পাতিব্রত্য ধর্ম প্রকাশ করিয়াছে, ভরতের মস্তক প্রগাঢ় ভ্রাতৃভক্তির নিদর্শনস্বরূপ জটীভার ধারণ করিয়াছে, সম্প্রতি এই পবিত্র বস্তুদ্বয় মিলিত হইয়া পরম্পরের পবিত্রতা সম্পাদন করিল । পরে পুষ্পক

বিমান পুনর্বার মন্দ মন্দ ভাবে চলিল। প্রজাগণ অগ্রে অগ্রে
গমন করিতে লাগিল। রাম এই রূপে অর্ধকোশ গমন করিয়া
অষোধ্যার উপবনস্থ শক্রবৃহিহিত পটভবনে অবস্থিতি করি-
লেন।

চতুর্দশ সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ অষোধ্যার বাহোদ্যানেই পতিবিরোগদুঃখিনী জননীদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম অগ্রে আপন জননীর চরণ গ্রহণ করিয়া সুমিত্রাকে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণও স্বীয় জননীর চরণ গ্রহণ করিয়া কোশল্যাকে প্রণিপাত করিলেন। বহু কাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া উভয় রাজমহিষীর নেত্র-যুগলে শোকজ উষ্ণ বাষ্প নিরাকরণ পূর্বক সুশীতল আনন্দাশ্রু অনর্গল প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা অশ্রুপ্রবাহে অন্ধপ্রায় হইয়া পুত্রের মুখারবিন্দ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আলিঙ্গনকালে স্পর্শমুখ উপলব্ধি করিয়া আপন আপন তনয়কে জানিতে পারিলেন। রাম লক্ষ্মণের গাত্রে রাক্ষসবাণপাতজনিত ব্রণ সকল তৎকালে শুষ্ক হইয়াছিল, তথাপি সদয় ভাবে আর্দ্র-প্রায় স্পর্শ করিয়া ক্ষত্রিয়ান্দনাদিগের স্পৃহণীয় বীরসু শব্দে নিস্পৃহ হইলেন। অনন্তর জনকাত্মজা “আমি ভর্তার তাদৃশ ক্রেশের নিদানভূতা হতভাগিনী সীতা, প্রণাম করি” এই বলিয়া তুল্য ভক্তিভাবে অশ্রুপাত পূর্বক শ্বশুরদ্বয়ের চরণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা প্রিয়ার্হা বধূকে কহিলেন “না বৎসে! তোমার দোষ কি এবং তোমারই অবিচলিত পাতিব্রতা ধর্মের প্রভাবে বৎস রাম এবং বৎস লক্ষ্মণ সেই সুদুস্তর সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইয়াছে।”

অনন্তর সেই উদ্যানেই রামের অভিষেকের আয়োজন হইল। কপিরাক্ষসগণ কেহ নদী হইতে, কেহ সমুদ্র হইতে, কেহ বা সরসী হইতে জলাহরণ করিল। অমাত্যবর্গ তীর্থাহৃত পবিত্র সলিল দ্বারা রামের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অতিথেককালে তদীয় উন্নত মস্তকে পতিত জলধারা বিক্ষিপ্তির শিখরদেশে মেঘনির্গলিত বারিধারার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । রাম অভিষেকানন্তর সূচাক রাজবেশ ধারণ করিয়া যাহার পর নাই মনোহর হইলেন ; না হইবেন কেন, যিনি তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াও দর্শনীয়, তাঁহার রাজবেশ ধারণ করা বাহুল্যমাত্র ।

এ দিকে অযোধ্যার রাজমার্গে উত্তুঙ্গ তোরণ সকল বিরাজিত হইল । স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । পৌরহৃন্দের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না । রাম মনোহর রাজবেশ ধারণ করিয়া অপূর্ব রথে আরোহণ করিলেন । বিনয়াবনত ভরত তদীয় মস্তকোপরি ছত্র ধারণ করিলেন । লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন । এই রূপে রথারোহণ করিয়া কপিরাক্ষসগণ ও বৃদ্ধ অমাত্যবর্গের সহিত ঠৈতুক রাজধানী প্রবেশ করিলেন । রাম-জননীগণ জনকদুহিতার মনোহর বেশভূষা করিয়া দিলেন । সীতা সুসজ্জিতা হইয়া কর্ণীরথ আরোহণ পূর্বক রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । পৌরকন্যারা গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অঞ্জলি-প্রসারণ পূর্বক রঘুবীরপত্নী সীতাকে প্রণাম করিতে লাগিল এবং তাঁহার সর্বদেহে অত্রিপত্নীদত্ত উজ্জ্বলতর অঙ্গরাগ জ্বলন্ত অনল প্রায় নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল ।

মহানুভাব রামচন্দ্র ভবনসন্নিধানে আসিয়া প্রথমতঃ মিত্রবর্গের নিমিত্ত সুরম্য হর্ম্য সকল নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । পরে স্বয়ং রোদন করিতে করিতে আলেখ্যমাত্রাবশিষ্ট পিতার ভবনে প্রবেশ করিলেন । তথায় ভরতজননী কৈকেয়ীর লজ্জাপনোদনার্থ কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন মাতঃ ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনারই পুণ্যবলে পিতা স্বর্গফলপ্রদ অঙ্গীকার হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই । পরে নানাবিধ উপহারে সুগ্রীব বিভীষণাদি কপি ও রাক্ষসগণের চিত্তরঞ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

তাহারা কামচারী হইয়াও রামের অবাঞ্ছনসগোচর উপচার দ্বারা বিস্ময়াপন্ন হইয়া এমত আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন যে, পঞ্চদশ দিবস কি রূপে অতিবাহিত হইল কিছুই জানিতে পারিলেন না। রঘুপতি সভাজনার্থ আগত দেবর্ষি ও মহর্ষি গণের যথোচিত সৎকার করিয়া তাহাদিগের নিকট রাবণের জীবনচরিত শ্রবণ করিলেন। যে জীবনরত্নান্ত বর্ণনে দশাননের দময়িতা রামেরই গৌরব প্রকাশ হইল। ঋষিগণ বিদায় হইলে লঙ্কাসমরের প্রিয়বান্ধবগণকে সীতার স্বহস্ত দ্বারা অত্যা-কৃষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং রাবণবিজয়লব্ধ স্বর্গের আভরণভূত কোঁবের পুষ্পকরথ পুনর্বার কুবেরকেই সমর্পণ করিলেন।

রাম এই রূপে পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালন ও ত্রিভুবনের কণ্টক শোধন করিয়া রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন। পরে ধর্মার্থকাম ত্রিবর্গ ও ভ্রাতৃবর্গের প্রতি তুল্যানুরাগ এবং মাতৃগণের প্রতি নিবির্শেষ ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন। তদীয় অধিকার কালে প্রজাপুঞ্জের আর সুখের অবধি রহিল না। তিনি অপুত্রের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, অসহায়ের সহায় এবং অচক্ষুর চক্ষুঃ স্বরূপ ছিলেন। তাহার লোভপরাজুখতা প্রযুক্ত প্রজালোক সম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং বিষভয় নিরাকরণ প্রযুক্ত দৈব টিপত্র ক্রিয়াকলাপ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে লাগিল। রাম প্রতিদিন যথোচিত কালে রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিয়া প্রণয়িনী জনকনন্দিনীর সহবাস-সুখে কালাতিপাত করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রিয়তমার সহিত বনবাসরত্নান্ত্যটিত বিচিত্র চিত্রপট অবলোকনে সুখানুভব করিতেন। চিত্রদর্শন কালে বনবাসকৃত দুঃখ সকল স্মৃতিপথে আরুঢ় হইয়া কতই সুখানুভব হইত। কিছু কাল পরে জনক-তনয়ার গর্ভসঞ্চারণ হইল। ক্রমে ক্রমে গর্ভলক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল। তদর্শনে রামের আর আনন্দের পরিসীমা

রহিল না । তিনি নিৰ্জনে বিলজ্জমানা কুশাদ্বী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর বচনে তদীয় মনোরথ জিজ্ঞাসা করিলেন । সীতা পতিসমাদরে গদ্যাদ হইয়া ভাগীরথীতীরস্থ তপোবনে বনবাসবন্ধু বাণপ্রস্থকন্যাকাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং তত্রতা হিংস্র-জন্তু সকল অবলোকন করিতে অভিলাষ করিলেন । রাম প্রিয়-তমার অভিলষিত সম্পাদনে অঙ্গীকার করিলেন ।

একদা রামচন্দ্র নগরশোভা সন্দর্শনার্থ অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া অভ্রঙ্কশ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন । আরোহণ-নন্তর আপনরাজিবিরাজিত রাজপথ, নৌকাকীর্ণ সরযু নদী এবং বিলাসিগণসেবিত নগরোপবন সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র হৃষ্ট চিত্তে পার্শ্ববর্তী ভদ্রনামক অপসর্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভদ্র ! আমার রাজত্বে প্রজাগণ কিরূপ আছে ? তাহারা আমার কোন দোষোল্লেখ করিয়া থাকে ? ভদ্র মৌনভাবে রহিল । রাম সাতিশয় নির্বাক সহকারে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল মহারাজ ! প্রজাগণ আর সর্ব্বাংশেই আপনকার প্রশংসা করিয়া থাকে, কেবল দেবী দুর্দান্ত দশাননের গৃহে একাকিনী বহু কাল বাস করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাকে পুনর্বার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করে । এই ঘোরতর অকীৰ্ত্তিকর কলত্রনিন্দা শুনিয়া রামের হৃদয়ফলক লৌহমুদারাহত সন্তপ্ত লৌহফলকবৎ এক বারে দলিত হইয়া গেল । তিনি গলদন্ত্র নয়নে গদ্যাদ বচনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায় ! কি সর্ব্বনাশ হইল, ইহা অপেক্ষা আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়া উচিত ছিল । হা প্রিয়ে ! হা মধুরভাষিণি ! হা জীবিতেশ্বর ! তোমার এরূপ পরিণাম হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর । হা প্রেয়সি ! তুমি চন্দনতকভ্রমে বিষয়ক আশ্রয় করিয়াছিলে । নরাধম রাম চণ্ডালের ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে । এই বলিয়া মূচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন । মূচ্ছাভঙ্গানন্তর এক্ষণে কি আত্মনিন্দা অমূলক বলিয়া উপেক্ষা

প্রদর্শন করি, কিংবা লোকরঞ্জনার্থ নিরপরাধা প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করি; এই ভাবিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি দোলায়মান হইতে লাগিল। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এই দুঃসহ লোকাপবাদ সর্বতঃ সঞ্চারিত হইয়াছে, ইহা আর কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে, সুতরাং প্রিয়তমাকেই পরিত্যাগ করিতে হইল, যেহেতু লোকরঞ্জন করাই আমাদের কুলত্রত।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সত্বর আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রবণ মাত্রে রামসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি সাতিশয় বিষম মনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। তদর্শনে তিন জনেই চিত্রাপিতের ন্যায় সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিষম অনিষ্টাপাত শঙ্কা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিক্রিয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম অনুজগণকে বসিতে আদেশ দিয়া অতি কাতর স্বরে আপন অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং কহিলেন দেখ যেমন মেঘবাতস্পর্শে নির্মল দর্পণেরও মালিন্য জন্মে তদ্রূপ আমরা হইতে নিষ্কলঙ্ক রঘুকুলের কলঙ্ক উপস্থিত হইল। যেমন জলতরঙ্গে এক বিন্দু তৈলপাত হইলে ক্ষণ কাল মধ্যে অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, এই প্রবল লোকাপবাদও সেইরূপ ক্রমশঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। নববদ্ধ গজেন্দ্র যেমন বন্ধনস্তম্ভ সহ করিতে পারে না তদ্রূপ আমিও এই নব পরিবাদ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়াছি। অতএব ইতি পূর্বে যেমন পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ সমাগরা বশুন্ধরার মহাভিষেক পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ফলপ্রসূতি কালেও প্রগাঢ় কলঙ্ক ক্ষালনার্থ জনকদুহিতা সীতারে পরিত্যাগ করিব স্থির করিয়াছি। আমি জানি সীতা কোন দোষে দূষিত নহে। কিন্তু দুর্নিবার লোকাপবাদ আমার

নিতান্ত অসহ্য। লোকে কি না করিতে পারে, দেখ তাহারা পৃথিবীর ছায়াকে নিষ্কলঙ্ক শশধরের কলঙ্ক রূপে আরোপ করিয়াছে। সীতারে পরিত্যাগ করিলে দুর্দান্ত দশাননকে সবংশে বিনাশ করা পশুশ্রম হইবে না, যেহেতু কেবল বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত করিয়াছি, সর্পকে পাদাহত করিলে সেই সর্প যে অপরাধীকে দংশন করে, সে কি কৃধির পান করিবার আশয়ে না বৈরনির্যাতনের নিমিত্ত? তোমরা অতি দয়ালুস্বভাব, এই নিমিত্ত পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যদি আমাকে অকণ্টক জীবন ধারণ করিতে দাও, তবে আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহাতে নিষেধ করিও না। অগ্রজের এই কথা শুনিয়া এবং জনকাত্মজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত কক্ষভাব অবগত হইয়া ভরত প্রভৃতি অনুজবর্গ নিষেধ বা অনুমোদন কিছুই করিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনেই দুঃখসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম বিনয়াবনত লক্ষ্মণকে সম্মুখ বাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন বৎস! আমি নিজ্জনে তোমার ভ্রাতৃজায়াগে গর্ভদোহদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কহিলেন, “ভাগীরথীতীরস্থ তপোবন দর্শনে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে” অতএব হে ভ্রাতঃ! তুমি সীতারে রথারোহণ করাইয়া তথায় লইয়া যাইবার ছলে মহর্ষি বাত্মীকির তপোবনে তদীয় আশ্রমসন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়া আইস। লক্ষ্মণ রামের নিতান্ত আত্মবহ। তিনি শুনিয়াছিলেন, মহাবীর পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় কোন বিচার না করিয়া শত্রুবৎ স্বহস্তে জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। সেই নিদর্শন সন্দর্শনে তিনিও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্বক অতি ককণ স্বরে কহিলেন, আৰ্য্য! আপনি যখন যাহা আদেশ করিয়াছেন আমরা কখন তাহাতে কোন দ্বিকল্পিত বা আপত্তি উত্থাপন করি নাই; সুতরাং এক্ষণেও এই নিষ্ঠুর কৰ্ম করিতে প্রস্তুত আছি।

অনন্তর রামানুজ অভিসন্ধি গোপন পূর্বক সীতাকে তপো-

বনে ঘাইবার কথা কহিলেন । সীতা অনুকূল বার্তা শ্রবণে
 সান্তিশয় সম্প্রীতা হইলেন । পরে সুমন্ত্র সারথি রথ প্রস্তুত
 করিয়া আনিলেন । লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া জনকতনয়াকে রথে আরো-
 হিত করিয়া প্রস্থান করিলেন । রামদয়িতা পথিমধ্যে অতি
 মনোহর প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া মনে মনে প্রিয়তমকে
 প্রিয়ঙ্কর বলিয়া অপার আনন্দসলিলে মগ্ন হইতে লাগিলেন ।
 কিন্তু তিনি তখন পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, রামচন্দ্র
 তাঁহার প্রতি সদয় ভাব পরিত্যাগ পূর্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ স্বরূপ
 হইয়াছেন । কি আশ্চর্য্য ! লক্ষ্মণ জনকাত্মজার নিকট যে ভাবী
 দুঃখ সঙ্কোপনে রাখিয়াছিলেন, সীতার দক্ষিণাঙ্কি স্ফুরিত হইয়া
 সেই প্রবল দুঃখ ব্যক্ত করিয়া দিল । তিনি অলক্ষণ দর্শনে
 তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণবদন হইয়া মনে করিলেন, “না জানি আমার
 ভাগ্যে কি অমঙ্গল ঘটবে, যাহা হউক, যেন আৰ্য্যপুত্রের ও
 দেবরগণের কোন অকুশল ঘটনা না হয় ।” সীতা মনে মনে এই
 প্রার্থনা করিতেছেন এমত সময়ে রথ ভাগীরথীতীরে উপনীত
 হইল । সুমন্ত্র রথ নিরুত্ত করিলেন । লক্ষ্মণ সীতাকে রথ হইতে
 গঙ্গার পুলিনদেশে নামাইলেন । ইতিমধ্যে নিষাদগণ তরুণী আনয়ন
 করিল । কিয়ৎ ক্ষণ পরে জাহ্নবীর পর পারে উপস্থিত হইলেন ।
 তখন লক্ষ্মণ বাষ্পগদগদ স্বরে, মেঘ যেমন ত্রৈপাতিক শিলা-
 বর্ষণ করে তদ্রূপ কথঞ্চিৎ সীতার নিকট রাজাজ্ঞা প্রকাশ করি-
 লেন । সীতা অকস্মাৎ বজ্রপাতসদৃশ অতি নিদাক্ষণ রাজাজ্ঞা
 শ্রবণ করিয়া বাতাহত লতার ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত
 ও মূচ্ছিত হইলেন । তাঁহার সংজ্ঞার লেশমাত্র রহিল না ।
 তৎকালে তিনি পরিত্যাগদুঃখ অণুমাত্রও জানিতে পারিলেন না ।
 পৃথ্বীমুতা পৃথ্বীতলে পতিত হইলেন, অবনী তাঁহার জননী হই-
 যাও, মহাকুলপ্রসূত সদ্ভূত ভর্তা রামচন্দ্র অকস্মাৎ কেন তাঁহাকে
 পরিত্যাগ করিলেন এইরূপ সংশয়িত হইয়াই বুঝি তাঁহাকে স্থান
 দান করিলেন না ।

অনন্তর সীতা সুমিত্রাতনয়ের প্রযত্নে পুনর্বার চেতনা পাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেতন্যলাভ অচেতনাবস্থা হইতে সমধিক কষ্টদায়ক হইল। রাম বিনাপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করিয়া, আপনাকেই চিরদুঃখিনী, দুঃকর্মকারিণী, হতভাগিনী বলিয়া পুনঃপুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ প্রবোধ-বচনে পতিব্রতা সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এবং মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমমার্গ প্রদর্শন করিয়া, অতি বিনীত ভাবে কৃত-ঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আর্ঘ্যে ! আমি পরাধীন, প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য আমার এই পাষণদয়ের কাষ্যটি ক্ষমা করিতে হইবে, এই বলিয়া তদীয় পদতলে পড়িলেন। সীতা তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি চিরজীবী হও। আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাত্র কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই নাই। তোমার অপরাধ কি। তুমি অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে। আমারই ভাগ্যদোষে আমি চিরজীবনের নিমিত্ত রামের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলাম। যাহা হউক, শ্বশুরদিগকে এজন্মের মত আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে, আমি গর্ভবতী আছি, যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে। আর আমার হয়ে সেই রাজাকে বলিও তিনি যে আপন সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াও অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি রঘুবংশপ্রসূতির অনুরূপ কর্ম করা হইল ! অথবা আর তাঁহাকে এ কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি অতি সুশীল। তিনি যে আমার প্রতি যথেষ্টাচরণ করিবেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা আমারই জন্মান্তরীণ মহাপাতকের বিষম বিপরিণাম বলিতে হইবে। হায় ! কি হইল, আমি যে তাঁহার প্রসাদাৎ নিশাচরোপদ্রুত তাপসীগণের শরণা হইয়াছিলাম, সম্প্রতি তিনি বিদ্যমান থাকিতে কি রূপে অন্যের শরণাপন্ন হইব। তাঁহার চিরবিরহে আমি এই হত জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া এই দণ্ডেই

প্রাণত্যাগ করিতাম যদি আমার গর্ভে তাঁহার সন্তান না থাকিত । আমি প্রসবানন্তর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রতি নিরন্তর দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া এমন কঠোর তপস্যা করিব, যাহাতে জন্মান্তরেও তিনিই আমার ভর্তা হন এবং বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয় । মনু কহিয়াছেন, বর্ণাশ্রম পালন করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম, অতএব হে বৎস ! এক্ষণে তোমাদের রাজার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি এই রূপে পরিত্যক্ত হইলেও যেন তিনি সামান্য তপস্বিনী জ্ঞানেও এক বার আমার তত্ত্বাবধারণ করেন ।

লক্ষ্মণ সীতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন । তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, সীতা দুঃসহ দুঃখে নিতান্ত তাপিত হইয়া উদ্ভিগ্না কুররীর ন্যায় ককণ স্বরে মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন । কি সচেতন কি অচেতন অরণ্যস্থ সমস্ত জন্তুই তদীয় দুঃখে দুঃখিত হইয়া উঠিল । ময়ূরগণ প্রমোদনৃত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উল্লম্বিত হইয়া রহিল, মৃগগণ গৃহীত কুশকবল পরিত্যাগ করিল এবং পাদপগণ কুমুমবর্ষণচ্ছলে অশ্রুপাত করিতে লাগিল ।

ইত্যবসরে আদ্য কবি মহর্ষি বাত্মীকি সমিৎকুশাদি আহ-
রণার্থ গমন করিতেছিলেন । তিনি অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্তি-
নাদ শুনিয়া শব্দানুসারে সীতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন । সীতা তাঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ শোক সংবরণ পূর্ব্বক নয়ন-
গলিত জলধারা মার্জ্জনা করিলেন এবং গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া
সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষির চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন । মহর্ষি
তাঁহার গর্ভলক্ষণ দর্শনে “ সুপুত্রা হও ” বলিয়া আশীর্ব্বাদ
করিলেন এবং দয়াদ্র বাক্যে কহিলেন, বৎসে বৈদেহি ! ভয়
নাই । আর কাতর হইও না । আমি প্রণিধানবলে জানিতেছি
তোমার পতি রামচন্দ্র মিথ্যা পবাদে ক্ষুব্ধ হইয়া তোমাকে নিরপ-
রাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন । তোমার চিন্তা কি ? তুমি দেশান্ত-
রস্থ পিত্রালয়ে আসিয়াছ । রাম, দশাননাদি রাক্ষসগণ বধ

করিয়া ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, তাঁহার অণুমাত্রও আত্ম-
শ্লাঘা নাই এবং তিনি সত্যসন্ধ, তথাপি অকারণে তোমাকে
পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার কোপ হই-
তেছে। বৎসে! তুমি সম্প্রতি সর্বথা আমার অনুকম্পনীয়
হইলে। তোমার শ্বশুর সুবিশ্রুত রাজা দশরথ আমার পরম
মিত্র ছিলেন, তোমার পিতা জনক রাজা জ্ঞানোপদেশ দ্বারা
জগতের মহোপকার সাধন করিয়া থাকেন, এবং তুমিও পতি-
ব্রতাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব তোমার প্রতি আমার কৃপা না
করিবার বিষয় কি? তুমি নির্ভয় মনে আমার এই তপোবনে
বাস কর। এখানে তাপসগণের সংসর্গে হিংস্র জন্তুরা স্বীয়
দুঃশীলতা পরিত্যাগ পূর্বক বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই
তপোবনের উপকণ্ঠে সরস্ব নদী প্রবাহিত হইতেছে। সরস্ব
তটে ঋষিদিগের ঘনসন্নিবিষ্ট আশ্রমপরম্পরা রহিয়াছে। সরস্ব
জল অতি পবিত্র, তাহাতে স্নান করিয়া এবং তদীয় পুলিনদেশে
দেবপূজাদি করিয়া অচিরে তোমার অনুরাত্মা প্রসন্ন হইবে।
উদারভাষিণী তাপসতনয়ারা তোমার সহিত প্রণয়বদ্ধ হইয়া
ফল পুষ্প এবং তৃণ ধান্যাদি আহরণ দ্বারা তোমার অসহ্য
বিরহবেদনা বিনোদন করিবে। তুমি মধ্যো মধ্য জলসেচন
করিয়া আশ্রমস্থ বালপাদপগণকে পরিবর্দ্ধিত করিবে, তাহাতে
সন্তান না হইতেই সন্তানস্নেহ কি পদার্থ জানিতে পারিবে।
আর তোমার সন্তান হইলে তাহার জাতকর্মাদি সংস্কারের
নিমিত্তও চিন্তা করিও না, আমিই সমুদায় সম্পন্ন করিব।
সীতা মহাত্মা বাল্মীকির এইরূপ পিতৃবৎ অনুগ্রহ প্রকাশে
তৎকালে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

অনন্তর ককণাময় বাল্মীকি সায়ংকালে সীতাকে স্বীয়
আশ্রমে লইয়া গিয়া সমবয়স্ক তাপসীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন।
তপস্বিনীরা তাঁহার আগমনে অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া পরম
সমাদরে ভোজনাদি করাইলেন। পরে পবিত্র মৃগচর্ম্মে শয্যা

প্রস্তুত করিয়া তাঁহার শয়নার্থ এক কুটীর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । সীতা তাপসীদিগের অনুগ্রহপাত্রী হইয়া তাপসীর ন্যায় বরকল ধারণ পূর্বক সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন । তিনি শরীর-নিরপেক্ষা হইয়াও কেবল ভর্তার বংশরক্ষার্থ এই রূপে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে প্রস্তুত হইলেন ।

এ দিকে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্বক ভাবিলেন ; আর্ষ্য, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপে তাপিত হইয়া থাকিবেন, অতএব এই সময়েই সীতার রূত্তান্ত নিবেদন করি, যদি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন । এই ভাবিয়া রামের নিকট সীতার বিলাপরূত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন । রাম শ্রবণমাত্র তুষারবর্ষা পৌষচন্দ্রমার ন্যায় বাষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেহেতু তিনি কেবল লোকাপবাদভয়েই সীতাকে গৃহ হইতে নির্বাসিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু হৃদয় হইতে নির্বাসিত করিতে পারেন নাই । পরে কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ পূর্বক অপ্রমত্ত হইয়া বর্ণাশ্রম পালন এবং সমৃদ্ধ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । এই রূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইল । “দশানন-রিপু রাম জনকতনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারই হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তির সহবর্তী হইয়া যজ্ঞ-কর্ম নির্বাহ করিতেছেন” এই রূত্তান্ত সীতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি মনে মনে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়া অসহ্য ভর্তৃবিরহ কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চদশ সর্গ ।

রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগরা বসুন্ধরা মাত্র উপ-
ভোগ করিতে লাগিলেন । যমুনার উপকূলে লবণ নামে এক
দুর্দান্ত নিশাচর বাস করিত । সে তত্রত্য তপোধনদিগের যজ্ঞ-
লোপ করিয়াছিল । শাপাস্ত্র তাপসগণ শাপদানে রথ্য তপঃ-
ক্ষয় শঙ্কায় রাক্ষসকুলধূমকেতু রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন ।
ধর্মসংরক্ষণার্থ রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণ
তাঁহাদিগের যজ্ঞবিষের প্রতীকার অঙ্গীকার করিলেন । পরে
ঋষিগণ শ্রীরামের নিকট লবণের বধোপায় ব্যক্ত করিবার মানসে
কহিলেন, “শূলধারী লবণ অতিশয় দুর্জয়, অতএব বিশূল্যবস্থায়
আক্রমণ করিবেন ।” রাম তপস্বীদিগের বিষশান্তির নিমিত্ত
শত্রুকে যাইতে আদেশ দিলেন । মহাবীর শত্রু জ্যেষ্ঠের
আদেশক্রমে রথারোহণ পূর্বক অরিবধার্থ যাত্রা করিলেন ।
সেনাগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহার অনুবর্তী হইল । শত্রু
ঋষিগণের পথপ্রদর্শনানুসারে নানা বন অতিক্রম করিয়া বাল্মীকির
তপোবনে উপনীত হইলেন । মহর্ষি বাল্মীকি তপোবললব্ধ
রাজযোগ্য উপচার দ্বারা পরম সমাদরে রাজকুমারের অতিথি-
সৎকার করিলেন । রামদয়িতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে
ছিলেন । তিনি দৈবগত্যা ঐ রজনীতেই পুত্রদ্বয় প্রসব করি-
লেন । লক্ষ্মণানুজ ভ্রাতার সন্তানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম
পুলকিত চিত্তে রজনী যাপন পূর্বক প্রভাতকালে কৃতাজ্জলিপুটে
মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর
মধুপয় নামক লবণনগরীতে উত্তীর্ণ হইবামাত্র দেখিলেন

সেই দুই নিশাচর রাজকরস্বরূপ অন্তরাশি লইয়া বন হইতে
 প্রত্যাগমন করিতেছে। লবণ অতি বিকটাকার রাক্ষস ; সে
 ধূমের ন্যায় ধূতবর্ণ ; তাহার কেশ তাত্র শলাকার ন্যায় রক্ত-
 বর্ণ ; সর্বাঙ্গে বসাগন্ধ ; মাংসাশী রাক্ষসীগণ তদীয় চতুর্দিশে
 ভৈরব রবে কোলাহল করিতেছে ; দেখিলে বোধ হয় যেন
 জঙ্গম চিতাগ্নি চলিয়া আসিতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত লক্ষ্ম-
 গানুজ লবণকে বিশূল দেখিয়া এবং রক্তপ্রহর্তাদিগের জয়-
 লাভ অতি সুলভ এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ
 করিলেন। লবণ আক্রান্ত হইয়া শত্রুকে কহিল, কি সৌভাগ্য !
 অদ্য বিধাতা আমার উদরপূর্তির হৃদয়তা দেখিয়া বুঝি ভীত
 হইয়াই তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সে এই রূপে তর্জ্জন
 গর্জন করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড তরু, মুস্তান্তের ন্যায়
 অনায়াসে উৎপাটন করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিল।
 ক্ষিপ্ত রক্ষ সৌমিত্রির শাণিতাস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধপথে খণ্ড খণ্ড হইয়া
 গেল, তাহার কুমুদপরাগ মাত্র নিক্ষেপবেগে সঞ্চালিত হইয়া
 শত্রুর গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। নিশাচর রক্ষ ছিন্ন
 হইয়াছে দেখিয়া করাল ক্রতান্তমুষ্টির ন্যায় এক উপলখণ্ড
 প্রক্ষেপ করিল। শত্রু সুদৃঢ় ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা উহা বালুকা হই-
 তেও চূর্ণায়মান করিলেন। পরিশেষে লবণ স্বয়ং উদ্বাহ হইয়া
 উৎপাতপবনচালিত, একমাত্রতালরক্ষবিশিষ্ট, গিরিশৃঙ্গের ন্যায়
 অতিবেগে ধাবমান হইল। শত্রু তদীয় বক্ষঃস্থলে এক
 সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর শস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ-
 হৃদয় হইয়া পতনবেগে ভুকম্পসম্পাদন ও তাপসগণের কম্প-
 নাশ যুগপৎ সম্পাদন করিল। তাহার মৃত দেহে গৃধাদি
 বিহগশ্রেণী, তদীয় হস্তার মস্তকে বিদ্যাধরহস্তমুক্ত স্বর্গীয়
 কুমুমরুষ্টি, পতিত হইতে লাগিল। তাপসগণ পূর্ণকাম হইয়া
 বিনয়াবনত রাজপুত্রকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলেন। তখন নৃপ-
 নন্দন মনে মনে আপনাকে মেঘনাদান্তক মহাবীর লক্ষ্মণের

সহোদর বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে কালিন্দীর উপকূলে মথুরা নামে এক পরমেশ্বর্যশালিনী নগরী প্রাপ্ত করিয়া কিছু কাল তথায় অবস্থিতি করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বাণ্মীকি, জনক দশরথ উভয় মিত্রের সন্তোষার্থ সীতাতনয়দ্বয়ের যথাবিধি জাতকর্মাদি সংস্কার সমাধা করিলেন। প্রসবানন্তর কুশ ও লব দ্বারা তাঁহাদের গর্ভক্লেদ মার্জিত হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ, কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। ঠাণ্ডাবকাল অতিক্রম না হইতেই তাঁহা-দিগকে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি অধ্যয়ন করাইয়া স্বপ্রণীত প্রথম পদ্যগ্রন্থ রামায়ণসন্দর্ভ অধ্যয়ন করাইলেন। তাঁহারা রামায়ণ অধ্যয়ন করিয়া স্বীয় জননী জনকনন্দিনীর নিকট সর্বদা রামের সুমধুর চরিত্র গান করিতেন। তৎশ্রবণে মৈথিলীর বিরোগব্যথা ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল।

রামের কনিষ্ঠদ্বয়েরও দুই দুই পুত্র সন্তান হইল। শত্রু-য়ের এক পুত্রের নাম শত্রুঘাতী, অপরের নাম সুবাহু। তাঁহারাও অত্যল্প কালের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। মহাবীর শত্রুঘ্ন মথুরা ও বিদিশা নাম্নী দুই নগরীতে দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া রাম দর্শনার্থ অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। তিনি আগমনকালে মৈথিলীতনয়দ্বয়ের সুমধুর গীতরবে বাণ্মীকির তপোবন নিষ্পন্ন দেখিয়াও সে স্থান অতিক্রম পূর্বক অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ লবণান্তকের প্রতি সর্গোরব দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। শত্রুঘ্ন প্রথমতঃ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সীতাপরিত্যাগ প্রযুক্ত সীতাপতি একাকী সভাসন্ধানে বেষ্টিত হইয়া নৃপাসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনি তৎসন্নিধানে যাইয়া তদীয় চরণযুগলে প্রণিপাত করিলেন। মহানুভাব রামচন্দ্র যথেষ্ট অভিনন্দন পূর্বক তাঁহাকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সমস্ত

কুশলরত্নান্ত্র নিবেদন করিয়া আদ্য কবি বাল্মীকির আদেশ-
ক্রমে রামের পুত্ররত্নান্ত্র গোপনে রাখিলেন ।

একদা জমপদবাসী এক বিপ্র মৃত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া
নৃপতির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । সন্তানটি অতি বালক ।
ব্রাহ্মণ তাহাকে অক্লশয়া হইতে রাজদ্বারে নামাইয়া উচ্চৈঃ
স্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হা পৃথ্বি ! তুমি দশ-
রথের মরণানন্তর রামের হস্তগত হইয়া সাতিশয় শোচনীয়
হইয়াছ । রাজার অবিচার ভিন্ন প্রজাতে অকালমৃত্যু কদাচ
প্রবেশ করিতে পারে না । মহানুভাব রামচন্দ্র তাহার শোক-
রত্নান্ত্র শ্রবণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, কারণ ইক্ষ্বাকু-
দিগের রাজ্য আর কখনই অকালমৃত্যু পদার্পণ করিতে পারে
নাই । পরে “ক্ষণ কাল ক্ষমা করুন” এই বলিয়া শোকছুঃখিত
দ্বিজকে আশ্বাস প্রদান করিয়া দুর্দান্ত কৃতান্তকে পরাজয় করি-
বার মানসে তৎক্ষণাৎ পুষ্পক রথ স্মরণ করিলেন । রথ স্মরণ
মাত্র উপস্থিত হইল । রামচন্দ্র শস্ত্রগ্রহণপূর্বক রথে আরোহণ
করিয়া চলিলেন । পথিমধ্যে দৈববাণী হইল, “মহারাজ !
আপনকার প্রজাতে কোন অপচার ঘটিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া
উহা নিবারণ করুন, তাহা হইলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ।”
রাম সেই আশু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অপচার প্রশমনার্থ চারি
দিক্ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক ব্যক্তি রক্ষের
নিম্ন দেশে বহিস্থাপন করিয়াছে, স্বয়ং রক্ষশাখায় পাদদ্বয় উদ্বলন
করিয়া অধোমুখে ধূমপানপূর্বক ঘোরতর কঠোর তপস্যা করি-
তেছে । ধূমস্পর্শে তাহার দুই চক্ষু সাতিশয় রক্তবর্ণ হইয়াছে ।
পরে ধূমপায়ী তপস্বীকে নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন । সে
কহিল, মহাশয় ! আমি শূদ্র, আমার নাম শম্বুক, সাত্রাজ্যা-
ভিলাষে এই অত্যাশ্রিত তপস্যা করিতেছি । রাজা বিবেচনা করি-
লেন, এই ত বর্ণধর্মের ব্যতিক্রম দেখিতেছি । এ শূদ্র, ইহার
তপস্যায় অধিকার নাই, অতএব ইহার শিরশ্ছেদন করা

কর্তব্য। এই বলিয়া শাস্ত্র গ্রহণ পূর্বক তাহার মন্তক ছেদন করিলেন। শম্বুক স্বয়ং রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া ঘেরূপ সন্মতি লাভ করিল, শত বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিলেও সেরূপ সন্মতি লাভ করা দুর্ঘট হইত। রামের আগমনকালে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে এক অপূর্ব দিব্যভরণ প্রদান করিলেন। রাম-চন্দ্র ঋষিদত্ত দিব্য ভূষণ হস্তে ধারণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যা-গমন করিলেন। এ দিকে মৃত দ্বিজসন্তান সঞ্জীবিত হইল। ব্রাহ্মণ পুত্রলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কৃতান্ততাতা রামচন্দ্রের স্তব স্তুতি দ্বারা পূর্বোদিত নিন্দা পরিহার করিলেন।

অনন্তর রঘুবর অশ্বমেধার্থ অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন। কপি-রাক্ষসগণ ও নৃপগণ তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিলেন। ভুলোক ও নক্ষত্রলোক প্রভৃতি নানা লোক হইতে নিমন্ত্রিত মহর্ষিগণ আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্বারবতী অযোধ্যার চতুর্দ্বারে জনতা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন চতুমুখের চতুমুখ হইতে লোকস্রষ্টি হইতেছে। পরে মহা-সমারোহপূর্বক যজ্ঞকর্ম আরম্ভ হইল। সমারোহের কথা অধিক কি বলিব, যে যজ্ঞে যজ্ঞবিয়কর্তা রাক্ষসগণই রক্ষক হইয়াছিল। রাম দারানুরপরিগ্রহ না করিয়া শ্লাঘ্যজায়া সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি যজ্ঞশালায় রাখিয়া যজ্ঞকর্ম সমাধা করিলেন। এ দিকে কুশ লব উপাধ্যায় বাত্মীকির আদেশ ক্রমে ইতস্ততঃ তৎপ্রণীত রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইল। কেনই বা চমৎকৃত না হইবে, একে ত রামের চরিত্রই অতি পবিত্র, কেবল কথায় বলিলেও মনোহরণ করে, তাহাতে আবার মহাকবি বাত্মীকি গ্রন্থকর্তা, গায়ক দুটি অতি অম্পবয়স্ক, তাহাদিগের রূপ দেখিলেই লোকের মন মোহিত হইয়া যায়, আবার স্বর কিন্নরস্বরের ন্যায় অতিশয় মধুর। মহারাজ রামচন্দ্র লোকপরম্পরায় শুনিলেন, কুশ ও লব নামক দুই বালক অতিশয় রূপবান্ এবং তাহারা অতি চমৎকার গান

করিতে পারে। শুনিয়া পরম সমাদর পূর্বক তাহাদিগকে আনয়ন করিয়া এবং গান শুনিয়া ষৎপারোনাশ্তি সন্তুষ্ট হইলেন। সভা-সঙ্গাণ কুশ লবের সুমধুর গান শুনিয়া নির্বাত বনস্থলীর মায় নিষ্পন্দ ভাব অবলম্বন পূর্বক রোদন করিতে লাগিল। বালক দুটি অল্পবয়স্ক, রামের বয়ঃক্রম পরিণত হইয়াছে; তাহাদের ব্রহ্মচারীর বেশ, রামের রাজবেশ, এই মাত্র প্রভেদ; নতুবা আর সর্বাংশেই তাহাদিগের তিন জনের পরস্পর সৌমাদৃশ্য দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল। কুশ লবের প্রবীণতা দেখিয়া ষাদৃশ বিস্ময় হইল, রাজা রামচন্দ্রকে পারিতোষিক প্রদানে পরাজুথ দেখিয়া ততোধিক বিস্ময় হইতে লাগিল। পরে তোমরা কাহার নিকট এই গান শিক্ষা করিয়াছ? এবং এই গ্রন্থখানি কোন্ কবির প্রণীত? রাজা কর্তৃক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া কুশ লব মহর্ষি বাত্মীকির নাম করিলেন।

অনন্তর রঘুনাথ ভ্রাতৃবর্গের সহিত বাত্মীকিসন্নিধানে যাইয়া তদীয় পদে সমস্ত সাত্রাজ্য সমর্পণ করিলেন। ককণাময় বাত্মীকি রামের নিকট কুশ লবের পরিচয় প্রদান করিয়া পুত্র-বতী সীতাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহানুভব রামচন্দ্র কহিলেন, তাত! আপনকার স্মৃষা আমার সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দুর্দান্ত দশাননের দুরাত্মতা প্রযুক্ত অত্রত্য প্রজাগণ তাহা বিশ্বাস করে না, অতএব সীতা স্বীয় সাধু চারিত্র্য প্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিন, পরে আপনকার আজ্ঞাক্রমে আমি পুত্রবতী মৈথিলীকে পুনর্বার গ্রহণ করিতে পারি। রাজা এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মহর্ষি শিষ্যগণ দ্বারা জানকীকে আশ্রয় হইতে আনয়ন করিলেন। একদা রামচন্দ্র প্রকৃত কার্যের অনুরোধে পুরবাসী লোকদিগকে একত্রিত করিয়া মহর্ষির নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। পরম কাঞ্চণিক বাত্মীকি পুত্রবতী জনকতনয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সীতার পরিধান রক্ত বস্ত্র,

কোনরূপ ঐক্য নাই, সর্বদাই অধোদৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া
 প্রজাগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া অনুমান করিল। তখন তাহার
 রামদয়িতার দৃষ্টিপথ হইতে স্ব স্ব দৃষ্টি প্রত্যাবর্তন করিয়া লজ্জায়
 অধোবদন হইয়া রহিল। কুশাসনোপবিষ্ট মহর্ষি সীতাকে
 আদেশ করিলেন, বৎসে! ভর্তার সমক্ষে স্বীয় সাধু চারিত্র্য
 প্রদর্শন পূর্বক এই সমস্ত সমাগত লোকদিগকে নিঃসংশয় কর।
 অনন্তর মহর্ষি বাম্মীকির এক শিষ্য সীতার হস্তে পবিত্র জল
 অর্পণ করিলেন। সীতা সেই জলে আচমন করিয়া পৃথিবীকে
 সম্বোধিয়া কহিলেন, ভগবতি বিশ্বস্তরে! যদি আমি কায়মনোবাক্যে
 কদাচ পতির প্রতিকূলাচরণ না করিয়া থাকি তবে আমাকে স্বীয়
 গর্ভমধ্যে অবকাশ প্রদান করুন। পতিব্রতা সীতা এই কথা
 উচ্চারণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ভূতলে এক রক্ত উৎপন্ন হইল,
 এবং সেই রক্ত হইতে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভামণ্ডল নির্গত হইল।
 অনতিবিলম্বেই তেজঃপুঞ্জমধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্প লক্ষ্য হইতে
 লাগিল। সর্পের বিস্তৃতফণোপরি এক দিব্য সিংহাসন। সেই
 সিংহাসনে সাক্ষাৎ বসুন্ধরা দেবী বসিয়া আছেন। পৃথ্বী স্বপুত্রী
 সীতাকে ক্রোড়ে করিলেন। সীতা স্বীয় ভর্তার প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিয়া রহিলেন। রাম সসম্মানে পৃথিবীকে বারংবার নিষেধ
 করিতে লাগিলেন। অবনী সেই নিষেধবচন শ্রবণ করিতে করিতে
 আপন পুত্রীকে লইয়া রসাতলে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর
 রামচন্দ্র ধরিত্রীর প্রতি সান্তিশয় সংরুদ্ধ হইয়া হস্তে ধনুর্বাণ
 লইলেন। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ বশিষ্ঠ দৈবঘটনা দুর্নিবার বলিয়া
 তাঁহার কোপশান্তি করিলেন।

রঘুপতি অশ্বমেধাবসানে ঋষিগণ ও মুহুরীগণকে যথাযোগ্য
 পুরস্কার প্রদান পূর্বক বিদায় করিয়া সীতাগত স্নেহ তদীয় পুত্র-
 দ্বয়ের প্রতি সমর্পণ করিলেন। পরে ভারতমাতুল যুধাজিতের
 আদেশক্রমে ভারতকে সিন্ধুনামক জনপদের অধীশ্বর করিলেন।
 মহাবীর ভারত তথায় গন্ধর্বদিগকে পরাজয় করিয়া অদ্রাপহরণ

পূর্বক আতোদ্যমাত্র গ্রহণ করাইলেন। তক্ষ ও পুঙ্কল নামে ভরতের দুই রাজধানী ছিল। তিনি তক্ষ ও পুঙ্কল নামক সর্ব-
গুণাশ্রিত দুই পুত্রকে উক্ত দুই নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া রামের
নিকট আগমন করিলেন। লক্ষ্মণও রঘুনাথের আদেশক্রমে অঙ্গদ
ও চন্দ্রকেতু নামক দুই পুত্রকে কারাপথের অধীশ্বর করিলেন।
তঁাহারা এই রূপে স্ব স্ব পুত্রদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং
ক্রমশঃ স্বর্গারূঢ় জননীবর্গের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপন করিয়া
সংসারকার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন।

একদা স্বয়ং সংহারকর্তা মুনিবেশ ধারণ পূর্বক রামসন্নিধানে
আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমরা দুই জনে নির্জনে কোন
পরামর্শ করিব, যদি কেহ তৎকালে আমাদের নিকটে আসিয়া
রহস্য ভেদ করে তাহাকে অন্যের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে।
রাম তাহাই স্বীকার করিয়া ঋষিবেশধারী কৃতান্তকে নির্জনে লইয়া
গেলেন, এবং লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন।
ছদ্মবেশী ঋষি রামের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক কহিলেন,
ব্রহ্মা আপনাকে স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।
তঁাহারা দুই জনে এই বিষয়ের পরামর্শ করিতেছেন, ইত্যবসরে
মহর্ষি দুর্কাসাঃ রাজদর্শনার্থ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।
লক্ষ্মণ রামের প্রতিজ্ঞার্ত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও দুর্কাসার অভি-
সম্পাতভয়ে রামের নিকট সংবাদ দিতে যাইয়া রহস্য ভেদ
করিলেন। রহস্য ভেদ করিয়াছেন বলিয়া তিনি সরযুতীরে
যোগমার্গে তনুত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা অন্যথা
করিলেন না।

লক্ষ্মণ স্বর্গারোহণ করিলে রামের নিতান্ত ঔদাস্য হইল।
তিনি কুশাবতীনামক রাজধানীতে কুশকে এবং শরাবতীনামক
রাজধানীতে লবকে অভিষিক্ত করিয়া একদা ভ্রাতৃবর্গের সহিত
উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতাগণ
প্রগাঢ় রাজভক্তি প্রযুক্ত রোদন করিতে করিতে তঁাহার সঙ্গে সঙ্গে

চলিল । কপিরাক্ষসগণ তদীয় অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎপদবীর অনু-
বর্তী হইল । রাম ক্রমে ক্রমে সরযুতীরে উত্তীর্ণ হইলেন । তাঁহার
আরোহণার্থে স্বর্গ হইতে দিব্য রথ আসিয়া উপস্থিত হইল ।
ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অনুকম্পা করিয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন
তোমরা এই সরযুজলে নিমগ্ন হইলেই স্বর্গে আরোহণ করিতে
পারিবে । অনুষায়িগণ তাঁহার আদেশক্রমে গোপ্রতরণরূপে
সরযুতে মগ্ন হইতে লাগিল । তদবধি সরযুর সেই স্থানটী গোপ্রত-
রণনামক পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রথিত হইল । অনন্তর সুগ্রীবাদি
দেবাংশ সকল স্ব স্ব মূর্তি পরিগ্রহ করিলেন । পুরবাসিগণ
নরদেহ পরিত্যাগ পূর্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ
করিল । রাম ত্রিদশীভূত পৌরবর্গের নিমিত্ত স্বর্গান্তর সৃষ্টি
করিলেন । ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ এই রূপে দশাননের
শিরশ্ছেদনরূপ দেবকার্য্য সমাধা করিয়া, এবং দক্ষিণ গিরি চিত্র-
কূটে ও উত্তর গিরি হিমালয়ে বিভীষণ ও পবনাত্মজকে কীর্ত্তিস্তম্ভ
স্বরূপ স্থাপন করিয়া স্বকীয় বিশ্বব্যাপী কলেবরে পুনর্ব্বার প্রবেশ
করিলেন ।

ষোড়শ সর্গ।

রঘুবংশ অষ্ট শাখায় বিস্তৃত হইয়া উঠিল। লবাদি সপ্ত ভ্রাতা কুলক্রমাগত সৌভ্রাতানুসারে বিদ্যাজ্যোষ্ঠ ও বয়োজ্যোষ্ঠ কুশকে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যজাতের আধিপত্য প্রদান করিলেন, এবং পরস্পর নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। একদা নিশীথকালে কুশ শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন, প্রদীপ স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে, পরিজনবর্গ নিদ্রা যাইতেছে, ইত্যবসরে প্রোষিতভর্তৃকাবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কুশের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহানুভাব কুশ সবিম্বয় মনে শরীরের পূর্ব্বাঙ্গ শয্যা হইতে উত্থাপন করিয়া দেখিলেন, দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ বদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু আদর্শতলে প্রতিবিম্বের ন্যায় এক অপরিচিতা কামিনী শয্যাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি কে ? কাহার রমণী ? কি নিমিত্তই বা এই নিবিড়ান্ধকার নিশীথসময়ে আমার নিকট আসিয়াছ ? গৃহের দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ বদ্ধ রহিয়াছে, তোমার কোন যোগপ্রভাবও লক্ষ্য হইতেছে না, তবে তুমি কি রূপে এ স্থানে প্রবেশ করিলে ? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তুমি সাতিশয় দুঃখিতা আছ, দেখ, বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিও, রঘুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়, ইহাদিগের মন কদাচ পরজীতে অনুরক্ত নহে।

ইহা শুনিয়া সেই কামিনী কহিলেন, মহারাজ ! আমি অযোধ্যা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আপনকার পিতা স্বপদে প্রস্থান

করিয়াছেন । সুতরাং আমি সম্প্রতি অনাথা হইয়াছি । হায় !
 কি পরিতাপের বিষয়, আমি ইতিপূর্বে রাজস্বতী অবস্থায় বিছুতি
 দ্বারা পরমেশ্বর্যশালিনী অলকাপুরীকেও পরাভব করিয়াছি, এক্ষণে
 সমগ্রশক্তিসম্পন্ন ভবাদৃশ রঘুবংশীয় ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতেও
 আমার এই দুর্দশা ঘটিল । আহা ! প্রভু ব্যতিরেকে আমার কি
 ভুরবস্থা না ঘটিতেছে ; আমার শত শত অট্টালিকা বিশীর্ণ হই-
 তেছে, প্রাকারবেষ্টন সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, দিনাবসানের
 ঘনাবলী প্রচণ্ড বায়ুবেগে খণ্ড খণ্ড হইলে আকাশমণ্ডলী দেখিতে
 যেরূপ হয় সম্প্রতি অযোধ্যার ভগ্নাগার সকল সেইরূপ হইয়াছে ।
 কামিনীগণ চরণে উজ্জ্বলতর নূপুর ধারণ পূর্বক সুমধুর রণরণায়িত
 শব্দে মনোহরণ করিয়া অযোধ্যার যে রাজপথে গমনাগমন করিত,
 অধুনা সেই রাজমার্গ শিবাগনের সঞ্চারমার্গ হইয়াছে । সঞ্চার-
 কালে সেই সকল শৃগালী মুখ ব্যাদান পূর্বক ভীষণ শব্দ করিতে
 থাকে, এবং তাহাদিগের মুখ হইতে ভয়ঙ্কর উল্কা নির্গত হয় ।
 যে সকল দীর্ঘিকাঙ্গল প্রমদাগণের সুকুমার করাগ্র দ্বারা মৃদু মৃদু
 তাড়িত হইয়া মৃদঙ্গের ন্যায় গম্ভীর মনোহর ধ্বনি করিত, এক্ষণে
 বন্য মহিষগণের বিশালশৃঙ্গাঘাতে প্রচণ্ড রূপে আহত হইয়া সেই
 সকল জল হইতে অতি কঠোর শব্দ নিঃসৃত হইতেছে । আহা !
 অযোধ্যার ক্রীড়াময়ূরগণ যন্ত্ররূপ বাসস্থানের অভাবে রক্ষণাথায়
 বাস করিতেছে, মুরজশব্দভাবে নৃত্যহীন হইয়াছে, এবং দাবা-
 নলশিখা দ্বারা তাহাদিগের মনোহর বহুভারের অগ্রভাগ দক্ষ
 হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ক্রীড়াময়ূর হইয়াও সম্প্রতি বন্যময়ূর-
 বৎ কষ্ট ভোগ করিতেছে ।

হায় ! আমার যে সকল সোপানমার্গে প্রমদাগণ সালঙ্কক চরণ-
 যুগল নিক্ষেপ করিত, অধুনা ভীষণ শাদূলগণ সেই সকল সোপান-
 পথে মৃগকধিরাদ্রি চরণ অর্পণ করিতেছে । মনোহর সোঁধাবলীর
 ভিত্তিকলকে চিত্রিত পদ্মবনের মধ্যে যে সকল চিত্রিত মত্ত হস্তী
 আছে, যাহাদের মুখে চিত্রার্পিত করেণুকাগণ কৃত্রিম মৃগাল-

খণ্ড অর্পণ করিতেছে, সম্প্রতি প্রচণ্ড মৃগেন্দ্ৰের নখাকুশপ্রহারে তাহাদিগের কুন্তদেশ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। রমণীয় প্রাসাদপুঞ্জে শুভ্রকলাপস্থ দাক্ষয়ী ষোষিৎপ্রতিকৃতির বর্ণ-বিন্যাস বিশীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের ধূসরবর্ণ কলেবরে ভুজঙ্গবিমুক্ত নির্মোক সকল শুনাবরণস্বরূপ বিরাজমান হইতেছে। আহা! কি পরিতাপের বিষয়, যে সকল সুধাধবলিত প্রাসাদভিত্তিতে চন্দ্রকিরণাবলী প্রতিফলিত হইয়া অতি মনো-হর শোভা সম্পাদন করিত, এক্ষণে সেই সকল সৌধরাজি কালক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে ইতস্ততঃ তৃণা-ঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মুক্তাফলের ন্যায় স্বচ্ছ চন্দ্রকর-জাল আর তাহাতে পূর্ববৎ প্রতিফলিত হয় না। বিলাসিনীগণ ভঙ্গভয়ে আমার উদ্যানলতার যে সকল সুকোমল শাখাপল্লব অতি সদয় ভাবে অবনত করিয়া পুষ্পচয়ন করিত, সম্প্রতি বন্য পুলিন্দগণ এবং বানরগণ সেই সকল শাখাপল্লব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কতই কষ্ট দান করিতেছে। হায়! অযোধ্যার আর কি সেরূপ অপরূপ শোভা আছে। সুরমা হর্ম্যাবলীর বিচিত্র সুবর্ণরচিত বাতায়নকলাপ আর পূর্বের ন্যায় দিবাভাগে কামিনীগণের মুখকমলে এবং রজনীযোগে দীপালোকে অলঙ্কৃত হয় না, সম্প্রতি উহা লূতাতন্তুজালে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অযোধ্যার অধঃস্থিত সরযু নদী উপান্তজাত বেতসবনে আচ্ছাদিত হওয়াতে হতস্ত্রী হইয়াছে। ফলতঃ প্রভুর অবিদ্যামানে অযোধ্যা নগরীর এই সকল দুর্দশা ঘটিয়াছে। অতএব তোমার পিতা যেমন মানুষকলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় পরমাত্ম-মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ তোমাকেও এই কুশাবতী পরিত্যাগ পূর্বক টেপতুক রাজধানী অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে হইবে।

রঘুশ্রেষ্ঠ কুশ তথাস্তু বলিয়া তদীয় বাক্য স্বীকার করিলেন। তখন দেবী মুখপ্রসাদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অন্তর্হিত হই-

লেন । নৃপতি প্রাতঃকালে সেই অদ্ভুত রাত্রিরতান্ত্র সভাসদ ব্রাহ্মণ-
গণকে আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন । তাঁহারা শুনিয়া কুলরাজ-
ধানী কুশকে স্বয়ং বরণ করিতে আসিয়াছিলেন এই নিশ্চয় করিয়া
ভূপালকে যথেষ্ট অভিনন্দন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে কুশ
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কুশাবতী সম্প্রদান করিয়া সৈন্য সামন্ত সমভি-
বাহারে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন ।

মহারাজ কুশ অযোধ্যার উপকণ্ঠস্থ সরযু নদীর উপকূলে উপ-
স্থিত হইয়া রঘুবংশীয় প্রাচীন ভূপতিগণের শত শত যূপস্তম্ভ
দেখিতে পাইলেন । তাহার সুশীতল বায়ু সেবনে অধুশ্রম অপ-
নীত করিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, এবং
নগরসংস্কারার্থ সহস্র সহস্র শিল্পিলোক নিযুক্ত করিলেন । শিল্পি-
গণ কতিপয় দিবসের মধ্যে অযোধ্যা নগরীকে পুনর্বার নবীন-
প্রায় করিল । নগরসংস্কারানন্তর বাস্তবিকবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা
নগরীর পূজা সম্পাদন করিয়া রাজা রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন ।
তিনি গৃহপ্রবেশ করিলে অযোধ্যা সর্বালঙ্কারভূষিত যৌষিতির
ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল । মহারাজ কুশ এই রূপে নগর-
শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া ত্রিদশাধিপতির ন্যায় একাধিপত্য করিতে
লাগিলেন ।

এ দিকে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত । দিনমণি দক্ষিণ দিক্ পরিত্যাগ
করিয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ; উত্তর
দিক্ হিমক্ষরণচ্ছলে সুশীতল আনন্দবাষ্প পরিত্যাগ করিতে
লাগিল ; দিবসের তাপরুদ্ধি হইল ; রজনী দিন দিন ক্ষীণ হইয়া
উঠিল ; দীর্ঘিকাভল শৈবালবিশিষ্ট সোপান হইতে প্রতিদিন
অধোভাগে গমন করিতে আরম্ভ করিল ; দীর্ঘিকাস্থ শুষ্ক মৃণালদণ্ড
সকল জলাভাবে ক্রমে ক্রমে উদ্ভগ্ন হইতে লাগিল ; বনে নবমল্লিকা
ফুটিল ; মধুকরগণ বিকসিত নবমল্লিকাজালে পাদ নিক্ষেপ করিয়া
গুন্ গুন্ রবে যেন প্রস্ফুটিত কোরকাবলী গণনা করিতে আরম্ভ
করিল ; ধনিকগণ যন্ত্রপ্রবাহসিক্ত ধারাগৃহে চন্দনরসধৌত সুশীতল

মণিময় শিলাশায়ায় শয়ন করিয়া আতপতাপ অতিবাহিত করিতে লাগিল ।

একদা রাজাধিরাজ কুশ বায়ুসেবনার্থ সরযুতীরে যাইয়া দেখিলেন, উন্মাদ রাজহংসগণ সরযুর তরঙ্গবেগে আন্দোলিত হইয়া জলবিহার করিতেছে, এবং তীরস্থ লতাকুসুমের জলপ্রবাহ বিভূষিত হইয়াছে । তদর্শনে তিনি জলবিহার করিতে উৎসুক হইলেন । অনন্তর সরযুতটে পটগৃহ স্থাপন পূর্বক সহস্র সহস্র জালিক পুরুষ দ্বারা জলস্থ নক্সাদি হিংস্র অন্ত্র সকল অপসারিত করিলেন । নদী পরিশোধিত হইলে জলবিহারার্থ অবরোধবর্গের সহিত সরযুর সোপানপথে অবতীর্ণ হইলেন । অবরোধকালে তদীয় অন্তঃপুরসুন্দরীগণের কেশুরবিঘটনরবে এবং নৃপুরবানৎকারে জলস্থ কলহংস সকল চকিত হইয়া উঠিল । রাজা অবরোধবর্গের বারিবিহারকৌতুক দর্শনার্থ নৌকাধিরোহণ করিলেন । কামিনীগণ জলবিহার আরম্ভ করিলে তিনি স্বকীয় পার্শ্বগত চামরগ্রাহিণী কিরাতীকে কহিলেন, দেখ কিরাতি ! বারিবিহারাসক্ত মদীয় অবরোধবর্গের গাত্রস্থলিত অঙ্গরাগ সংসর্গে সরযুর জল সায়ংকালীন মেঘমালার ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে ; বারিবিহারিণীগণের কর্ণচ্যুত শিরীষকুম্ভাবলী তরঙ্গবেগে সঞ্চালিত হইয়া ঠৈবালপ্রিয় মীনগণকে ছলনা করিতেছে ; অন্তঃপুরিকাগণ সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে গভীর মৃদঙ্গবাদ্যের ন্যায় অতি মনোহর বারিবাদ্য করিতেছে ; তীরস্থ ময়ূরগণ তৎপ্রবণে মেঘগর্জন জ্ঞানে উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া কেকারব করিতেছে ; ক্রীড়াসক্ত সখীগণের করোৎপীড়িত বারিধারা উছাদিগের চূর্ণকুন্তলস্থ কুসুমরেণু সংস্পর্শে রক্তবিন্দুর ন্যায় পতিত হইতেছে । দেখ এই কামিনীগণের কেশপাশ আলুলায়িত এবং পত্রলেখা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে ; তথাপি ইছাদিগের মুখস্ত্রী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে । এই বলিয়া কুশ নৌকা হইতে অবরোধপূর্বক অমরাপরিহৃত দেবরাজের ন্যায় অবলাগণে পরি-

বেষ্টিত হইয়া জলবিহার করিতে আরম্ভ করিলেন । অবলাগণ তদীয় সংসর্গে ইন্দ্রনীলসংসর্গিত মুক্তামণির ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল । তাহারা সকৌতুক মনে সুবর্ণশৃঙ্গ দ্বারা কুশের সর্বাঙ্গে বর্ণবারি সেচন করিতে লাগিল ।

রামচন্দ্র কুশের রাজ্যাভিষেক কালে তাঁহাকে অগস্ত্যদত্ত এক অপূর্ব দিব্যাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন । সম্প্রতি সেই আভরণ ক্রীড়াসক্ত কুশের হস্ত হইতে সলিলে স্থলিত হইল । মহারাজ কুশ জলবিহারানন্তর প্রমদাগণের সহিত তীরস্থ উপ-কার্য্যায় আগমন করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার বাহুতে সে দিব্যাভরণ নাই । তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পিতৃদত্ত জৈত্রাভরণের লাভপ্রত্যাশায় জালিক পুরুষদিগকে অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন । তাহারা বহুতর প্রযত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না । পরে নৃপতিগোচরে আসিয়া বিনীত বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ ! আমরা অনেক অন্বেষণ করিয়াও আপন-কার আভরণ পাইলাম না । এই হ্রদের অভ্যন্তরে কুমুদ নামে নাগরাজ বাস করেন । বোধ হয়, লোভ প্রযুক্ত তিনিই অপহরণ করিয়া থাকিবেন ।

অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া মহারাজ কুশের দুই চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি নাগরাজের আশু বিনাশার্থ গাকড়াস্ত্র সন্ধান করিলেন । শর সন্ধান করিবামাত্র হ্রদের জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, এবং করিব্রংহিতের ন্যায় তথা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিতে লাগিল । ক্ষণ কাল পরে নাগরাজ কুমুদ পরম সুন্দরী এক কুমারী সমভিব্যাহারে করিয়া হ্রদ হইতে গাত্রোথান করিলেন । কুশ সেই কুমারীর করদেশে স্বকীয় দিব্যাভরণ অবলোকন করিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্বক গাকড়াস্ত্র প্রতি-সংহার করিলেন । কুমুদ ত্রিলোকনাথ রঘুনাথের পুত্রকে প্রণিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! আমি আনি আপনি সুরকার্য্যোদ্যত রামরূপী ভগবান্ নারায়ণের পুত্র । আপনি

আমার আরাধনীয় বস্তু । আমার কি সাধ্য যে, জানি আপন-
কার কোপোদ্দীপন করি । আমার এই ভগিনীটী কন্দুকক্রীড়া
করিতেছিল । এমত সময়ে হ্রদ হইতে অধঃপতিত ভবদীয়
জাজ্বল্যমান জৈত্রাভরণ অবলোকন করিয়া বালচাপল্য প্রযুক্ত
গ্রহণ করিয়াছে । অতএব হে মহারাজ ! এক্ষণে আপনি আপন-
কার আজানুলম্বিত ভুজে পুনর্বার এই দিব্যাভরণ সংযোজিত
করুন এহং আমার এই কনিষ্ঠা ভগিনী কুমুদতীকে স্বীয় সহধর্মিণী
রূপে গ্রহণ করুন ।

কুশ কুমুদের প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন । নাগরাজ
কুমুদ বন্ধুবান্ধবের সহিত কুমুদতীকে যথাবিধি সম্প্রদান করি-
লেন । রাজা প্রজ্বলিতহৃতাশনসমীপে ধর্মদার রূপে কুমুদতীর
পাণিগ্রহণ করিলে দেবগণ ছন্দুভিধ্বনি এবং পুষ্পহুষ্টি করিতে
লাগিলেন । এই রূপে নাগরাজ কুমুদ ত্রিলোকীনাথ রামচন্দ্রের
পুত্রকে এবং রঘুরাজ কুশ তক্ষকের পঞ্চম পুত্র কুমুদকে মিত্র লাভ
করিয়া পরম্পর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন । তাঁহাদের পরম্পর
সম্বন্ধ হওয়াতে কুমুদ চিরশত্রু গন্ধড়ের ভয় হইতে পরিত্রাণ
পাইলেন এবং কুশের রাজ্যে সর্পভয় নিবৃত্ত হইল ।

সপ্তদশ সর্গ ।

কুমুদতীর গর্ভে কুশের এক পুত্র সন্তান হইল । তাঁহার নাম অতিথি । সেই পরম সুন্দর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃ-কুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই পবিত্র করিলেন । মহারাজ কুশ স্বীয় তনয়কে প্রথমতঃ কুলোচিত বিদ্যার অর্থগ্রাহী পরে পরম সুন্দরী নৃপদুহিতাগণের পাণিগ্রাহী করিলেন । একদা রাজাধিরাজ কুশ ইন্দ্রের সাহায্যার্থ দুর্জয়নামক দুর্দান্ত দানবের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে তিনি দুর্জয়কে বিনাশ করিলেন এবং দুর্জয়ও তাঁহাকে বিনাশ করিল । নাগ-রাজের কনিষ্ঠ ভগিনী কুমুদতী ভর্তৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কুশের সহগমন করিলেন । মরণানন্তর কুশ ইন্দ্রের আসনান্ধ-ভাগী সহচর এবং কুমুদতী শচীর পারিজাতাংশহারিণী সহ-চরী হইলেন ।

প্রাচীন মন্ত্রিবর্গ সংগ্রামাভিমুখ প্রভুর পশ্চিম নিদেশ স্মরণ করিয়া তৎপুত্র অতিথির অভিষেকের নিমিত্ত শিপিগণ দ্বারা চতুস্তম্ভাধিষ্ঠিত এক নবীন মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন এবং সেই মণ্ডপে সুবর্ণকুস্তস্থ তীর্থবারি দ্বারা ভদ্রপাঠোপবিষ্ট অতিথিকে অভিষেক করিলেন । প্রবীণ জাতিবর্গ দূর্বা, যবাকুর, প্লক্ষত্বক, অভিন্নপুট বাল পল্লব প্রভৃতি নির্যম্যুনা সামগ্রী সকল জারাকে সম্প্রদান করিলেন । মন্ত্রপুত্র পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া রুচি-ধোত সৌদামিনীর ন্যায় তাঁহার তেজঃপুঞ্জ দ্বিগুণতর প্রসন্ন হইয়া উঠিল । স্থানে স্থানে নৃত্যগীত স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল । বন্দিগণ সুমধুর স্বরে স্তুতিপাঠ সুরিতে লাগিল ।

অতিথি অভিষেকান্তে স্নাতক ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন । বিচক্ষণ দ্বিজগণ পর্য্যাপ্ত ধনলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিলেন । তিনি অধিরাজ হইয়া বদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধন ছেদ করিয়া দিলেন । ভারবাহন, গোদোহন প্রভৃতি জন্তুবর্গের ক্লেশকর কার্য্য সমুদায়ই নিষেধ করিলেন । ক্রীড়াবিহঙ্গমগণ তাঁহার আদেশক্রমে পঙ্করবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া গেল ।

অনন্তর অতিথি রাজা, বেশ গ্রহণার্থ কক্ষান্তরন্যস্ত পবিত্র গজদন্তাসনে উপবেশন করিলেন । প্রসাধকগণ হস্ত ক্ষালন পূর্ব্বক ধূপসংস্পর্শে তদীয় কেশসংস্কার করিয়া তাঁহাকে নানা-বিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিল । মৃগনাভিসুবাসিত চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ ও গোরোচনা দ্বারা পত্ররচনা করিয়া দিল । অতিথি অলঙ্কৃত হইয়া, গলে মাল্য ধারণ করিয়া এবং হংসচিত্রিত বিচিত্র ছুকুলযুগল পরিধান করিয়া রাজলক্ষ্মীবধূর বরের ন্যায় দর্শনীয় হইলেন । হিরণ্ময় আদর্শতলে নেপথ্যশোভা সন্দর্শন কালে তাঁহার মুকুরপ্রবিষ্ট প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন রবিকরস্পৃষ্ট সূর্য্য পর্ব্বতে কম্পতরু প্রতিফলিত হইয়াছে । অতিথি এই রূপে বেশ ভূষা সমাপন করিয়া দেবসভাতুল্য রাজসভায় গমন করিলেন । পরিচারকগণ হস্তে ছত্র চামর লইয়া জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল । রাজা রাজসভায় প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রাতপবিশিষ্ট টৈপতৃক নৃপাসনে উপবেশন করিলেন । প্রণতিপরায়ণ নৃপগণের মণিময় মুকুট দ্বারা তদীয় নৌবর্ণ পাদপীঠ উদ্ভাটিত হইতে লাগিল । অনুজীবীগণ সেই নবীন রাজার প্রসন্ন মুখরাগ ও সম্মিত বচনপ্রয়োগ দেখিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান বিশ্বাস বলিয়া মনে করিতে লাগিল ।

পরিশেষে অতিথি ঐরাবতাদিক্রুত সুরপতির ন্যায় গজরাজে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করিয়া অযোধ্যা নগরীকে

ত্রিদশনগরীর ন্যায় শোভমান করিলেন । ভ্রমণকালে পুরসুন্দরীগণ তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও একান্ত চমৎকৃত হইল । অযোধ্যার সুপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবী সকল প্রণতিসময়ে প্রতিমাগত সারিষ্য দ্বারা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনু-গ্রহ প্রকাশ করিলেন । অগ্রে ধূমোদ্গম তদনন্তর বহ্নিশিখা উদ্ভিত হইয়া থাকে, অগ্রে সূর্য্যোদয় তদনন্তর কিরণজাল বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, তৈজস পদার্থের এইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু অতিথি রাজা তেজস্বী হইলেও তাঁহাতে সেই ক্রমের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল ; তিনি এক কালেই তেজঃপ্রতাপাদি সমস্ত রাজগুণের সহিত অভ্যাদয়শালী হইয়া উঠিলেন ।

অভিষেকজলাপ্লুত মণ্ডপবেদী পরিশুদ্ধ না হইতেই তদীয় দুঃসহ প্রতাপ দিগন্তব্যাপী হইল ; না হইবে কেন, মহর্ষি বশিষ্ঠের সম্মুখ এবং অতিথির তীক্ষ্ণাস্ত্র উভয়ে একত্রিত হইলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে ? মহারাজ অতিথি ধার্ম্মিকের পরম মিত্র, অধার্ম্মিকের প্রচণ্ড শত্রু ছিলেন । তিনি অতন্দ্রিত হইয়া প্রতি-দিন অর্থিপ্রত্যর্থীগণের ব্যবহার দর্শন করিতেন, এবং ব্যবহার দর্শনানন্তর অধিকৃত লোকদিগের আবেদন শুনিয়া পাত্রানুসারে ফলযোজনা করিতেন । প্রজাগণ কুশের রাজত্বকালে যেরূপ সম্পন্ন হইয়াছিল, অতিথির সময়ে ততোধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিল । তিনি যাহা বলিতেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । যাহা দান করিতেন তাহা আর কদাপি প্রত্যাহরণ করিতেন না । কেবল শত্রুদিগকে আদৌ উৎখাত পশ্চাৎ প্রতিরোপিত করিয়া তাঁহার ঐ দৃঢ় ব্রত ভঙ্গ হইয়াছিল । রূপ, যৌবন এবং সম্পত্তি ইহার প্রত্যেকেই মদকারণ, কিন্তু এই কারণসমষ্টি থাকিতেও অতিথির মন কিঞ্চিৎমাত্র বিকৃত হইত না । তিনি অহরহঃ প্রজারঞ্জন করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে তাহাদিগের অনুরাগ-ভাজন হইলেন, সুতরাং অভিনব ভূপাল হইয়াও দৃঢ়মূল তরুর ন্যায় বিপক্ষগণের নিতান্ত অক্ষোভ্য হইয়া উঠিলেন । বাহ্য

শত্রুগণ অনিত্য, তাহারা কদাচিৎ রোষ কদাচিৎ বা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহারা শরীর হইতে অনেক দূরে আছে, অতএব তিনি অগ্রেই অভ্যন্তরস্থ কামাদি দুর্জয় রিপুবর্গ জয় করিলেন । রাজলক্ষ্মী স্বভাবতঃ চপলা হইয়াও সেই মহানুভাবের কাছে নিকষোপলস্থ হেমরেখার ন্যায় স্থির ভাব অবলম্বন করিলেন । শৌর্য্যবিহীন রাজনীতি কেবল কাতরতামাত্র, এবং নীতিহীন শৌর্য্য স্থাপদচেষ্টিতের ন্যায় হিংস্রহৃতিমাত্র, এই ভাবিয়া তিনি নীতিগর্ভ শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন ।

অতিথি রাজা সর্বত্র একরূপ প্রণিধি প্রেরণ করিতেন যে, তদীয় অধিকারমধ্যে অতি সামান্য ঘটনাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘটিতে পারিত না । দিবারাত্রির যে বিভাগে যাহা কর্তব্য বলিয়া নৃপাধিকার শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনি অসন্দিহান চিত্তে তাহা সম্পন্ন করিতেন । প্রত্যহই তাঁহার রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত ঘোরতর বিচার হইত । বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা অহরহঃ ব্যবহার করিলেও আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা অন্যে প্রকাশ পাইত না । তিনি কদাচ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন নাই, বরং স্বয়ংই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন, তথাপি তাঁহার দৃঢ়তর দুর্গ সকল প্রস্তুত থাকিত ; না থাকিলে কেন, গজাস্কন্দী কেশরী কি ভয় প্রযুক্ত গিরিগুহায় শয়ন করিয়া থাকে ? তিনি কদাচ অহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন না । যাহা করিতেন তৎসমুদায়ই প্রজাদিগের কল্যাণজনক । কর্তব্য কর্মের মধ্যে কি করা হইল, কি করিতে হইবে, সর্বদা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন । তাঁহার আরদ্ধ কার্য্য সকল শালিগর্ভস্থ তণ্ডুলের ন্যায় অতি নিগূঢ় ভাবে পরিণত হইয়া উঠিত । তিনি সর্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও কদাচ বিপথে পদার্পণ করিতেন না ; করিবেন কেন, সমুদ্র অতিমাত্র বুদ্ধিশালী হইলেও কি নদীমুখ বাতীত অন্য পথে গমন করিয়া থাকে ? তিনি যাহাতে লোকবিরাগ

হইবার সম্ভাবনা এরূপ কর্ম কদাচ করিতেন না, যদিও দৈববশাৎ
প্রজাগণ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র বিরক্ত হইত, তৎক্ষণাৎ
তাঁহার প্রশমন করিতে পারিতেন । সর্বশক্তিসম্পন্ন মহানুভাব
অতিথি স্বকীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া আপন অপেক্ষা হীনবল
ব্যক্তির প্রতিই আক্রমণ করিতেন, প্রবল নৃপালের নিকট কদাচ
পরাক্রম প্রকাশ করিতেন না ; করিবেন কেন, দাবানল বায়ুর
সাহায্য পাইলেও কি তুণ ব্যতীত জল প্রার্থনা করিয়া থাকে ?
ধর্মার্থকাম ত্রিবর্গের প্রতি তাঁহার নির্বিশেষ অনুরাগ ছিল ।
তিনি ধর্মের অবিরোধে অর্থকাম উপার্জন করিতেন, এবং
অর্থকামের অবিরোধে ধর্মোপার্জন করিতেন । মহারাজ অতিথি
কুটুম্বের বিধানজ্ঞ হইয়াও কেবল ধর্মযুদ্ধমাত্র অবলম্বন করি-
তেন, সুতরাং জয়ন্ত্রী অনায়াসেই সেই ধর্মবিজেতার হস্তগামিনী
হইতেন । অতি দুর্বল মিত্র কোনপ্রকার উপকারে আইসে না,
অতিশয় প্রবল মিত্র নিগূঢ় সন্ধান পাইয়া অপকারচেষ্টা করিতে
পারে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি মধ্যমভাবাপন্ন লোকদিগেরই
সহিত বন্ধুতা করিতেন । তিনি যে, অর্থ সংগ্রহ করিতেন
সে কেবল লোকের আশ্রয়ণীয় হইবার নিমিত্ত, যেহেতু চাতক
বারিগর্ভ বারিধরকেই অভিনন্দন করিয়া থাকে । তিনি শত্রু-
কার্যের ব্যাঘাত করিতে যাইয়া স্বকার্য উদ্ধার করিয়া আসি-
তেন । রিপুগণকে রন্ধ্রে প্রহার করিতে যাইয়া স্বকীয় রন্ধ্র
গোপন করিয়া রাখিতেন । এবং রণনিপুণ সেনাগণকে স্বদেহ-
নির্বিশেষে সমাদর করিতেন ।

মহানুভাব অতিথি এইরূপ সতর্কতা পূর্বক সামাদি উপায়-
চতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে প্রযুক্ত নীতির
অপ্রতিহতফলভাগী হইলেন । বিপক্ষগণ প্রতাপমাত্র শ্রবণে
সন্ত্রস্ত হইয়া ফণিশিরোমণির ন্যায় তদীয় শক্তিত্রিতয় কদাচ
আকর্ষণ করিতে পারিত না । বণিগ্গণ নদীতে গৃহদীর্ঘিকার
ন্যায়, বনে উপবনের ন্যায় এবং পর্বতে স্বকীয় গৃহের ন্যায়

যথেষ্ট গমনাগমন করিয়া স্বাবলম্বিত ব্যবসায় সকল অনায়াসেই সম্পন্ন করিতে লাগিল। সেই মহানুভাব বিষমভয় নিবারণ করিয়া তাপসগণের নিকট অক্ষয় রাজকর স্বরূপ তপস্যার ষষ্ঠ ভাগ লাভ করিতেন। দম্বাতস্করভয় নিবারণ করিয়া প্রজাগণের নিকট ষষ্ঠাংশ রাজস্ব পাইতেন। রক্ষাবতী পৃথিবীও আকর হইতে রত্ন, ক্ষেত্র হইতে শস্য, এবং বন হইতে গজ দান করিয়া তাঁহাকে রক্ষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। চন্দ্র ও সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, কিন্তু তদীয় বৃদ্ধির কদাচ হ্রাস হইত না। ইন্দুকিরণ পদ্মে বা সূর্য্যকিরণ কুমুদে প্রবিষ্ট হয় না, কিন্তু তদীয় গুণগণ কি শত্রু, কি মিত্র সকলেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি উদিত সূর্য্যের ন্যায় আত্মপ্রদর্শন দ্বারা ছুরিতনাশ ও তত্ত্বার্থপ্রকটন দ্বারা অজ্ঞানতানাশ করিয়া প্রজাগণের মহোপকার সাধন করিতেন।

মহারাজ অতিথি এইরূপ রাজ্যশাসন দ্বারা অসাধারণ লাভ করিয়া সমস্ত নৃপগণের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহার অলোকসামান্য গুণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি লোকপালের পঞ্চম, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের ষষ্ঠ এবং মহেন্দ্র মলয়াদি সপ্ত কুলাচলের অষ্টম বলিয়া নির্দেশ করিত। নৃপগণ তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন রাজ্য প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকপাল সকল তৎসম্মিথানে শরণাগতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেন। যম রোগোদ্ভেদক নিবারণ করিতেন। বকণ জলমার্গ নির্বিঘ্ন করিয়া দিতেন। কুবের তদীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন।

অষ্টাদশ সর্গ ।

নিষধরাজদুহিতার গর্ভে অতিথির এক পুত্র সন্তান হইল । তাঁহার নাম নিষধ । নিষধ ক্রমে যুবা, পরাক্রান্ত, ও প্রজাপালন-সমর্থ হইয়া উঠিলেন । সুরক্ষিযোগে শস্য পাকোন্মুখ হইলে প্রজালোক যেমন সন্তুষ্ট হয়, অতিথি সেই সর্বগুণান্বিত পুত্র লাভে তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন । পরিশেষে তিনি নিষধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্বক স্বকর্ম-লব্ধ ত্রিদশনগরীতে প্রস্থান করিলেন । কুশের পৌত্র নিষধ পিতার পরলোকান্তে সমাগরা বমুন্ধরায় একাধিপত্য করিতে লাগিলেন ।

নিষধের মরণানন্তর তৎপুত্র নল পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন । নল দেখিতে পরম সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন । তিনি অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ত্রিলোকে যশোবিস্তার করিলেন । নলের পুত্র নভঃ । নভঃ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন । প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল । নল রাজা জীর্ণাবস্থায় স্বীয় তনয় নভকে উত্তর কোশলের আধিপত্য প্রদান করিয়া পরমপুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিবার বাসনায় তপোবনে জীবনের শেষ ভাগ যাপন করিলেন । নভের পুত্র পুণ্ডরীক । পুণ্ডরীক দিগ্গজের ন্যায় সাতিশয় পরাক্রান্ত ও নৃপগণের ছুরতিভবনীয় ছিলেন । তিনি স্বপুত্র ক্ষেমধর্মাকে প্রজাপালনসমর্থ দেখিয়া তদীয় হস্তে চিরধৃত রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক বার্কিক্য দশা তপোবনে অতিবাহিত করিলেন । ক্ষেমধর্মার পুত্র দেবানীক । দেবানীক দেবতুল্য ও অতুল্য পরাক্রান্ত

ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি বর্ণাশ্রম পালনের ভার অর্পণ করিয়া স্বর্গাধিরোহণ করিলেন।

দেবানীকের পুত্র অহীনগু। অহীনগু অতিশয় মিষ্টভাষী। তিনি স্বীয় প্রিয়বদতা গুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অহীনগু হীনসংসর্গ করিতেন না। বাসনগণ সেই সুচতুর অভ্যুদয়োৎসাহী যুবা রাজর্ষির ত্রিসীমায়ও আসিতে পারিত না। মহারাজ অহীনগু পিতার মরণানন্তর সামাদি উপায়চতুষ্টয় প্রয়োগ করিয়া চতুর্দিকের অধীশ্বর হইলেন। অহীনগুর মরণানন্তর তৎপুত্র পারিষাত্র রাজ্যাধিকারী হইলেন। পারিষাত্রের পুত্র শিল। শিল অতি সুশীল, পরাক্রান্ত, ও বিনয়শালী ছিলেন। মহারাজ পারিষাত্র শিলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কারারোধসদৃশ রাজকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন এবং স্বয়ং অকণ্টক সুখোপভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা পারিষাত্র ভোগবাসনা সত্ত্বেই জরাগ্রস্ত হইয়া করাল কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অনন্তর তৎপুত্র শিল একাকী অথগু ভূমণ্ডল শাসন করিতে লাগিলেন।

শিলের মরণানন্তর তৎপুত্র উন্নাত রাজ্য পাইলেন। উন্নাতের রাজত্বানন্তর তৎপুত্র বজ্রনাত রাজ্যাধিকারী হইলেন। বজ্রনাত স্বর্গারোহণ করিয়া বজ্রধরের অর্দ্ধাসন অধিকার করিলেন। তৎপরে তৎপুত্র শঙ্খন উত্তর কোশলের অধীশ্বর হইলেন। শঙ্খনের মরণানন্তর তৎপুত্র ব্যাধিতাশ্ব পৈত্র পদে অভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ ব্যাধিতাশ্ব ভগবান্ কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক পুত্র লাভ করিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বসহ। বিশ্বসহ নীতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও প্রজাগণের পরম হিতকারী ছিলেন। বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাত। মহারাজ বিশ্বসহ সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রের সাহায্য পাইয়া বায়ুসহকৃত ছতাশনের ন্যায় রিপুগণের নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে স্বীয় পুত্র হিরণ্যনাতকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করিয়া অবিনশ্বর সুখাভিলাষে তপোবনে জীবন যাপন করিলেন । হিরণ্যনাভের পুত্র কোশল্য । মহারাজ কোশল্য ত্রিমিষ্ঠনামক পরম ধার্মিক পুত্রকে নিজাধিকারে নিযুক্ত করিয়া চরমে পরম পুরুষার্থ লাভ করিলেন । ত্রিমিষ্ঠ রঘুকুলের ভূষণ-স্বরূপ ছিলেন । তাঁহার রাজ্যাশাসনকালে প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত । ত্রিমিষ্ঠের পুত্রের নাম পুত্র । রাজাধিরাজ ত্রিমিষ্ঠ সেই কুলধুরন্ধর পুত্রনামক পুত্র দ্বারা বংশস্থিতি সম্ভাবনা করিয়া বিষয়বাসনা বিসর্জন করিলেন ; এবং ত্রিপুঙ্কর তীর্থে স্নান করিয়া মরণানন্তর ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনভাগী হইলেন । পুত্রের পত্নী পুষ্যা নামে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন । মহানুভাব পুত্র স্বীয় পুত্র পুষ্যকে সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তদীয় হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন । পরে যোগিবর মহর্ষি তৈজমিনির নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া চরমে মুক্তি লাভ করিলেন । পুষ্যের মরণানন্তর তদাত্মজ ধ্রুব রাজ্যাধিকারী হইলেন । ধ্রুবে পুত্র সুদর্শন অতিশয় রূপবান্ ছিলেন । ধ্রুব রাজা পুত্রের শৈশবকাল অতিক্রম না হইতেই মৃগয়ার্থ বনে যাইয়া প্রচণ্ড সিংহের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ।

মহারাজ ধ্রুবে প্রাচীন অমাত্যবর্গ রাজবিরহে প্রজাগণকে দুঃখিত দেখিয়া তদীয় কুলতন্তু সুদর্শনকে অতি শৈশবকালেই সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । শিশু রাজার অধিষ্ঠানে রঘুকুল বালেন্দ্রবিভূষিত নভস্তলের, সিংহশাবকাধিষ্ঠিত সুবিস্তীর্ণ বনভূমির, এবং একমাত্রকমলকোরকালঙ্কৃত বিশাল জলাশয়ের সাদৃশ্য লাভ করিল । সুদর্শন ছয় বৎসরের শিশু । তিনি অতিষেকানন্তর অতুৎকৃত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গজরাজে অধিরোহণ পূর্বক রাজমার্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । আধোরণ পতনভয়ে তাঁহার অঙ্গযষ্টি অবলম্বন করিয়া রহিল । তথাপি পুরবাসিগণ তাঁহার প্রতি রাজযোগ্য গৌরব প্রদর্শন করিল । বালক সুদর্শন সুবিস্তীর্ণ পৈতৃক রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া

তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তাঁহার তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন নৃপাসন পরিপূর্ণ হইয়াছে । সিংহাসনোপবিষ্ট সুদর্শনের লাক্ষারসরঞ্জিত ক্ষুদ্র চরণযুগল অধঃস্থ সৌবর্ণ পাদপীঠে সংলগ্ন হইল না ; তথাপি ভূপালগণ মানোন্নত মস্তক দ্বারা তদীয় পদতলে শত শত প্রণিপাত করিতে লাগিলেন । তৎকালে সুদর্শনের প্রতি মহারাজ শব্দ প্রয়োগ করাও অনুচিত হইল না, তেজস্বী ইন্দ্রনীলমণি অল্প-প্রমাণ হইলেও তাহাতে মহানীল শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে । কাকপক্ষধর সুদর্শনের মুখ হইতে যে আদেশবাক্য নির্গত হইত, তাহা মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতেও কদাচ স্থলিত হইবার নহে । তিনি শিরীষকুমুম হইতেও সুকুমার ছিলেন, অজ্ঞাতরণও তাঁহার ভার বোধ হইত, তথাপি তিনি সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের গুরুতর ভার বহন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না । সুদর্শন বর্ণপরিচয় সমাপন না করিতেই সুবিচক্ষণ পণ্ডিতগণের সংসর্গে দণ্ডনীতি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন ।

তদীয় বাহুযুগল যুগসাদৃশ্য লাভ করে নাই, গুণাঘাতজনিত কিণচক্রে লাঞ্চিত হয় নাই, বা খড়্গের মেকপ্রদেশ স্পর্শ করে নাই, তথাপি তদ্বারা অবনী রক্ষাশালিনী হইলেন । তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীরাবয়ব ও কুলোচিত গুণেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তিনি জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ কতিপয় দিবসের মধ্যে ত্রিবর্গের মূলীভূত ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন । শাস্ত্রবিদ্যা সমাপনানন্তর শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন । তাহাতেও অনতিবিলম্বেই কৃতবিদ্যা হইলেন । ক্রমে সুদর্শনের তরুণাবস্থা উপস্থিত হইল । অমাত্য-গণ বিশুদ্ধ সন্ততির অভিলাষে সুনিপুণ দূতীগণ দ্বারা সুলক্ষণাক্রান্ত কতিপয় নৃপদুহিতা মনোনীত করিয়া মহাসমারোহ পূর্বক সুদর্শনের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ।

উনবিংশ সর্গ।

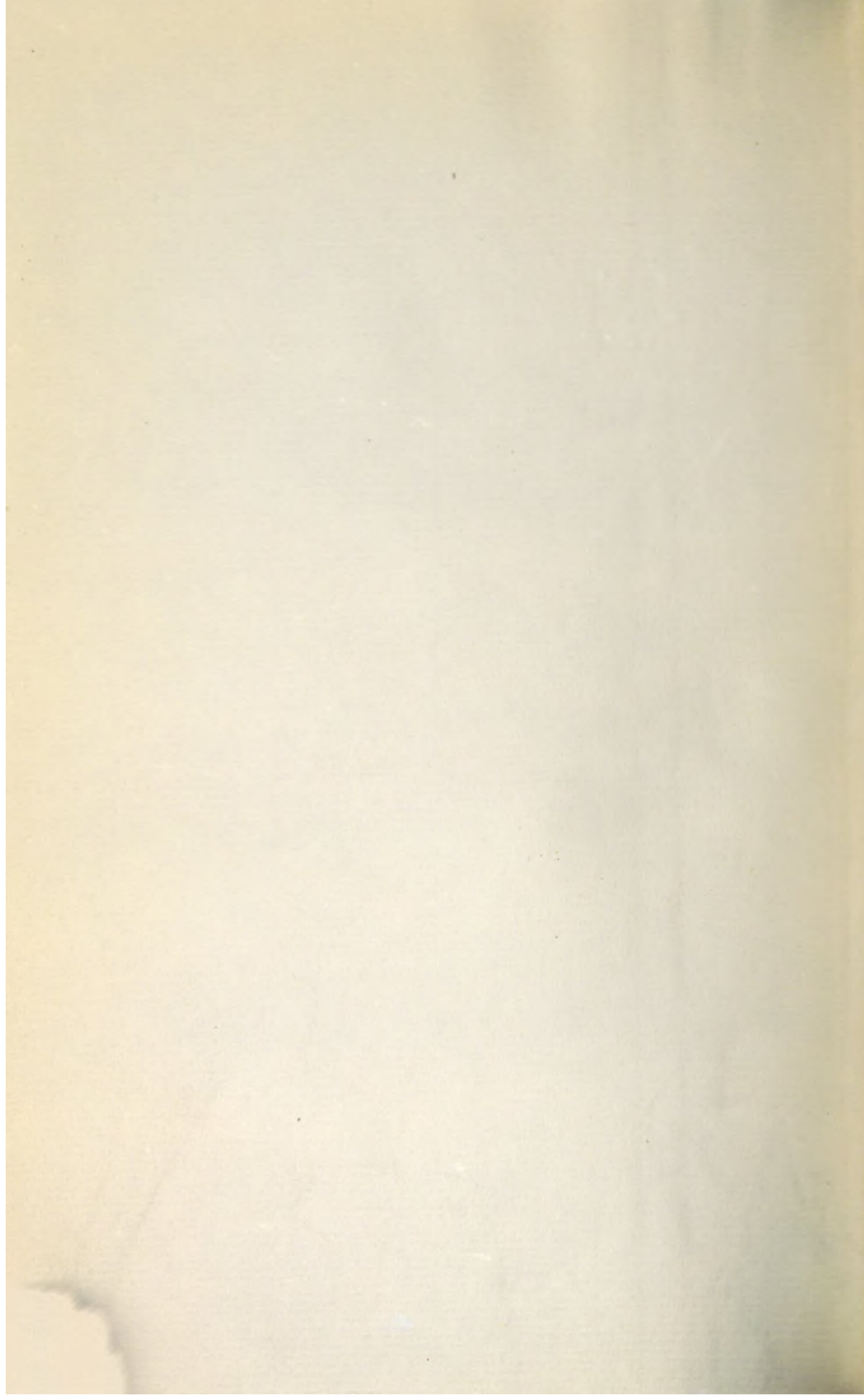
বিচক্ষণ সুদর্শন চরম বয়সে স্বপুত্র অগ্নিবর্ণকে স্বকীয় রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া নৈমিষারণ্য আশ্রয় করিলেন। তথায় তীর্থজল দ্বারা গৃহদীর্ঘিকা, কুশাসন দ্বারা অপূর্ব শয্যা, এবং পত্রাবৃত কুটীর দ্বারা প্রাসাদাবলী বিস্মৃত হইয়া নিষ্কাম তপশ্চর্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অগ্নিবর্ণ কতিপয় বৎসর স্বয়ং কুলোচিত রাজ্যশাসন করিয়া সচিববর্গের প্রতি সাত্বাজ্যের ভারার্পণ পূর্বক নিতান্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। সেই কামুক সর্বদা কামিনীগণে পরি-
রূত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসবব্যাপারের শ্রীরুদ্ধি করিতে লাগি-
লেন। তিনি সর্বদা নৃত্য গীতে ব্যাসক্ত থাকিতেন। ইন্দ্রিয়ার্থ ব্যতিরেকে ক্ষণ কালও থাকিতে পারিতেন না; অহর্নিশি অন্তঃ-
পুরবিহারে কাল হরণ করিতেন; এবং দর্শনোৎসুক প্রকৃতি-
গণের প্রতি দৃকপাত করিতেন না; যদিও কদাচিৎ মন্ত্ৰিগণের অনুরোধে প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দিতে সম্মত হইতেন, তাহা কেবল গবাক্ষবিবরাবলম্বী চরণ মাত্র দ্বারা সম্পন্ন হইত। তাহার রবি-
করম্পৃষ্ঠ সরোকহের ন্যায় তদীয় চরণে প্রণিপাত করিয়া আপনা-
দিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত।

রাজা অগ্নিবর্ণ এই রূপে সর্ব কার্যে পরাজুথ হইয়া কেবল অনর্থ ইন্দ্রিয়মুখে দিবানিশি যাপন করিতে লাগিলেন। বিপক্ষ-
গণ তাঁহাকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়াও তদীয় মহাপ্রতাপ প্রযুক্ত আক্রমণ করিতে সাহসিক হইত না, কিন্তু তিনি অনিয়তবিহার-
জনিত ক্ষয়রোগের আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। তিনি বৈদ্যের অবাধ্য হইয়া উঠিলেন। মধুপানাদি ব্যসনের

দোষ দর্শন করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না । ক্ষয়রোগ ক্রমে তাঁহাকে ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল । তাঁহার বদন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, আভরণ ভার বোধ হইতে লাগিল, এবং বিনাবলম্বনে গমন করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িলেন ।

রাজা ক্ষয়াতুর হইলে রঘুবংশ কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্র বিশিষ্ট নভস্তলের, পঙ্কাবশেষিত গ্রীষ্মকালীন জলাশয়ের, এবং নির্ঝাণো-
মুখ দীপভাজনের সাদৃশ্য লাভ করিল । অমাত্যগণ প্রজা-
বর্গের নিকট, রাজা এক্ষণে পুত্রোৎপাদনার্থ গূঢ় ভাবে জপাদি
করিতেছেন, এই বলিয়া তাঁহার রোগরূতান্ত গোপন করিয়া
রাখিতেন । সুবিচক্ষণ ভিষগগণ তাঁহার রোগশান্তির নিমিত্ত
অনেক প্রযত্ন করিতে লাগিলেন, সকলই বিফল হইল । তিনি
সেই দুঃসাধ্য রোগের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলেন না ।
কতিপয় দিবসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন । পরিশেষে
মন্ত্রিবর্গ একত্রিত হইয়া রোগশান্তিব্যপদেশে তদীয় মৃত দেহ
গৃহোপবনে লইয়া গেলেন, এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবিৎ পুরোহিত
দ্বারা মৃত শরীর সংস্কৃত করিয়া সেই উদ্যানমধ্যেই অতি নিগূঢ়
ভাবে অগ্নিসাৎ করিলেন । অনন্তর তাঁহার রাজমহিষীর সুস্পষ্ট
গর্ভচিহ্ন দেখিয়া প্রধান প্রধান পুরবাসীদিগের সহিত পরামর্শ
করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকেই সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । রাজ্ঞী
অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনাধিরোহণ পূর্বক প্রবীণ মন্ত্রিবর্গের
সহিত যথাবিধি ভর্তৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





Kālidāsa,

Raghuvaṁśa Raghubaṁśa. Raghuvansa of Kalidasa. Transl. into Bengali by
Chandra Kanta Tarkabhushan (Candrakānta Tarkabhūṣaṇa)

Kalikātā 1821/1843

A.or. 4520 m

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10250999-2